৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ – ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ ঃ ২৮ মে – ৩ জুন, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 31, 28 May - 3 June, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, দুর্নীতি

এবং স্বজনপোষণ দীর্ঘদিনের রোগ। কিন্তু এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতাকে অবৈধ ভাবে পাওয়া চাকরি থেকে বরখাস্ত এবং সেখানে আবেদনকারীকে নিয়োগের কলকাতা হাইকোর্টের রায় ঐতিহাসিক বলে মত শিক্ষা মহলের।

রবিবার : পেট্রোপণ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমবর্ধমান দাম

নাভিশ্বাস তুলেছে দেশবাসীর। এই শ্বাসকষ্টের মধ্যে পেট্রোপণ্যে কিছুটা শুল্ক কমিয়ে অক্সিজেন যোগালো কেন্দ্রীয় সরকার। এরফলে বাজারের চড়া দামে একটু লাগাম পড়বে বলে আশা। ভর্তুকি বেড়েছে উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাসেও। তবে বিতর্ক থামেনি।

সোমবার : অদম্য জেদ ও মানসিক শক্তির জেরে বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গ

এভারেস্টের শীর্ষ ছুলেন চন্দননগরের তরুণী পিয়ালি বসাক। অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্ট জয়ের যাত্রা আরম্ভে শুভেচ্ছা জানাতে পৌঁছে গিয়েছিল টিম আলিপুর বার্তা। তবে প্রচণ্ড খারাপ আবহাওয়ার জন্য শেষ মুহূর্তে পিয়ালিকে সাহায্য নিতে হয়েছিল অক্সিজেনের।

মঙ্গলবার : নিয়োগ দুর্নীতি রুখতে এবং সঠিক নিয়োগের দাবিতে এবার

সল্টলেকের স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন প্রশিক্ষিত নার্সরা। অভিযোগ মেধা তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও কাউন্সেলিং-এ ডাক পাননি বহু প্রার্থী। দাবি তফসিলি জাতি-জনজাতি সহ সকলকে নিয়োগ করতে হবে।

বুধবার : জাপানে বসা কোয়াড বৈঠকে যোগ দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদী। তবে সেখানেও রাশিয়ার নিন্দা থেকে দূরে থাকল ভারত। তবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমন্বয় নিয়ে সরব হয়েছেন মোদী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেন প্রধানমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার : রাজ্য সরকারের মতো হাঁড়ির হাল কি কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়েরও? প্রশ্ন তুলে দিল তিন মাসের বেতন না পাওয়া ঠিকা কর্মীদের ধর্মঘট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫টি হস্টেলে রান্না বন্ধ করে চলছে অবস্থান। সহ উপাচার্য (শিক্ষা) অবশ্য দোষ ঠেলেছেন ঠিকাদার সংস্থার দিকে।

শুক্রবার : প্রশাসনিক বাধা সরাতে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের অধীনস্ত

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আচার্য পদ থেকে রাজ্যপালকে সরিয়ে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে বসানোর নজীরবিহীন প্রস্তাব পাশ হল রাজমন্ত্রীসভার। এবার বিল আসবে বিধানসভায়। বিরোধীদের কটাক্ষ যথেচ্ছ দুর্নীতি করতেই এই বদল প্রস্তাব।

সবজান্তা খবরওয়ালা

নিত্য ভাঙনের কবলে ভাগীরথী–অজয় মোহনা

দেবাশিস রায়

পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কাটোয়া শহরের কোল ঘেঁষে বয়ে চলা ভাগীরথী ও অজয় নদের মিলনস্থল প্রতিবারই একটু একটু করে ভাঙনের কবলে পড়ে। তবে, সেটা বর্ষাকালেই বেশি দেখা গেলেও এবার যেন একটু আগামই নদী ভাঙন শুরু হল। সবে গ্রীষ্মকাল। বর্ষার এখনও ঢের বাকি থাকলেও ইতিমধ্যেই কাটোয়ায় ভাগীরথী নদী ও অজয় নদের মিলনস্থলের বেশ খানিকটা এলাকা ভাঙনের কবলে পড়েছে। এরইমধ্যে শাঁখাই-কাটোয়া ফেরিঘাটে কংক্রিটের একটা বিরাট অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় নৌযাত্রীদের পারাপারে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কাটোয়ার মহকুমা প্রশাসনের পাশাপাশি সেচ দপ্তর সহ কাটোয়া পুরসভা সবিস্তারে ঊর্ধ্বতন বিভাগীয় দপ্তরে রিপোর্ট পাঠিয়ে ভাঙন রোধে আশু পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কাটোয়া, দাঁইহাট ও কালনা শহরের পাশাপাশি কাটোয়া ১ এবং ২ নং, কেতুগ্রাম ১ এবং ২ নং, মঙ্গলকোট, পূর্বস্থলী ১ এবং ২ নং, কালনা ১ ও ২ নং ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা প্রতিবারই বর্ষাকালে নদী ভাঙনের কবলে পড়ে। এ-র ফলে এলাকার হাজার হাজার মানুষ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি, পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের জালুইডাঙা সন্নিহিত এলাকায় ভয়ংকর নদী ভাঙনের মুখে কার্যত এসে পড়েছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগকারী ব্রডগেজ রেলপথ। এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কাছে নদী ভাঙন রোধে স্থায়ী উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানিয়ে এলেও এবিষয়ে এখনও কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ চোখে না পড়ায় হাজার হাজার মানুষ হতাশ।

স্থায়ী বাঁধের দাবিতে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া অঞ্চলের জটিরামপুর খেয়াঘাট থেকে কয়েকশো মহিলা সুন্দরবনের স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ, বাদাবন ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষা,সুন্দরবনের মাষ্টার প্ল্যানের দাবিন পথ মিছিল বের হয়। এদিনের পথ মিছিলের সুন্দরবনের ঘরের মহিলারা বের হয়ে আসেন প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত অমল নায়েকের নেতৃত্বে। ২০২১ সালের ২৬ মে ইয়াসের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ছিল সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল।নদীর বাঁধ

ভেঙে নোনা জল ঢুকে প্লাবিত হয়ে ছিল গ্রামের পর গ্রাম।ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ছিল ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে মাছ চাষ,কৃষি জমি। এমনকি ইয়াসের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ছিল বহু মূল্যবান গাছ পালা। আর এই ইয়াসের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এদিন সুন্দরবনের মহিলারা সংসারের সমস্ত কাজকর্ম ফেলে পথে নামে সুন্দরবনের স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ,বাদাবন ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষা এবং সর্বোপরি মাষ্টার প্ল্যানে সুন্দরবন রক্ষা করা। এদিন ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের বস্ত্র ,ফলের চারা এবং শিশুদের শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেন প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত অমল নায়েক।তিনি বলেন রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে অনুরোধ সুন্দরবনের উপর একটি মাষ্টার প্ল্যান তৈরি হোক। পাশাপাশি সুন্দরবনের স্থায়ী নদী বাঁধ নির্মাণ, বাদাবন ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। ২০২১ সালে ২৬ মে ইয়াসের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ছিল সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। তাই ইয়াসের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দাবিতে এই পথ মিছিল।

জেটি ঘাটগুলোতে নেই নজরদারি

কুনাল মালিক

গত বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা থানা এলাকার হুগলি নদী তীরবর্তী আকড়ার অরুন মিস্ত্রি ঘাট থেকে একটা বোট হাওড়ার মানিকতলা ঘাটে যাচ্ছিল প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য আনুমানিক বিকাল ৪-৩০ মিনিট নাগাদ মাঝ নদীতে বোট থেকে এক যুবক গঙ্গায় পড়ে তলিয়ে যায়। যাত্রীরা বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেয় নাকি ওই তলিয়ে যাওয়া যুবককে কেউ উদ্ধার করতে আগ্রহী হয়নি। শেষে যাত্রীদের অনুরোধে বোট ঘুরিয়ে আবার অরুণ মিস্ত্রি ঘাটের দিকে নিয়ে যায় বোট চালক। ততক্ষণে নদীতে পড়ে যাওয়া যুবককে আর দেখা যায়নি। এরপরই উত্তেজিত যাত্রীরা আকড়ার জেটি ঘাটের বোট অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। বোটের মালিক সুবোধ সামন্ত অভিযোগ করেন, তাকেও নাকি মারধর করা হয়েছে। যাত্রীদের অভিযোগ জেটি ঘাটে কোনও পুলিশী নজরদারী নেই। প্রতিদিন অতিরিক্ত যাত্রী ও বাইক নিয়ে বোট চলাচল করছে। ওই দিনও নাকি বোটে ৮০

জন যাত্রী ও ১০টি বাইক ছিল। অথচ থাকার কথা ৪০ জন যাত্রী এবং ৫টি বাইক।

ঘটনা স্থলে দ্রুত ছুটে আসে মহেশতলা থানার পুলিশ। বোটের মালিক সুবোধ সামন্ত ও তাঁর স্ত্রী শাশ্বতী সামন্তকে পুলিশ আটক করে। তলিয়ে যাওয়া যুবকের খোঁজে রিভার পুলিশের ডুবুরিদের সাহায্য নেওয়া হয়। তবে শুক্রবার পর্যন্ত ওই যুবকের খোঁজ মেলেনি। আবার অন্য একটি সূত্রের খবর, আদৌ কোনও যুবক বোট থেকে নদীতে পড়েছিল কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। স্থানীয় কিছু উত্তেজিত জনতার ইন্ধনে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটতেও পারে। তবে পুলিশ সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। এই ঘাট থেকে আপাতত দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হাওড়ায় কোনও ফেরি চলাচল করছে না। প্রসঙ্গত, আকড়ার পাশাপাশি হুগলি নদী তীরবর্তী বিভিন্ন জেটি ঘাটে সে অর্থে কোনও পুলিশী নজরদারী নেই। জলসাথীদেরও দেখা মিলছে না। যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জাম বোটগুলিতে নেই। বজবজ, বাটা, ঝাউতলা কিংবা রায়পুর তিন ফটক ঘাটেও একই অভিযোগ করছেন যাত্রী সাধারণ। যাত্রী পারাপারের ব্যাপারে যদি কড়া পদক্ষেপ না নেওয়া হয় যে কোনও দিন আরও বড়ো কোনও দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

খাস জমি দখল করে বিক্রির অভিযোগ

সুব্রত মন্ডল

সোনারপুর ব্লকের প্রতাপনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিতরে খাসজমি দখল করে বিক্রি করার অভিযোগ আনলেন এলাকার বাসিন্দারা। বেআইনিভাবে কংক্রিটের নির্মাণ কাজ চলছে সোনারপুর ব্লক ভূমি ও ভূমিসংস্কার বিভাগে অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে শাসকদলের অনেক প্রভাবশালী নেতা জড়িত বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিষয়টি নজরে আসার পরই ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতাপনগরে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা প্রকল্প তৈরি বড় রাস্তার ধারে এক নম্বর খতিয়ানভুক্ত ৩৬৯ ৩৭২ ৩৭৪ দাগের প্রায় ৬ থেকে ৮ বিঘা জমি এই কায়দায় প্লট করে বিক্রি করা চলছে। সেই বিল্ডিং এর উপর চলছে একতলা ও দোতলা পাকা বাড়ির কাজ। সংশ্লিষ্ট মৌজায় প্রধানমন্ত্রী সড়কের ধারে খাসজমি ২৫ থেকে ২৬ বিঘা। এলাকাটি পূর্ব কলকাতা জলাভূমির অন্তর্গত সরকারি নিয়মে এই জমি কোনভাবেই বিক্রির এবং সেখানে পাকা নির্মাণ করার সংস্থান নেই। ভূমি দপ্তরের আধিকারিক অখিল গিরি খাসজমি দখল করে বিক্রি ও নির্মাণের অভিযোগ পেয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই দপ্তর পদক্ষেপ করবে। একটি রিপোর্ট ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে।অভিযোগের সত্যতারও উল্লেখ রয়েছে। প্রতাপনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিতরে খাসজমি দখল করে বিক্রির ঘটনা নতুন নয়। কয়েক বছর আগে এই পঞ্চায়েতের সান্দুর মৌজায় একই কায়দায় সরকারি খাস জমি ও গোপনে আত্মসাৎ হয়। বিঘের পর বিঘে জমি কিনে সেখানে অনেকটা এলাকাজুড়ে একটি হাউজিং কমপ্লেক্স তৈরির কাজ চলছিল। যদিও পরে তা ভেঙে ফেলা হয়। সেই জায়গা থেকে দুই কিলোমিটার দূরে এই পঞ্চায়েতের সরকারি খাস জায়গা দখল ও বিক্রি করার অভিযোগ ওঠে।

প্রতাপনগর পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান তাপসী মন্ডল বলেন, ওই জায়গায় বেকার ছেলেরা রোজগারের জন্য কিছু দোকান নির্মাণ করেছিল। বেকার ছেলেরা করছে বলে নাক গলাই না। ওই জমিতে বাড়ি নির্মাণের কোনও খবর অবশ্য আমাদের কাছে ছিল না। অথচ প্রধান তাপসী মন্ডল এর চোখের সামনেই বেআইনি কনস্ট্রাকশন করে বিনা প্ল্যানে দিনের বেলাতেই কী করে কেনাবেচা চলছে এলাকাবাসী সেই প্রশ্ন তুলে ধরছে।

সীমান্তে সোনা উদ্ধার

কল্যাণ রায়চৌধুরী

ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগনার সীমান্তগুলি চোরাচালান ও পাচারকারদির কাছে 'ওপেন করিডর' হিসেবে পরিচিত, গোয়েন্দাদের আশঙ্কা ও সতর্কবার্তায় একাধিকবার এ প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর গোয়েন্দাদের এই আশঙ্কা যে কতটা সত্য তার প্রমাণ মেলে উত্তর চব্বিশ পরগনা বিভিন্ন সীমান্তে এ ধরনের অপরাধ প্রকাশ্যে আসায়। পাশাপাশি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারির কড়াকড়িও যে উল্লেখযোগ্য তার প্রমাণ মেলে প্রায়শঃই ধরপাকড়ে। সম্প্রতি ভারত বাংলাদেশের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সীমান্তে দুটি অভিযান চালিয়ে বিএসএফ প্রায় ৬ কোটির অধিক মূল্যের প্রায় ১১ কেজির বেশি সোনা বাজেয়াপ্ত করে। এই সঙ্গে দুজন পাচারকারিকেও গ্রেফতার করেছে বিএসএফ। এই দুটি অভিযানের একটি পেট্রাপোলে ও অন্যটি জয়ন্তীপুরে।মোট বাজেয়াপ্ত সোনার পরিমাণ ১১ কেজি ৬২ গ্রাম। যার মধ্যে রয়েছে ৩টি সোনার বার ও ৭৪টি সোনার বিস্কুট। মোট আর্থিক মূল্য ৬ কোটি ১৫ লক্ষ ১৮ হাজার ১৫২ টাকা। ধৃত দুই পাচারকারি ভারতেরই বাসিন্দা বলে জানায় বিএসএফ। সীমান্তরক্ষী বাহিনী সূত্র থেকে জানা যায়, সোমবার গাড়ি চেকিংয়ের সময় ১৭৯ নম্বর

ব্যাটেলিয়নের কর্মীরা পেট্রাপোলে সন্দেহভাজন একটি ট্রাককে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি করে। তল্লাশিতে চালকের সিটের পিছন থেকে একটি প্যাকেট উদ্ধার হয়। তা থেকে ৭০টি সোনার বিস্কুট ও ৩টি সোনার হার উদ্ধার হয়। যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৫ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। সীমন্তরক্ষীরা সোনাসহ ট্রাকটিকে বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি ট্রাক চালাক রাজ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। জেরায় জানা গিয়েছে, তার বাড়ি বনগাঁয়। সে নিয়মিত বেনাপোলে পণ্য রপ্তানি করে। আবার এদিনই জয়ন্তীপুর বিওপিতে রুটিন চেকিংয়ের সময় সন্দেহভাজন এক মোটর সাইকেল আরোহীকে ১৫৮ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা তল্লাশি চালিয়ে বাইকের সিটের নিচের থেকে চারটে সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে। যার আর্থিক মূল্য প্রায় সাড়ে সতেরো লক্ষ টাকা। ধৃত মাধব মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ। উদ্ধারকৃত সোনাগুলি শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে বিএসএফের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

চোরাচালান ও পাচার প্রসঙ্গে বনগাঁ ট্রাক মালিক সমিতির সম্পাদক অশোক দেবনাথ জানান, 'আসলে চোরাচালান ও পাচার প্রকিয়ায় এমন একটা র‍্যাকেট বা চক্র আছে, যেখানে আমি আপনি কিছু বললে মার্ডার হয়ে যাবো। তবে বর্তমানে বিএসএফের নজরদারি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ধরপাকড়ের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে। এশিয়ার বৃহত্তম এই স্থল বন্দরে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ কোটি লেনদেন হয়। ফলে নজরদারির কড়া কড়িতো হবেই।'

বাংলা জুড়ে তালগাছের আকাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাতি লেবু, কচি ডাবের চড়া দামের পর এবার গরমের আসরে বেশ দর হেঁকেই হাজির হয়েছে রসে ভরা নরম তালশাঁস। গরমের মরশুম শুরু হতেই ১০ টাকায় একটি পাতি লেবু আর ৫০ টাকায় একটি কচি ডাব বিক্রির খবর শুনে আমজনতার চোখ কপালে উঠেছিল।এবার তালশাঁসের দামেও তাদের চোখ ছানাবড়া হবার মতোই পরিস্থিতি।যদিও তাতেই বাজারে সুপারহিট গরমের আরাম সুস্বাদু নরম তালশাঁস। মফস্বল শহরে লাইন দিয়ে দু'টি প্রমাণ সাইজের তালশাঁস কিনতে হচ্ছে ১০ টাকায়। কিছুটা ছোট হলে অবশ্য একটু সস্তায় মিলছে কোথাও কোথাও। সেক্ষেত্রে তিনটে তালশাঁস ১০ টাকায় মিলতেও পারে। তবে, অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে আপনার পকেটের টান যাই থাকুক না কেন বিক্রেতার সেই একটাই-রা', ১০ টাকারই কিনতে হবে। তালশাঁসের সুপারহিট চাহিদার

ধাক্কায় দরদামে বেশি কাঁইকুঁই করারও মতোও সময়ই আপনার মিলবে না। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থাকা পাশের জন আপনারই দরদাম করা মূল্যবান' প্রিয় জিনিসটি সুযোগ বুঝে কার্যত ছোঁ মেরে কিনে নিয়ে মুচকি হেসে চলে যাবে। অতএব মরশুমি সুখাদ্যের স্বাদ যখন চেখে দেখতেই মনটা চরম আকুলি-বিকুলি করছে তখন দিনকয়েকের জন্য এক্ষেত্রে অন্তত দর কষাকষির রিস্কটা নাই'বা নিলেন! মোদ্দা কথাটা হল, আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে চারিদিকে যেভাবে প্রকৃতি তথা পরিবেশের ওপর মানুষ নির্দ্বিধায় অত্যাচার শুরু করেছে তাতে খুব শীঘ্রই হয়তো তালগাছকেও বিলুপ্ত শ্রেণির উদ্ভিদের তালিকায় ঠাঁই নিতে হবে। বর্তমানে অনলাইন কেনাকাটার জমানায় বিভিন্ন সংস্থার মারকাটারি বিজ্ঞাপনের দৌলতে যেখানে নানা ধরনের ফল চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে সেখানে অদূর ভবিষ্যতে লোভনীয় এই সরস তালশাঁসের স্বাদ চেখে দেখতে মানুষকে যে দশ গুণ টাকা খসাতে হবে না সেটাইবা কে বলতে পারে। একদা বঙ্গদেশ জুড়ে গ্রামগঞ্জের সর্বত্রই সারি সারি নারকেল ও সুপারি গাছের পাশাপাশি অসংখ্য তালগাছও শোভা পেত। এলাকার বাসিন্দারা বিশেষ করে ছাপোষা মানুষজন নিজস্ব প্রয়োজনেই তালগাছ লাগাতেন। বাড়ির কোনও পাশে কিংবা অব্যবহৃত কোনও জমিতে পাকা তালের আঁটি পোঁতা হত এবং কার্যত অযত্নেই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে সব গাছকে ছাড়িয়ে যেত। বিভিন্ন প্রান্তের প্রবীণ মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে, প্রাচীন কাল থেকেই বঙ্গদেশের গাছগাছালির মধ্যে তালগাছেরও দীর্ঘসময় ধরে একটা গুরুত্ব ছিল। বিশেষ করে সমাজের অন্ত্যজ, প্রান্তিক শ্রেণি তথা গতর খেটে খাওয়া মানুষগুলির কাছে তো তালগাছ অন্যতম দরকারি গাছ রূপে পরিগণিত হত।

এরপর পাঁচের পাতায়

এভারেস্টের পর লোৎসে জয়

মলয় সুর

ফের বাঙালি মেয়ের এভারেস্ট জয়। সঙ্গে আরও একটা রেকর্ড। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে অক্সিজেন ছাড়াই এভারেস্টের শিকর ছোঁয়া। এমন রেকর্ড ছুলেন চন্দননগরের পিয়ালি বসাক। দাবি তাঁর পরিবারের। জোড়া সাফল্য। রবিবার ২২ মে সকাল পৌনে নটায় এভারেস্টের শৃঙ্গ জয় করেছেন পিয়ালি। এর আগে একাধিক বাঙালি মহিলা এভারেস্ট জয় করেছেন। এবার পিয়ালি বসাক সাপ্লিমেন্টারি অক্সিজেন ছাড়াই এভারেস্টের শিখর ছুঁলেন। এ বিষয়ে জানা যায়, ছোট বেলায় কিশলয় বইয়ে এভারেস্ট অভিযান পড়েছিল, তারপর থেকেই পাহাড়ের প্রতি অদম্য টান চন্দননগরের এই মেয়ের। অক্সিজেন ছাড়া শৃঙ্গ জয় পিয়ালির কাছে নতুন নয়। ২০২১ সালে ১ অক্টোবর পৃথিবীর সপ্তম উচ্চতম শৃঙ্গ ধৌলগিরি জয় করেছেন বিনা অক্সিজেনে। তার আগে ২০১৮ সালে মানাসুলু জয় করেন। অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্ট জয় করবেন এমন ইচ্ছা দীর্ঘদিন ধরেই ছিল পিয়ালির। ২০১৯ সালে একবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই বছর ৮৪৩০ মিটার পর্যন্ত উঠে ফিরতে হয়েছিল। এবার সাফল্য এল। তার নেশা পর্বত আরোহন ছাড়াও সে চন্দননগর কানাইলাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরি করেন। নিজে ভাল আঁকতে পারেন। মার্শাল আর্টে ব্ল্যাক বেল্ট, দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বাবা তপন বসাক খুবই অসুস্থ। এভারেস্টের পর এবার লোৎসে ৮৫১৬ মিটার শৃঙ্গ জয় করে এক অনন্য নজির গড়লেন। রাজ্যের এই দামাল মহিলা পর্বতারোহী। মঙ্গলবার রাতে লোৎসে জয়ের খবর এসে পৌঁছায় চন্দননগরে তার বাড়িতে। পিয়ালির এই জোড়া সাফল্যে উচ্ছসিত রাজ্যের পর্বতারোহীরা। কার্যত বিনা অক্সিজেনে দিন দুয়েক আগে রবিবার ২২ মে সকালে অদম্য জেদে বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখর এভারেস্টে আরোহন করেছিলেন চন্দননগর কাঁটাপুকুরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পিয়ালি। এভারেস্টের কিছুটা আগে যেখানে অক্সিজেনের পরিমাণ তলানিতে সেখানে বাধ্য হয়ে সামান্য অক্সিজেনের সাহায্য নেন পিয়ালি। একদিন পর মঙ্গলবার দুপুরে তিনি এবারের অভিযানের দ্বিতীয় লক্ষ্যও পূরণ করলেন এত সাফল্যের মধ্যেও কাঁটার মতো দুটি বিষয়। এবারের অভিযানে পিয়ালির লক্ষ্য ছিল, অক্সিজেন সিলিন্ডারের সাহায্য ছাড়াই এভারেস্ট জয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

আন্তর্জাতিক আঁচে পতন ভারতেও

পার্থসারথি গুহ

শেয়ার বাজার যখন মগডালে চড়ে থাকে , তখন কারও খেয়ালই হয় না মুনাফা ঘরে তুলে বাজারের সংশোধনীর জন্য অপেক্ষা করার কথা। পরে যখন সত্যি হুঁশ ফেরে তখন আর ফিরে তাকাবার সময় পাওয়া যায় না। হাতের কেনা শেয়ার তখন দুমদাম করে নিচে আসতে শুরু করে। অথচ যাঁরা নিয়ম মেনে লগ্নি করে থাকেন, অযথা ঝুঁকি নেওয়ার রাস্তায় হাঁটেন না, তাঁরা কিন্তু সব ধরনের পরিস্থিতিতেই ফায়দা তুলতে সক্ষম হন। দুঃখের বিষয় হল যাঁরা এই বাজারে নিয়মিত ট্রেড করেন তাঁদের মধ্যে ধৈর্য্য নামক বস্তুটাই নেই। এঁরা বেশি মনোনিবেশ করে থাকেন ফাটকাবাজিতে। মোটের ওপর এই শ্রেণির শেয়ার লগ্নিকারীদের জন্যই গড়পরতাভাবে সাধারণের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারনা গেঁথে গিয়েছে যে এই শেয়ার বাজার হল জুয়ার আড়ত। আদতে এটা যে সর্বৈব মিথ্যা তা বলার জন্য কোনও বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। এই বাজার থেকে তাঁদের টাকাই খোয়া যায় যাঁরা 'যদুবাবুমধুবাবু'দের কথায় শেয়ার কেনেন আগু পিছু না ভেবেই। ফলে পস্তাতেও হয় তাঁদের দারুণভাবে। ভুলভাল শেয়ার তো কেনা হয়ই, পাশাপাশি এমন দামে

অর্থনীতি

সব কেনা হয় যা সর্বোচ্চ অবস্থানের কাছাকাছি। আর যাঁরা মাথা খাটিয়ে বা প্রকৃত বিশেষজ্ঞের সাহায্যে এই বাজারে ট্রেড করে থাকেন মালামাল হতে তাঁদের কিন্তু বেশি সময় লাগে না।

শেয়ার বাজার অনেকটা সমুদ্রের মতো। এখানে যা কিছু ভেসে যায় তা আবার ফিরেও আসে জলপ্রবাহের মতোই। অর্থাৎ কোনও সেক্টর হয়তো বেশ কিছুদিন ধরে একেবারে তলানিতে তলিয়ে যেতে পারে। বহু মানুষের কষ্টের অনেক টাকা তাতে নিমজ্জিত থাকতে পারে, কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে তা আবার ফেরতও আসে অভাবনীয়ভাবে। এমন নয় যে ২ টাকা, ৫ টাকা হয়ে যাওয়া শেয়ার ঘুরে দাঁড়ানোর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এমন ভুরি ভুরি নজির আছে যেখানে ২০০ টাকার শেয়ার ৪০–৫০ টাকা হয়ে যাওয়ার পর তা আগের দামে তো ফিরে গিয়েছেই, অনেকক্ষেত্রে সেই দামকেও অতিক্রম করেছে। এটাই শেয়ার বাজারের মহিমা। এমন নজির অন্য কোনও বাজারে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ আছে। তার মানে এই নয় যে সেক্টর নিচে পড়ে আছে তা ঝাঁপিয়ে পড়ে কিনতে হবে। বরং অপেক্ষা করতে হবে সেই সেক্টরের প্রত্যাবর্তনের জন্য। এই যেমন ফার্মা সেক্টর। দীর্ঘদিন যে ওষুধ কাউন্টার ভারতের বাজারে নেতৃত্ব দিয়েছে তা গত ২ বছর ধরে রীতিমতো ধরাশায়ী।

নিফটি কোন জায়গা থেকে আপাতত কারেকশনে আসতে পারে তা নিয়েও 'নানা মুনির নানা মত' শোনা যায়। শেয়ার বিশেজ্ঞদের বক্তব্য, হালফিলে ১৮ হাজারের ওপর থেকে কয়েকদিনে দিনের সংশোধনীতে নিফটি চলে এসেছিল ১৬ হাজারের নিচে। এক্ষেত্রে ২ হাজার পয়েন্ট কারেকশন সম্পন্ন হয়েছে এই কদিনে। তাহলে মাত্র ১০ শতাংশ কারেকশন সম্পন্ন হয়েছে এই বাজারে। শেয়ারবিদদের এও বক্তব্য, এই ১০ শতাংশ সংশোধনী বুঝিয়ে দিয়েছে কতটা হড়হড়ে মেজাজে রয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার। এরপর ৫ শতাংশ কারেকশনও হয়তো হতে পারে কোনও একটা জায়গাকে আপাত শীর্ষ অবস্থান ধরে নিয়ে। তবে তার থেকে বেশি কিছু আশা করা বেয়ারদের পক্ষে উচিত নয়। বরং এখন থেকেই পরিকল্পনা নিতে হবে বাজার বাড়ার সম্পূর্ণ সুবিধা যাতে ভোগ করতে পারেন। নচেৎ বাজার বাড়বে, বহু শেয়ারের দাম সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে যাবে, কিন্তু সেক্টরও ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে কিন্তু আপনার হাতের শেয়ার নটনড়নচড়ন হয়ে থাকবে। এমনটা যাতে মোটেই না হয়, সেদিকে এখন থেকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে ট্রেডারদের। চালু সেক্টরে লগ্নি করতে হবে।

এত কারেকশনের গল্পগাছার মধ্যেও মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো বহু রসদ রয়েছে। যার মধ্যে ভালো বর্ষার পূর্বাভাস, জিএসটি পাশ হতে চলা, মুডিজ ও মর্গ্যান স্ট্যানলির ভারতের বাজার সম্পর্কে আশাবাদী মনোভাব পোষণ করা, কেন্দ্রের সংস্কারের পথে থাকার অঙ্গীকার করা ইত্যাদি এমন বহু তথ্য সামনে আছে যা বাজারকে কিছুতেই নিচে আসতে দেবে না। সেক্ষেত্রে হয়তো ২০ হাজারের শৃঙ্গ ছোঁয়ার পরে হয়তো ফের কারেকশনে যাওয়ার নাম নেবে অর্থ বাজার।

উত্তরের আঙিনায়

ধৃত ১১ ভুয়ো চাকরিপ্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য পুলিশ কনষ্টেবেলের পরীক্ষাতেও ভুয়ো চাকরিপ্রার্থী। শিলিগুড়িতে পরীক্ষা দিতে এসে গ্রেপ্তার এগারো জন। শিলিগুড়ির খাপরাইল মোড়ের মাঠে ছিল শারীরিক পরীক্ষা শিবির। সেখানেই ধরা পড়ে যায় ভুয়ো পরীক্ষা দিতে আসা পরীক্ষার্থী। শারীরিক পরীক্ষা দিতে আসার জন্য তারা যখন লাইনে দাড়িয়ে কাগজপত্র জমা করবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন,

তখনই তাদের কাগজপত্র দেখে সন্দেহ হয় পুলিশ কর্তাদের। তারা আলাদাভাবে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে ওই এগারো জনকে ডেকে আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞাসা করেন। তাদের উত্তর শুনেই পুলিশ কর্তারা বুঝে যান এরা ভুয়ো চাকরিপ্রার্থী। তখনই তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতরা জেরায় জানিয়েছে, তারা সবাই বিহারের বাসিন্দা। মোটা টাকার লোভে তারা শিলিগুড়িতে এসেছিলেন চাকরির পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষা দিয়েই তাদের বিহারে ফিরে যাবার কথা ছিল।

ইভটিজিং রুখতে প্রমিলা বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাবধান, এবার জলপাইগুড়ি শহরের অলিগলি ঘুরে বেড়াবে পুলিশের বিশেষ মহিলা বাহিনী। ইভটিজিং রুখতে বিশেষ প্রমিলা বাহিনী গড়ল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের আদলে কালো পোশাক পড়ে এবার জলপাইগুড়ি শহরের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াবে উইনার্স টিমের মহিলা পুলিশ কর্মীরা।

মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানার সামনে জেলা পুলিশ দ্বারা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই নতুন প্রমীলা বাহিনীর কাজের শুভ সূচনা করলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত।

জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার জানান, জলপাইগুড়ি শহরকে বেশ

কয়েকটি বিটে ভাগ করা হয়েছে, মূলত বিভিন্ন কাজে রাস্তায় বের হওয়া মহিলা এবং তরুণীদের বিভিন্ন অপরাধ মূলক কর্মকাণ্ডের হাত থেকে দ্রুত রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিয়েই কাজ করবে মহিলা পুলিশের এই নতুন টিম। স্কুটি নিয়ে কর্তব্যরত মহিলা পুলিশ কর্মীরা ঘুরে বেড়াবেন শহরের অলিগলি। কোথাও বেশি সংখ্যায় মানুষজনের জমায়েত হলে এই টিম ওই এলাকায় নজরদারি চালাবে। পাশাপাশি স্কুল, কলেজ শপিং মল মার্কেটসহ বিভিন্ন এলাকায় নারী সুরক্ষার বিষয়টিকে নিশ্চিত করবে এই বিশেষ স্কোয়াডের কর্মীরা। উইনার্স মহিলা টিমের পুলিশকর্মীরা কালো পোশাক পড়ে অস্ত্রশস্ত্রসহ সজ্জিত থাকবে। প্রতিটি স্কুটিতে থাকবে দুজন করে পুলিশ কর্মী। শহরের ইভটিজিং রক্ষার পাশাপাশি চুরি–ছিনতাই রুখতে এই টিম নজরদারি চালাবে বলেই জানা গিয়েছে। কিছুদিন আগেই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট উইনার্স টিমের কাজ শুরু করেছিল এবং তাতে ভালো সাফল্য মেলায় এবার রাজ্যের বিভিন্ন পুলিশ জেলাতেও শুরু হচ্ছে মহিলা পুলিশ কর্মীদের দিয়ে তৈরি করা নতুন এই স্কোয়াড।

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেয়ের চাকরি নিয়ে অনেক ঝড় ঝাপটা গেল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইএ'র চাপে কার্যত ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি হাল হয়েছিল রাজ্যের বাম জমানায় এবং বর্তমান মা মাটি মানুষের সরকারের মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর। সম্প্রতি এসএসসিতে নিয়োগ নিয়ে তার বিরুদ্ধে এবং তার মেয়ের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ ওঠে। গোটা ঘটনার তদন্তে নামে সিবিআই। সিবিআই এর নোটিশ পেয়ে শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা রওনা দিয়ে মাঝ রাস্তায় নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন পরেশ বাবু। ১২ ঘন্টা নিখোঁজ থাকার পর আবার

শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমান বন্দরে এসেছিলেন তিনি। দুদিন আগে বাগডোগরা থেকে সোজা চলে যান কলকাতা সিবিআই দপ্তর–এ। সেখানে গিয়ে জেরার মুখে পড়তে হয় তাকে। ইতিমধ্যেই আদালত তার কন্যার প্রাপ্ত বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি চলছে তদন্ত প্রক্রিয়া। মঙ্গলবার কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছলেন রাজ্যের শাসকদলের দাপুটে নেতা তথা মন্ত্রী পরেশ অধিকারী। তবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে সোজা সড়কপথে নিজের বাসভবন মেখলিগঞ্জ এর উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি তিনি।

পাতলাবাসে অনশনে বিমল গুরুং

নিজস্ব প্রতিনিধি : দার্জিলিং এর পাতলাবাসে দলীয় কার্যালয়ের সামনে অনশনে বসলেন বিমল গুরুং। জিটিএ নির্বাচনের বিরোধিতা করে তার এই অনশন। একুশের বিধানসভা ভোটের আগে সকলকে চমকে দিয়েই শাসক দলকে সমর্থন জানিয়ে প্রকাশ্যে আসেন বিমল। তারপর ধাপে ধাপে পাহাড়ে ফেরা। ভোটের আগে বিমল গুরুংয়ের পাহাড়ে ফেরা নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারপরেই মোর্চার অন্দরে বিমলকে নিয়ে অসন্তোষ শুরু হয়। এক প্রকার দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল গোটা দল। শেষে বিনয় থাপা যোগ দেন শাসক দলে তার পর থেকে মোর্চার নেতৃত্বে রয়েছে বিমল গুরুং। জিটিএ নির্বাচন নিয়ে বিমল গুরুংয়ের বিরোধিতা নতুন করে পাহাড় অশান্ত করে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে বিমল গুরুঙ্গকে সমর্থন করেছে জিএনএলএফ। তারা জানিয়েছে, জিটিএ কোনও সরকারি সংস্থা নয়,তাহলে কীভাবে এই নির্বাচন হয়। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি। কোনওভাবেই এই নির্বাচনকে মেনে নেওয়া যায় না। এদিন গুরুঙ্গ এর সাথে অনশনে বসেন তার দলীয় সমর্থকেরা। বিমল গুরুঙ্গ জানান, আমি পাহাড়ের মানুষের পক্ষে। তাই কোনওভাবেই এই নির্বাচনকে মেনে নেওয়া যায় না। আমি এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব জানালেন বিমল গুরুঙ্গ।

মঙ্গলবার জিটিএ ভোটের দিনক্ষণ ঘোষিত হয়েছে। এরপরই গুরুং জানান, বুধবার থেকে শুরু

হবে তাঁর অনশন। এ বিষয়ে বিমল গুরুং বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেছিলেন, রাজনৈতিক সমাধান করব আমরা। সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার কথা কেন্দ্র সরকারও বলেছিল। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আমাদের আস্থা–বিশ্বাস নেই। রাজ্যের উপর আমাদের এখনও আস্থা–বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু তারাও এখন কোনও কথা শুনছে না। সেই কারণে অনশনে বসছি আমি।'

জিটিএ ভোটের বিরোধিতায় বিজেপিও। রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, আমরা বারবার বলেছি, জিটিএ ভোট পাহাড়ের সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমেই একমাত্র পাহাড়ের সমস্যার সমাধান হতে পারে আমাদের বিশ্বাস। পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ে আমরা আদালতে যাব কী না তা সময় বলবে।' অপরদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, প্রকৃত গোর্খারা কখনই জিটিএ ভোটে অংশ নেবে না। ভোট দিতেও যাবে না। ২০১৩ সালে গঠিত জিটিএ হল টাকা মারার জায়গা। তৃণমূল এবং তৃণমূলের সাজানো কিছু লোকের ভাগাভাগি করার জায়গা।'

বস্তুত, আগামীকাল অর্থাৎ২৬ জুন পাহাড়ে গোর্খা আঞ্চলিক পরিষদ (গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ)–এর নির্বাচন। ২৯ জুন ভোট গণনা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড় সফরে গিয়েই জিটিএ নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে এসেছিলেন। পাহাড়ের সব রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। যদিও সেই সময় পাহাড়ের বেশ কিছু রাজনৈতিক দল জিটিএ নির্বাচনের বিরোধিতা করেছিল বলেই খবর। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব বিপি গোপালিকা এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের আরও বেশ কয়েকজন আধিকারিকদের সঙ্গে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের জেলাশাসকের ওই বৈঠকেই স্থির হয়েছে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে, চলতি মাসের ২৭ তারিখই জিটিএ নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আগামী মাসের ২৬ তারিখই জিটিএ নির্বাচন হতে চলেছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

ত্রাতা মধুসূদন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মিলছে না ট্রেনের টিকিট, আকাশছোয়া দাম বাসের টিকিটের। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন যাত্রীরা। পাওয়া যাচ্ছেনা ট্রেনের টিকিট উড়ান। সবার জন্য নয় তাই অগত্যা মধুসূদন বাসের টিকিটের দাম শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা গামী ভলভো বাসের টিকিটের দাম বেড়ে দাড়িয়েছে তিনহজার টাকা। গত তিনদিন ধরেই বাসের টিকিটের দাম আকাশছোয়া হওয়ায় যাত্রীরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন টিকিট কাটতে গিয়ে। টিকিট এমনিতেই নেই। তার উপরে ট্রেনের টিকিট না পাওয়ায় অধিকাংশ যাত্রী ছুটে যাচ্ছেন বাস টার্মিনার্সে। তার উপরে প্রচণ্ড গরমে কেউ সাহস করছেন না সাধারণ বাসে যেতে। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি আসতে ভলভো বাসের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ২৫০০ টাকায়। ট্রেনের টিকিটের সমস্যা থাকায় যাদের প্রচণ্ড জরুরি যাতায়াত করার তারাই সমস্যায় পড়ছেন। সাধারণ যাত্রীদের অভিযোগ সবকিছু জেনেও প্রশাসন নীরব থাকছেন।

কারণ, যেখানে ভাড়া হওয়া উচিত হাজার টাকা সেখানে যাত্রীদের কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে তিনগুণ ভাড়া, হতাশ যাত্রীরা জানিয়েছেন, তাদের প্রচণ্ড জরুরি ফেরা কারণ বাড়িই কলকাতাতে, এইভাবে ভাড়া চাওয়া হলে ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গে সাধারণ যাত্রীদের আসাই সম্ভব নয় বলে জানালেন তারা।

পাহাড়ি গ্রাম বিজন বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনার কাঁটা পেরিয়ে এখন পাহাড়ে পর্যটন ব্যবসার তুঙ্গে। অনায়াসে দিন দুয়েকের জন্য ঘুরে আসা যেতে পারে দার্জিলিংয়ের ছোট্ট গ্রাম বিজন বাড়িতে। পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত এই গ্রামটির প্রাকৃতিক পরিবেশ দারুণ মনোরম। গ্রামের পাশে রয়েছে পাহাড়ী নদী ছোট রঙ্গিত। পাথরের উপর দিয়ে এই নদী প্রবাহিত। এই নদীর টলটলে জল পর্যটকদের নজর কাড়ে। পাহাড়ের পাশেই রয়েছে এই পাহাড়ি নদী। এই নদী গোটা গ্রামের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। পর্যটদের থাকবার জন্য হোম

স্টে আছে। ২৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই পাহাড়ি গ্রাম। নদীর পাশেই পর্যটকদের সুবিধার জন্য সুইমিং পুল। সকাল সন্ধ্যায় পাখির কলতান শুনে হৃদয় ভোরে যায়। আশেপাশের সবুজ ঘেরা পরিবেশ বিশেষ নজর কাড়ে। প্রকৃতি যেন নবরূপে সাজিয়েছে এই পাহাড়ি গ্রামকে।

শিলিগুড়ি থেকে গাড়িভাড়া করে সরাসরি পৌঁছে যাওয়া যায় বিজনবাড়িতে। এছাড়া দার্জিলিং থেকেও যাওয়া যায় বিজন বাড়িতে গাড়ি ভাড়া করে। ঘুম পেরোলে ভুট্টার ক্ষেতের সৌন্দর্য হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

জমা জলে জলযন্ত্রণা

নিজস্ব প্রতিনিধি : যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা এনজেপি হয়ে। সেই রাস্তায় জল জমে প্রচণ্ড সমস্যা হচ্ছে যাত্রীদের। সামান্য বৃষ্টির কারণে জল জমে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা এবং সাধারণ মানুষও। যাত্রীরা জানাচ্ছেন এনজেপি থেকে বের হবার একমাত্র রাস্তায় জল জমে প্রচণ্ড অসুবিধার সৃষ্টি করেছে যাত্রীদের। যাত্রীদের অভিযোগ একমাত্র রাস্তায় যেভাবে জল জমে আছে, সেই জলকে নামানো সম্ভব নয় যদি রেল এবং স্থানীয় মানুষেরা উদ্যোগ

না নেয়। যাত্রীরা জানিয়েছেন, রোদ থাকলেও জল নামে না, এই জলের কারণে রাতের অন্ধকারেও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে জানালেন তারা। যাত্রীরা আরও জানিয়েছেন, এনজেপি ঢুকতে গিয়ে রিক্সাচালক এবং টোটো চালকেরাও প্রচণ্ড সমস্যায় পড়ছেন।তার উপরে বিদ্যুত বিভ্রাট যদি হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। এব্যাপারে এনজেপি সিনিয়র সেকশন অফিসারের সাথে কথা বলতে গেলে তিনি জানান এই দায়িত্ব আমাদের নয়, তবুও যখন যাত্রীরা ষ্টেশনে আসতে সমস্যায় পড়ছেন তখন আমরা রাজি এই বিষয়ে উদ্যোগ নিতে। জল নিয়ে কোনও কথা স্থানীয় কাউন্সিলার না নেওয়ায় সমালোচনা করছেন বিরোধীরা। এখন কবে এই সমস্যা মিটবে সেটার দিকেই তাকিয়ে যাত্রীরা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৮ মে – ৩ জুন ২০২২

মেষ রাশি : চাকরি ও ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। শিক্ষার্থীদের সাফল্য, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য। বিবাহে বাধা, দাম্পত্য কলহ। ব্যবসায় কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিরোধ। সংক্রামক রোগের আশঙ্কা। স্মৃতিশক্তি ও ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা। ধর্মকর্মে আগ্রহ।

প্রতিকার : কালো কুকুরকে রুটি খাওয়ান।

বৃষ রাশি : কর্মে সাফল্য। ব্যবসায় উন্নতি। শিক্ষার্থী ও প্যারামেডিকেল কর্মীদের কর্মোন্নতি। কর্মে বাধা–বিপত্তি এলেও প্রথমে তা কাটিয়ে উঠতে পারবে। আর্থিক আয় হবে। পেট, বুক, মুখ ও গলার সমস্যা। সাবধানে চলাফেরা করা প্রয়োজন।

প্রতিকার : গুরুজনদের সম্মান প্রদর্শন।

মিথুন রাশি : চাকরি ও ব্যবসায় উন্নতি হলেও ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থব্যয়। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা। বিবাহে বাধা, দাম্পত্য কলহ। স্মৃতিশক্তি ও ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য কলহের আশঙ্কা।

প্রতিকার : মাদকাসক্ত থেকে মুক্ত হন।

কর্কট রাশি : চাকরি ও ব্যবসায় ধীরে ধীরে সাফল্য আসবে। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি পাবে। কর্মে উন্নতি ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ভ্রমণের অভিলাষ। শিল্পীদের প্রতিভার প্রকাশ এবং পুলিশ ও মিলিটারিদের পদোন্নতি।

প্রতিকার : রুপোর গ্লাসে জল পান করুন।

সিংহ রাশি : চাকরি ও ব্যবসায় এবং কর্মে সাফল্যে বিলম্ব হবে। বিভিন্ন দিক থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। রোগের সম্ভাবনা। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। প্রতিভার প্রকাশ। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী।

প্রতিকার : প্লাস্টার অফ প্যারিসের দ্রব্য ঘরে রাখলে স্বাস্থ্যের পক্ষে শুভ।

কন্যা রাশি : শিক্ষাক্ষেত্রে বাধা। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন। চাকরীতে সাফল্য। ব্যবসায় অগ্রগতি ও প্রসারতা। হঠাৎ কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সাহিত্যে অগ্রগতি। ভ্রমণের অভিলাষ। চক্ষু, পায়ে ব্যথা, সংক্রামক রোগের আশঙ্কা।

প্রতিকার : অচ্যুতম, কেশব, হরি, বিষ্ণু, সত্যম, হামসা, নারায়ণ, বিষ্ণুর ৮ টি নাম করুন।

তুলা রাশি : সরকারি বা বেসরকারী বহুজাতিক সংস্থায় কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দাম্পত্য অশান্তি। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। চাকরীতে সাফল্য কিন্তু ব্যবসায় উন্নতিতে বাধা। আয়ভাব শুভ। ফুসফুসের সমস্যা, পায়ের সমস্যা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য।

প্রতিকার : প্রদীপ জ্বালিয়ে ভৈরবের আরাধনা করুন।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মে সাফল্য বিলম্বে। চাকরীতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে পড়বে। ব্যবসায় সাফল্য ধীরগতিতে হবে। দাম্পত্যে অসুখী। বন্ধুকে সাহায্য করুন। সম্পত্তি ক্রয়ের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। ভ্রমণের অভিলাষ। হাঁটাচলায় কষ্ট, উচ্চ রক্তচাপ ও দৃষ্টিশক্তির সমস্যা, সংক্রামক রোগ থেকে সাবধান।

প্রতিকার : গুরুজনদের লাল ও মেরুন রঙের বস্ত্র উপহার।

ধনুরাশি : কর্মে উন্নতি। চাকরিতে সতর্কতার প্রয়োজন। ব্যবসায় উন্নতি ও প্রসারতা। হঠাৎ কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। চিকিৎসা, গবেষণা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অগ্রগতি। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শুভ কাজের আগে কপালে কেশর বা হলুদ প্রলেপ লাগান।

মকর রাশি : চাকরিতে শুভ ফল পেলেও ব্যবসায় বিপত্তি। কর্মোন্নতিতে বাধা। আয়ের ক্ষেত্রে শুভ ফল পেতে বাধা–বিঘ্ন হবে। সম্পত্তি ক্রয়ের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। লটারী প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিকার : স্বামী–স্ত্রীর উভয়ের উভয়কে সম্মান করুন।

কুম্ভ রাশি : চাকরিতে শুভ। কর্ম ও ব্যবসায় সাফল্য। অন্যের ভালো করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনা। শত্রুতা ও প্রতারণার যোগ রয়েছে। সন্তানের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন হবেন।

প্রতিকার : প্রাণায়ম ও যোগা অভ্যাস করুন।

মীন রাশি : চাকরিতে উন্নতি। কর্মে ও ব্যবসায় বাধা–বিপত্তি থাকলেও অগ্রগতি হবে। হঠাৎ কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সঙ্গীতজ্ঞদের ক্ষেত্রে শুভ। অর্থ বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : ছোলা ও গুড়ের প্রসাদ বিতরণ।

শব্দবার্তা ২০১

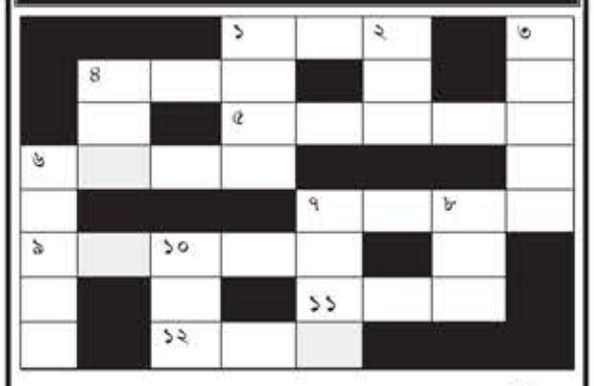

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। কোনো একসময় ৪। সর্বপ্রকারে ৫। রাজা যে বংশে জন্মেছেন ৬। গ্রহনক্ষত্রলোক ৭। বিজয়লাভের উদ্দেশ্যে রওনা ৯। ছদ্মনামে কবিগুরু ১১। প্রচার, ঘোষণা ১২। শাঁখের—।

উপর–নীচ

১। প্রচুর ২। অসুর, দৈত্য ৩। ভিন্ন দেশে প্রস্থান ৬। পঞ্চমবেদ ৭। বহুমূল্য পাথর ৮। 'আর সহে না এমন—' ১০। বড় ও মজবুত বাক্স।

সমাধান : ২০০

পাশাপাশি : ১। অনুপায় ৪। চঙ্গ ৫। ছায়াতনয় ৭। গণনা ৯। ভুবন ১০। ধূলিপটল ১১। খাদি ১২। কাটখোট্টা।

উপর–নীচ : ১। অঙ্গ ২। পাখোয়াজ ৩। সময় ৪। চরণধূলি ৬। নবাবজাদী ৮। ফিটফাট ১১। খাট্টা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

পিটিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাতসকালে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠলো পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে। মৃতের নাম মুসা লস্কর (৫৮)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর অঙ্গদবেড়িয়া গ্রামে। আর সাত সকালে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বিগত প্রায় ৫০ বছর ধরে একবিঘা জমি নিয়ে মুসা লস্করের পরিবারের সাথে সুরজ লস্করদের বিবাদ চলছিল। মাঝে মধ্যে দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হতো। পরে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যস্থতায় সাময়িক ভাবে মিটমাট হয়ে চুপচাপ থাকতো উভয় পরিবার। অভিযোগ বুধবার সকালে মুসা লস্করের একটি পেঁপে গাছে সুরজ,আর্জেদ,মিয়াজাদ,জাহাঙ্গীর লস্করা জোর পূর্বক পেঁপে পাড়ার চেষ্টা করে। সেই সময় মুসা লস্কর বাধা দিতে গেলে তাকে বেধড়ক মারধর করে। স্বামীকে মারধরের হাত থেকে বাঁচাতে এগিয়ে যায় সাকিলা নস্কর। অভিযোগ তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে তার স্বামীর মাথায় শাবল দিয়ে আঘাত করে অভিযুক্তরা। শাবলের আঘাতে মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। মুসা লস্করকে পাড়া প্রতিবেশীরা গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সাত সকালে এমন খুনের ঘটনা এলাকায় চাউর হয়েত চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে মৃতের স্ত্রী সাকিলা লস্কর ক্যানিং থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। পাশাপাশি অভিযুক্তদের ধরতে এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। মৃত মুসা লস্করের স্ত্রী সাকিলা লস্করের দাবি অভিযুক্তদের যেন কঠোর শাস্তি হয়।

কাকা শ্বশুরকে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার উত্তেজনা ছড়ালো বাসন্তীতে। এবার মদের আসরে কাকা শ্বশুরকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠলো খোদ ভাইয়ের জামাইয়ের বিরুদ্ধে। রাতের অন্ধকারে এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃতের নাম সমীর সরদার(৪২)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশপুর গ্রামে। পুলিশ রাতেই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত জামাই দুরন্ত সরদারকে গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পেশায় চাষি দুরন্ত সরদার ও সমীর সরদার। গত প্রায় ১৫ বছর আগে সমীর সরদারের ভাই পালান সরদারের মেয়ের সাথে বিয়ে হয় দুরন্তের। অন্যদিকে সমীর সরদার ও দুরন্ত সরদার পেশায় চাষি। প্রতিনিয়ত বাগানের ফসল তুলে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতো । অভিযোগ প্রায় প্রতিদিনই বাজার থেকে ফিরে কাকা শ্বশুর ও জামাই পাড়ার একটি মদের দোকানে বসে মদের আসর বসাতো। আকণ্ঠ মদ পান করে রাতে বাড়িতে ফিরতো। অভিযোগ অন্যান্য দিনের মতো ক্ষেতের ফসল বিক্রি করে মদের আসরে বসে মদ্যপান করছিল। সেই সময় কাকা শ্বশুরের সাথে বচসা হয়। কাকা শ্বশুর বাঁশ দিয়ে জামাই দুরন্তকে মারার জন্য উদাত হয়। আচমকা সেই বাঁশ ধরে নেয় দুরন্ত। এরপর সেই বাঁশ দিয়ে কাকা শ্বশুরকে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনাস্থলে অচৈতন্য হয়ে পড়লে পালিয়ে গা ঢাকা দেয় দুরন্ত। স্থানীয়রা গুরুতর জখম অবস্থায় সমীরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাতেই বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাতের অন্ধকারে এমন ঘটনা চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনার কথা জানতে পেরে দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায়। পাশাপাশি রাতেই এলাকায় চিরুনী তল্লাশি অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত জামাইকে গ্রেফতার করে। পুলিশি জেরায় ধৃত খুন করার কথা স্বীকার করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃতকে আজ আদালতে তোলা হবে।

কেরোসিন খেয়ে অসুস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেরোসিন খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হল এক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে ক্যানিং থানার হাটপুকুরিয়ার তেঁতুলবেড়িয়া গ্রামে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বর্ষা সরদার নামে ওই মহিলা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাড়িতে একটি বালতির মধ্যে জল ছিল। সেই বালতির মধ্যে রাখা ছিল কেরোসিন তেলের একটি বোতল। জল পিপাসা মেটাতে জল ভেবে বেশকিছু কেরোসিন খেয়ে ফেলে। এরপর বুঝতে পারেন জল ভেবে ভুল করে কেরোসিন তেল খেয়ে ফেলেছেন। সাথে সাথে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই মহিলা। পরিবার লোকজন তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য।

আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আত্মঘাতী হল এক যুবক। মৃতের নাম রহমত সরদার(১৮)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি শিবনগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে পরিবার সকলের অলক্ষ্যে ওই যুবক আচমকা তার নিজের ঘরে আত্মহত্যা করার জন্য ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে থাকে। পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ওই যুবক কে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঠিক কী কারণে ওই যুবক আত্মহত্যা করলো সে বিষয়ে মৃতদেহ ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার মহাসমারোহে পালিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক কচ্ছপ দিবস। ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার সকালে উদ্ধার হল আহত এক বিরল প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ ওলিভ রিডল। মূলত এই সমস্ত ধরনের কচ্ছপ গভীর সমুদ্রে বসবাস করে থাকে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ঝড়খালি জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় ফেন্সিং নেট জাল পরীক্ষা করে দেখছিলেন বনকর্মীরা। সেই সময় ঝড়খালির হোগোভাঙা জঙ্গল সংলগ্ন নদী ধারে আহত অবস্থায় সাঁতার কাটছিল ওই কচ্ছপটি। বনকর্মীদের নজরে পড়ে। তাঁরা সেটিকে উদ্ধার করে ঝড়খালি পুনর্বাসন কেন্দ্রে নিয়ে যায়

চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসা চলছে আহত ওই ওলিভ রিডল এর। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপটির চিকিৎসা চলছে এবং পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলে আগামী দিনে সুন্দরবনের নদীতে ছেড়ে দেওয়া হবে। '

বাঁধ ফুটো হয়ে প্লাবিত এলাকা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : কুলতলিতে মাতলা নদীর বাঁধ ফুটো হয়ে প্লাবিত এলাকা। ভরা কোটালের জেরে মাতলা নদীর বাঁধ ফুটো হয়ে স্রোতের জল ঢুকে প্লাবিত হলো এলাকা। চাষের জমিও চলে গিয়েছে জলের তলায়। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে কুলতলি ব্লকের গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের গায়েনের চকে। এর জেরে নদীর পাড়ে দুর্গত মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় জয়নগর সেচ দপ্তরের বাস্তুকাররা। এলাকায় যান কুলতলি ব্লকের বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারী, জেসিবি মেশিন এনে জরুরি ভিত্তিতে চলে বাঁধ

মেরামতের কাজ। বিডিও বলেন, রাতের মধ্যে বাঁধ মেরামত করে দেওয়া হবে। বাসিন্দাদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। জয়নগর সেচ দপ্তরের অতিরিক্ত বাস্তুকার বলেন, বাঁধ ভাঙেনি, ১০ ফুটের মত ফুটো হয়ে গিয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে মেরামতের কাজ হচ্ছে। নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়াতে গ্রামের বাসিন্দারাই মেরামতের কাজে নেমে পড়েন। জলে নেমে পড়ে ঠেকানোর কাজ করেন তাঁরা। বাসিন্দা ভরত হালদার বলেন, আগে থেকেই দুর্বল বাঁধ ছিল। তাই ভরা কোটালের জেরে বাঁধ ফুটো হয়ে গিয়েছে। বাঁধ যদি পুরো ভেঙে যায় গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হবে। বাসিন্দা মেঘনাদ হালদার বলেন, বারংবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলেই নদীর বাঁধ ভেঙে যায়। জোড়াতাপ্পি দিয়ে তারপর কাজ করা হয়। এবারে চাষের জমিতে জলে চলে গিয়েছে। খাল বিল জলে ভরে গিয়েছে। রাতভোর যদি জল তোড়ের মত ঢোকে কী যে অবস্থা হবে তা ভগবানই জানে। পঞ্চায়েত থেকে প্রশাসন সবাই দেখে যায়। কোনও কাজ হয় না। কিন্তু ফি বছর এই সমস্যায় পড়তে হয়। সঞ্জয় হালদার বলেন, বিঘের পর বিঘে চাষের জমিতে জল ঢুকে গিয়েছে। ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

লুপ্তপ্রায় কচ্ছপ বাড়াতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার সুন্দরবন জুড়ে যথাযথ ভাবে পালিত হল বিশ্ব কচ্ছপ দিবস। প্রতিবছর ২৩ মে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় কচ্ছপদের বেঁচে থাকতে এবং তাদের প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক বাসস্থান উন্নতি করতে সহায়তা করার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে। ২০০০ সালে থেকে আমেরিকান টরটয়েজ রেসকিউ নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দিবসটি পালনে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিল। সেই থেকেই দিবসটি সারা বিশ্ব জুড়ে উদযাপিত হচ্ছে। আর এদিন সুন্দরবন জুড়ে পালিত হল বিশ্ব কচ্ছপ দিবস। সুন্দরবনের নদ নদীতে লুপ্তপ্রায় বাটাগুর বাসকা বা সোনাকাঠা কচ্ছপের সংখ্যা বাড়াতে আগামী ১০ বছর ধরে পাইলট প্রজেক্ট চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প (এসটিআর) এবং টার্টেল সারভাইভাল অ্যালায়েন্স (টিএসএ)। এদিন কচ্ছপ দিবস উপলক্ষে সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের সজনেখালিতে আয়োজিত

হয় একটি বিশেষ কর্মশালা। সেখানেই লুপ্তপ্রায় এই কচ্ছপের সংরক্ষণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি ট্রান্সমিটার বসানো একটি কচ্ছপকেও এদিন গভীর জঙ্গল লাগোয়া নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বাটাগুর বাসকার প্রজাতির কচ্ছপের চলাফেরা, পছন্দের পরিবেশ ও যাত্রাপথ সহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানতে গত ১৯ জানুয়ারি নটি কচ্ছপের দেহে ট্রান্সমিটার লাগিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল নদীতে। তারমধ্যে দুটি কচ্ছপ চলে গিয়েছিল বাংলাদেশে। সে দেশের বনবিভাগ ট্রান্সমিটার লাগানো দুটি কচ্ছপকেই উদ্ধার করে। সেই দুটি কচ্ছপকে আগামী ২৫ মে ছেড়ে দেওয়া হবে নদীতে। তবে এই ট্রান্সমিটার লাগানো কচ্ছপগুলির থেকে বহু তথ্য হাতে আসে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও টার্টেল সারভাইভাল অ্যালায়েন্স-এর গবেষকদের কাছে। সোমবার আয়োজিত কর্মশালায় সেই তথ্য প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হয়। ২০১২ সালের তথ্য অনুযায়ী সুন্দরবনের এই কচ্ছপের সংখ্যা ছিল ১২টি। কিন্তু বর্তমানে সেই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৩৭০-এ। এবার লুপ্তপ্রায় কচ্ছপদের বাঁচাতে সুন্দরবনের স্কুলের পড়ুয়া এবং স্থানীয় মৎস্যজীবীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলারও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এদিন কচ্ছপ নিয়ে একটি পোস্টারও প্রকাশ করা হয়। যেখানে স্থান পেয়েছে প্রায় ২০টি কচ্ছপ। যার মধ্যে গাঙ্গেয় কাছিম, (নিলসনিয়া গ্যাঞ্জেটিকা), ময়ূরপঙ্খী (নিলসনিয়া হুরাম) সহ প্রায় ১৪টি কচ্ছপ লুপ্তপ্রায় প্রজাতির তালিকায় রয়েছে। এদিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপাল (প্রধান বনবল) জে টি ম্যাথেউ, প্রধান মুখ্য বনপাল (বণ্যপ্রাণ) দেবল রায়,সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা তাপস দাস, সহ ক্ষেত্র অধিকর্তা জোনস জাস্টিন, টার্টেল সারভাইভাল অ্যালায়েন্স-এর ডিরেক্টর শৈলেন্দ্র সিং প্রমুখ। ক্ষেত্র অধিকর্তা তাপস দাস বলেন, 'আগামী ১০ বছর ধরে সুন্দরবনের নদ নদীতে বাটাগুর বকসার প্রজাতির কচ্ছপের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে কাজ হবে। ইতিমধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্ছাও তৈরি করা হয়েছে। অবলুপ্তির হাত এই ধরনের কচ্ছপকে বাঁচাতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে আরও অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

কাজের প্রলোভন দিয়ে পাচারের চেষ্টা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ভিন রাজ্যে মোটা টাকা মাইনের কাজ পাইয়ে দেওয়ার টোপ। আর সেই ফাঁদে পা দিয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত ফুলবাগিচা গ্রামের তিন কিশোর। বুধবার সন্ধ্যায় ওই তিন কিশোর আচমকা গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। তাদেরকে পাচারের ছক কষেছিল পাচারকারীরা। এমনকি তাদেরকে পাচারের জন্য ভিনরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল পাচারকারীদের। সে জন্য পাচারকারী ওই তিন কিশোরকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছায়। আর এমন খবর গোপন সূত্রে পেয়ে যায় জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার স্পেশাল পুলিশ টিম সাথে সাথে পৌঁছে যায় হাওড়া স্টেশনে। বৃহস্পতিবার সকালে সেখান থেকে তিন কিশোরকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি আফজল হুসেন লস্কর নামে অভিযুক্ত এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর অভিযুক্ত

আফজল এর বাড়ি জয়নগর থানার বাটরা গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ ধৃত পাচারকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

কংগ্রেস পার্টি অফিসের জমি দখলের চেষ্টা শাসকদলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগার গোবরডাঙায় জাতীয় কংগ্রেসের পার্টি অফিসের জমি বেদখল রুখে দিল কংগ্রেস কর্মীরা। প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সজল দে বলেন, 'এদিন বেদখল হওয়া জমিতে স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীরা শ্লোগান দিয়ে পতাকা লাগাতে গেলে, গোবরডাঙা পুরসভার পুর প্রধান শঙ্কর দত্তর নেতৃত্বে তৃণমূল গুণ্ডাবাহিনী এসে গোবরডাঙা

কংগ্রেস টাউন সভাপতি পবিত্র সমাদ্দার এবং জেলার সহ সভাপতি প্রবীণ নেতা দিলীপ রায়ের উপর চড়াও হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে থাকলেও কার্যত দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তবে গুণ্ডাবাহিনী এনেও দখল করে নিতে পারেনি শাসক দল তৃণমূল। সজলবাবু আরও বলেন, 'আমাদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক এবং আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আমরা পুরো বিষয়টা জানিয়ে গোবরডাঙা থানায় লিখিত অভিযোগ নথিভুক্ত করেছি।'

মানি এক্সচেঞ্জ প্রতারণার দায়ে ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানি এক্সচেঞ্জ প্রতারণার ঘটনায় ধৃত তিন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার ঘুটিয়ারি শরিফ পুলিশ ফাঁড়ির ওসি ফারুক রহমানের নেতৃত্বে এস আই তুহিন মন্ডলের সহ পুলিশের একটি বিশেষ টিম রবিবার রাতেই জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারি শরিফ হালদার পাড়া থেকে তিনজনকে বিদেশি নোট বদল করার সময় হাতে নাতে ধরে ফেলে পুলিশ। ধৃত তিনজনের মধ্যে একজন বাংলাদেশি নাগরিক। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪১ পিস আমেরিকান ডলার কারেন্সি নোট। ধৃত তিনজন হল মহঃ আলি ব্যাপারি (৪৮),বাড়ি বাংলাদেশের মাদারিপুর জেলার

কেশরদিয়া গ্রামে। আর বাকি দুজন সম্পর্কে স্বামী স্ত্রী। নাম – মহঃ হারুন (৫৬)বাড়ি উত্তরপ্রদেশের মোরাবাবাদ ও কল্যাণী বিশ্বাস ওরফে সালমা (৪৫)। বাড়ি নদিয়া জেলার শান্তিপুরে। এদিন উদ্ধার হওয়া সামগ্রী গুলো হল– ৪০ পিস আমেরিকান ডলার যার মূল্য ২৪৯ ডলার। তিনটে মোবাইল,কিছু নিউজপেপার কাটিং। পুলিশ সূত্রে জানা গেল,মহঃ হারুন ও কল্যাণী ঘুটিয়ারি শরিফে গত ৬ মাস ধরে ভাড়া বাড়িতে থাকে স্বামী স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে। আর নিদিষ্ট কোনও পরিচয় নেই ওই বাংলাদেশি নাগরিক আলি ব্যাপারির।

এরা মূলত বেশি দিন এক এলাকায় থাকত না। যখন যেখানে থাকত সেখানকার মানুষের কাছে বিদেশি নোট বিক্রি করত অবৈধ ভাবে। এই সব বিদেশি নোটের ভেতরে সুন্দর করে জাল নোট মিশিয়ে খবরের কাগজের বান্ডিলে করে বিক্রি করত। আর এই খবর আসামাত্র পুলিশের তৎপরতায় এই দলটি ধরা পড়লো। ধৃতদের সোমবার আলিপুর সদর আদালতে তোলা হয়। ধৃত তিন জনের মধ্যে মহঃ আলি ব্যাপারি ও মহঃ হারুন কে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাতে চায় পুলিশ। এবং ধৃত মহিলাটিকে জেল হেফাজতের সুপারিশ করেছে পুলিশ।

মৎস্যচাষিদের পাশে কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বের বিস্ময় পৃথিবীর সেরা বাদাবন সুন্দরবন, সেই সুন্দরবনের বেশির ভাগ মানুষ দারিদ্রাসীমার নিচে বসবাস করে। তাদের জীবিকা ধান চাষ, পাশাপাশি একাংশের বাসিন্দা মাছ চাষ করে, বেশিরভাগ পরিবারের ছোট ছোট পুকুর আছে সেখানেই মাছ চাষ করে, সারা বছর খাবার মাছ জোগাড় হয় পুকুর থেকে, যদিও কিছু কিছু পরিবার বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ করে কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও সহায়তা না থাকায় তেমন ফলপ্রসূ

হয় না, ভারত সরকারের কৃষিও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অধীন কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার অধিকর্তা ডক্টর বসন্ত কুমার দাস মহাশয়ের আন্তরিক উদ্যোগে ইয়াশ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ ৫০০ জন তপশীল জাতি উপজাতি হতদরিদ্র সুন্দরবনের বাসন্তী গোসোবা ব্লক এলাকায় মৎস্যচাষীদের গত এক বছর পূর্বে প্রত্যেককে তিন বস্তা মাছের খাদ্য, ৬ কেজি মাছের চারা পোনা, ২০ কেজি চুন সাহায্য করা হয়েছিল, তাদেরকে নিয়ে গত১৯, শে মে থেকে তিন দিন কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির প্রশিক্ষণ হলে মৎস্য বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে উন্নত প্রযুক্তিতে কিভাবে মাছ চাষ করে জীবন-জীবিকার উন্নতি করা সম্ভব সে বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধিকর্তা ডক্টর বসন্ত কুমার দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লা, বিজ্ঞানী ডক্টর পি কে পারিধা, ডক্টর শ্রেয়া ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ডাক্তার বসন্ত কুমার দাস বলেন, সুন্দরবন এলাকার অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির সাথে যৌথ উদ্যোগে আম্ফান,ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে আমাদের সংস্থা কাজ করে আসছে,এবারেও প্রত্যেক বেনিফিশারী কে দু বস্তা খাদ্য ও প্রয়োজনীয় মাছের চারা দেওয়া হবে, তপশীলি জাতি উপজাতি মৎস্যজীবী পরিবার নিজেদের উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে মাছ চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে হবে, মনে রাখতে হবে চিরকাল সাহায্য পাওয়া যাবে না, এটা ভেবে নিজেদেরকে মৎস্য চাষে উন্নত প্রযুক্তির সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে যার মধ্য দিয়ে আর্থিকভাবে আরো লাভবান হতে হবে। ১০কাঠা জমিতে মাছ চাষ করতে পারলে বছর শেষে কমবেশি ৪০,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব, আমার শ্রদ্ধাশীল কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা আপনাদের পাশে আছে, আপনারা আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করুন আমাদের মৎস্য বিজ্ঞানীগণ সব সময় আপনাদের সু পরামর্শ দেবেন। যিনি সুন্দরবনের মহিলাদের রঙিন মাছ চাষের দায়িত্বে আছেন তিনি বলেন, ১০ জন করে গ্রুপ করে মহিলারা বাড়িতে রঙিন মাছ চাষ করতে পারেন। আমরা এখানে সাতটা গ্রুপে রঙিন মাছ চাষের সমস্ত রকম সহায়তা দিয়েছি। আশা করছি আগামী দিনে আরও বেশি পরিবারকে যুক্ত করতে পারব। কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সুন্দরবনের ভূমিপুত্র বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লা বলেন, ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও ইয়াস, সুন্দরবনের দরিদ্র মৎস্যজীবীদের ভয়াবহ ক্ষতি করে দিয়ে গেছে একথা অনস্বীকার্য , করোনার লকডাউন এর প্রভাবে দরিদ্র মৎস্যজীবীরা যখন অসহায় সেরকম একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা সুন্দরবন এলাকার পাঁচশত পরিবারকে মাছের চারা ,ফিশ ফিড, চুন সাহায্য করায় প্রভূত উপকার হয়েছে, ডক্টর বসন্ত কুমার দাস এর কাছে সুন্দরবনবাসী হিসেবে আমি কৃতজ্ঞ , ইয়াশ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ পরিবার, এবং এবার নতুন করে ৫০০ পরিবারের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার ফলশ্রুতিতে এক হাজার মৎস্য চাষি পরিবার লাভবান হবেন, প্রযুক্তিগত সাহায্যের ফলে সুন্দরবনের মাছ চাষে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে যার মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের আর্থসামাজিক পরিকাঠামো উন্নতি হওয়া সম্ভব। মৎস্যচাষি মৃন্ময় বর্মন, বিমল মন্ডল, জানান চুন, মাছের খাদ্য, ও মাছের চারা পোনা পেয়ে আমরা উপকৃত হয়েছি, এমনকি মাছের চারা পোনা, খাদ্য না পেলে ইয়াস পরবর্তী পরিস্থিতি আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, পুকুরে মাছ ফেলা সম্ভব হতো না। এবারও আমাদের সাহায্য করা হবে জেনে, আমি খুশি হয়েছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দীর্ঘ সময় ধরে মাছ চাষিদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মৎস্য বিজ্ঞানীগণ দিয়েছেন, এই ধরনের সেমিনারের মাধ্যমে সুন্দরবনের মৎস্য চাষিরা অনেক বেশি সচেতন হবে বলে উপস্থিত সমস্ত মৎস্য চাষিরা বলেন।

তৃণমূলের কর্মী সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ মে সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত সাতগাছিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলনের মাধ্যমে আগামী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘন্টা বেজে গেল। সম্মেলনের শুরুতে পঞ্চায়েতের সদস্য সদস্যা এবং বুথ ও অঞ্চল স্তরের নেতা নেত্রীদের বরণ করে নেওয়া হয়। তারপর মঞ্চে আসেন সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর। পর্যবেক্ষক তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা, সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, বিষ্ণুপুর ২ ব্লকের তৃণমূলের কনভেনর চিত্ত কাঁড়ার, মহিলা নেত্রী রুনা দাস সাঁতরা প্রমুখ। মোহন নস্কর বলেন, কেউ প্রার্থী হওয়ার জন্য কারো কাছে সুপারিশ করবেন না, বুথে বসে সকলের মতামত নিয়ে প্রার্থী হবে। সহকারী সভাপতি

বুচান ব্যানার্জীও একই কথা বলেন। সওকাত মোল্লা বলেন, মমতা ব্যানার্জীর সরকার এত কিছু পরিষেবা দিচ্ছে তা সত্ত্বেও গত বিধানসভা নির্বাচনে সাতগাছিয়া অঞ্চলে ৯১ ভোটে হার আছে আমাদের। বুথের সভাপতিদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা ঠিক করে কাজ করুন। বুথ হারছে কেন, তার বিশ্লেষণ করুন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক তথা অঞ্চল সভাপতি এবং উপপ্রধান মলয় সাঁতরা বলেন, খুব শীঘ্রই বুথে বুথে বসে সংগঠন মজবুত করা হবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ২৮ মে – ৩ জুন, ২০২২

তদন্তবিলাস

প্রশাসনিক নীতি ও দুর্নীতি জমজ সন্তান। একই সঙ্গে দুজনেরই জন্ম ক্ষমতার গর্ভে। দুই সন্তানের বিবাদ যখন চরমে ওঠে তখন তদন্তের নামে শাসনের ব্যবস্থা করে ক্ষমতাই। অবশ্য এই বিলাসী শাসনে ধমক–ধামক–আস্ফালন বেশি থাকলেও প্রিয় সন্তানদের শাস্তির মাত্রা কম। কখনও সখনও কোন দুর্বিনীত সন্তানকে সামলাতে না পরলে তাকে শাস্তি না দিয়ে উপায় থাকে না। নাহলে যে লোকের বিশ্বাস হারিয়ে যাবে ক্ষমতার উপর থেকে। এভাবে যখন কৌশলী ক্ষমতার দম্ভ বাড়তে থাকে, বিলাসী তদন্তের গড়িমসিতে বাড়তে থাকে অপরাধ তখন আবির্ভূত হন কোন এক পরিত্রাতা বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাতে। সেই 'সম্ভবামী যুগে যুগে'–এর কায়দায়। ফের নতুন ক্ষমতা, নতুন সন্তান, নতুন বিলাস। এভাবেই দেশে দেশে যুগে যুগে এগিয়ে চলেছে মানবজীবন।

পৃথিবীর অংশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গও অবশ্যই এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলার রাজনৈতিক–প্রশাসনিক আকাশে চলে ক্ষমতার রৌদ্র মেঘের খেলা। আপাতত এখানে চলছে তদন্তবিলাস পর্ব। চলছে হাঁকডাক, জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু শাস্তি বিধানের দেখা নেই। সেসবের সময় নাকি এখনও আসে নি। স্পষ্ট জলের মত অপরাধ–দুর্নীতি দেখা গেলেও তদন্ত শেষ না হলে তো অপরাধী ঠাওরানো আইনের দরবারে পাপ। তাই এখানে সারদা, রোজভ্যালি, আইকোর প্রভৃতি দুর্নীতি প্রতিষ্ঠিত হলেও এখনও শাস্তির দেখা নেই। নারদ কাণ্ডের ভিডিও ফুটেজ ভুয়ো বলে প্রমাণ না হলেও অপরাধ চিহ্নিত হল না। জঙ্গি, বিস্ফোরণ, খুন, জখম, ধর্ষণের অভিযুক্তরা ধরা পড়লেও কিছুতেই চার্জশিট জমা পড়ে না। শাস্তি তো দূরঅস্ত বরং জামিন পেয়ে ফুল–মালার শুভেচ্ছা সহ বীরের মতো ঘরে ফেরে অভিযুক্তরা। বঙ্গে আবার এখন পাচারেরও তদন্ত চলছে। গরু পাচার, কয়লা পাচার, বালি পাচার, মাটি পাচার, নারী পাচারের অভিযুক্তরা কেউ ধরা পড়েছে, কেউ পালিয়েছে, কেউ লুকোচুরি খেলছে। কিন্তু কাউকেই অপরাধী বলা যাবে না, কারণ তদন্তবিলাস চলছে। বাংলায় নতুন ছন্দে স্বাধীনতার ৭৫তম বছরে শুরু হয়েছে শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের মরশুম। ডাকাডাকি চলছে। সাধারণ মানুষও ঘরে বসে তার ঘন্টা মিনিটের বিবরণ টিভিতে আগ্রহী চোখে গোগ্রাসে গিলছে। আশা এবার যদি অপরাধী চিহ্নিত হয়। কিন্তু সে কি এত সোজা কথা। এরা সবাই ক্ষমতার আদুরে সন্তান। তাই সাজাও হবে ক্ষমতার ইচ্ছানুসারেই। এর জন্য কোনও প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, অনশন, ধর্নাই যথেষ্ট নয়।

তবু আশাই ভরসা। কারণ তৃষ্ণার্ত সাধারণ মানুষ যে এখনও চিট ফাণ্ডে গচ্ছিত টাকা ফেরত পায়নি, প্রাণ জুড়োয়নি প্রতারকদের কঠোর সাজায়। এখনও চোখের জলে ভাসছে ধর্ষিতাদের পরিবার। এখনও প্রাণটা হু হু করে সন্তানের হত্যাকারীর সাজা হল না বলে। এখনও যে ফিরে এল না পাচার হয়ে যাওয়া জাতীয় সম্পদ। এখনও পতিতালয়ে গেলে যে দেখা যাচ্ছে পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদের। এখনও কলকাতার রাস্তায় খোলা মাথায় বসে থাকা যোগ্য প্রার্থীরা পারল না বিদ্যালয়ে যোগ দিতে। কিন্তু ভাবতে হবে কোটি কোটি মানুষের দুনিয়ায় গুটি কয়েক মানুষের ক্ষমতাই শেষ কথা বলবে? না, সত্যানুসন্ধানী দর্শন সে কথা বলে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে রথী–মহারথীরা সকলেই ছিলেন ক্ষমতার পক্ষে। এমনকী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সনাতনী সেনাও দিয়েছিলেন ক্ষমতাধারী দুর্যোধনকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাম্ভিক ক্ষমতার পরাজয় হয় ভগবানের নির্দেশেই। কারণ ভগবান কখনোই স্বৈরাচারের পক্ষে দাঁড়ান না।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সতের

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।১৭।।

অনুবাদ

এই অনিত্য শরীর ভস্মীভূত হোক এবং সমগ্র বায়ুর সঙ্গে প্রাণবায়ু মিলিত হোক। এখন হে ভগবান, কৃপা করে আমার সমস্ত উৎসর্গগুলি স্মরণ রাখবেন এবং যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সুহৃদ, তাই কৃপা করে আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি সেই সমস্ত স্মরণ রাখবেন।

তাৎপর্য

পরিলক্ষিত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তুলক্ষ্য করা উচিত যে, সেই বৈষয়িক কার্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, কারণ ভগবৎ–কৃপায় স্বল্প সময়ের মধ্যেই সেই অসম্পূর্ণতার অবসান হয়। তাই ভগবদ্ভজনের পথই একমাত্র সঠিক পন্থা। কেউ যদি সঠিক পন্থা অবলম্বন করেন, এমন কি সাময়িক বৈষয়িক কার্যকলাপের ঘটনা তাঁর আত্ম উপলব্ধির উন্নতি সাধনের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না।'

ভগবৎ–উপাসনার সুযোগ–সুবিধাকে নির্বিশেষবাদীরা অস্বীকার করে, কারণ তারা ভগবানের ব্রহ্মজ্যোতির রূপে আসক্ত। পূর্ববর্তী মন্ত্রগুলির নির্দেশ অনুযায়ী তারা ব্রহ্মজ্যোতি ভেদ করতে পারে না, কারণ তারা ভগবানের সবিশেষ রূপে বিশ্বাসী নয়। কারণ তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুতর্ক ও মননশীলতার পথই অনুসরণ করেন। তাই নির্বিশেষবাদীদের সব প্রায়সই নিস্ফল, যা ভগবদ্গীতার দ্বাদস অধ্যায়ে (১২/৫)

ফেসবুক বার্তা

৩৮ লক্ষ কোটি টাকার এই লাইন আসলে কি?

সৌদি আরব মরুভূমির মধ্যে দিয়ে ১৭০ কিমি লম্বা একটি লাইন বানাচ্ছে, যার খরচ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩৮ লক্ষ কোটি টাকা। জানলে অবাক হবেন, এটি আসলে লম্বা লাইনের মতো একটি অত্যাধুনিক শহর বানানো হচ্ছে, যার নাম রাখা হয়েছে Neom (নিয়ম)। এই শহরে কোনো রাস্তা থাকবে না, কোনো গাড়ি চলবে না, কোনো দূষণ থাকবে না।৯০ লক্ষ মানুষের বসবাসের এই শহরে যাতায়াতের জন্য ১০০% ক্লিন এনার্জি দ্বারা চালিত অত্যাধুনিক যানবাহন চলবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই শহর ২০৩০ সালের মধ্যে তৈরির লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে। নিয়ম শহরে মোট ৩,৮০,০০০ মানুষের চাকরির ব্যবস্থা করা হবে।

কোরাল ব্লিচিং'–এর কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি

বিশেষ প্রতিনিধি : জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (জেডএসআই) বিজ্ঞানীরা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে একটি বিস্তৃত গবেষণার পর জানিয়েছেন যে, আন্দামান সাগরের উপকূল অঞ্চলে ব্যাপক কোরাল ব্লিচিং' (৮৩.৬% পর্যন্ত) লক্ষ্য করা গেছে, যার মধ্যে দক্ষিণ আন্দামান অঞ্চলেই সর্বাধিক– ৯১.৫%। জেডএসআই–এর অধিকর্তা ডঃ ধৃতি ব্যানার্জি জানিয়েছেন, ২০১৬–র এল নিনোর প্রভাব এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

'কোরাল ব্লিচিং'–এর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সমীক্ষায় দেখে গেছে যে আন্দামানে ২০১৬ সালে সাগরে থাকা বিভিন্ন প্রবাল সমষ্টিতে রঙের যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার অন্যতম কারণ, সমুদ্র পৃষ্ঠতল গরম হয়ে যাওয়া এবং এল নিনো। এরফলে জীবন্ত প্রবালের ২৩.৫৮ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়। বিশ্বের প্রবাল প্রাচীরের স্থিতির ওপর GCRMN–এর একটি প্রকাশনা জানিয়েছে– ২০২০–তেও প্রবাল প্রাচীরে ক্রমান্বয়ে ক্ষয় হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ৩২.৩ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ২৯.৫ শতাংশে এসে ঠেকেছে এই প্রবাল প্রাচীর। ২০২১ সালে অপর একটি গবেষণায় দেখা গেছে ৪.৩ ও ১.৯ শতাংশ বার্ষিক গড় হারে প্রবাল প্রাচীরে হ্রাস ঘটেছে এবং তা হয়েছে প্রবল 'হিট স্ট্রেস'–এর কারণেই।

প্রসঙ্গত, এল নিনোর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ১৯৯৮ সালে বিশ্বের প্রবাল প্রাচীরের আচ্ছাদনের ১৬ শতাংশ হ্রাস ঘটিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে সর্বাধিক ৭০ শতাংশ প্রবাল আচ্ছাদন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, যে সমস্ত স্থানে প্রবাল প্রাচীরগুলির ৯৩ শতাংশ আচ্ছাদনে ব্লিচিং হয়েছিল। ২০১৬ সালে গ্রেট

বেরিয়ার রিফ থেকে ২২ শতাংশ মৃত প্রবালের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত হয় বলে জানিয়েছেন ডঃ ব্যানার্জী। জেডএসআই–এর অধিকর্তা এও জানিয়েছেন, এই দুর্বল বাস্তুতন্ত্র প্রাকৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক কারণেও ক্রমাগতভাবে হ্রাস হয়ে যাওয়ার ধাক্কার সম্মুখীন হচ্ছে। ডঃ ব্যানার্জীর অভিমত, আন্দামানের পর্যটন বিকাশের ফলে এবং পর্যটনকে কেন্দ্র করেই যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে তাতে সমুদ্র প্রাণী এবং প্রবাল প্রাচীরে বিপরীত প্রভাব ফেলছে। এই প্রেক্ষিতে এই অসাধারণ প্রাকৃতিক শোভা যাতে বিনষ্ট না হয় তাতে নজর দিতে হবে এবং প্রবাল প্রাচীরকে সুরক্ষিত রাখার উপায় খুঁজতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের এপ্রিল থেকে মে মাসের মধ্যে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ থেকে স্ক্লেরাক্টিনিয়ান 'কোরাল'–এ রঙের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন ঘটেছে ব্লিচিং–এর কারণেই। এ ধরণের ৮৩.৬% প্রবালে ব্লিচিং–এর প্রভাব পড়ে বলে জানিয়েছেন জেডএসআই–এর বিজ্ঞানীরা। দক্ষিণ আন্দামান সমুদ্রাঞ্চল থেকে সর্বাধিক ব্লিচিং–এর খবর পাওয়া গিয়েছে (৯১.৫%)। উত্তর আন্দামান অঞ্চলে এই হার ৮৩.২%। তবে, উত্তর এবং মধ্য আন্দামান–এর বঙ্গোপসাগর উপকূলে স্থিত প্রবাল সমষ্টিতে সে ধরণের ব্লিচিংয়ের খবর পাওয়া যায়নি যদিও দক্ষিণ আন্দামান থেকে ৭৪.২% কোরাল ব্লিচিং–এর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সমুদ্রের ৪০ মিটার পর্যন্ত গভীরে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল যাতে দেখা যায় সর্বাধিক ৩০ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় ব্লিচিং–এর প্রভাব পড়েছে প্রবাল সমষ্টিতে। জেডএসআই–এর আন্দামান ও নিকোবর আঞ্চলিক কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ তমাল মণ্ডল বলেন, ২০১৬–র জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত Lobophyllidae, Merulinidae, Dendrophyllidae পরিবারভুক্ত প্রবালগুলিতে স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তবে, স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসার ঘটনা সর্বনিম্ন লক্ষ্য করা যায় Acroporidae এবং Poritidae পরিবারের প্রবালগুলির মধ্যে। সর্বাধিক এবং ন্যূনতম পুনরুদ্ধার পরিলক্ষিত হয়েছে আন্দামান সমুদ্র উপকূলের উত্তর আন্দামান অঞ্চলে (২৯.২৫%) এবং বঙ্গোপসাগর উপকূলের দক্ষিণ আন্দামানে স্থিত প্রবাল সমষ্টিতে (১৯.১৮%)।

ডঃ মণ্ডল আরও বলেন, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল তাপপ্রবাহ আটকাতে সাহায্য করে যথেষ্ট এবং এই কারণেই উত্তর ও মধ্য আন্দামান অঞ্চলে প্রবাল সমষ্টিতে ব্লিচিং–এর কোনো প্রভাব পড়েনি। প্রসঙ্গত, ম্যানগ্রোভ সমুদ্রের জলকে নির্মল করে এবং ক্ষতিকারক শৈবাল দূরে রাখতে সাহায্য করে। ম্যানগ্রোভ এছাড়াও, কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে কার্বন শুষে নিতে পারে।

জেডএসআই–এর বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ২০১৬–র জুলাই মাসের পর থেকে প্রবালগুলির পুনরুদ্ধার শুরু হয় এবং উত্তর আন্দামানে আন্দামান সাগর উপকূল এলাকায় সর্বাধিক ২৯.২৫% হারে প্রবাল পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। তবে, বাকি রঙ পরিবর্তিত প্রবালগুলি আর জীবিত নেই– ২০১৬র ডিসেম্বরের মধ্যেই এদের জীবনহানি ঘটে।

কারুশিল্পের সংরক্ষণ

বিশেষ প্রতিনিধি : কারুশিল্পের ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য, ভারত সরকারের উস্তাদ– (উন্নয়নের জন্য ঐতিহ্যগত শিল্প/কারুশিল্পে দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ) প্রকল্পের লক্ষ্য হল দক্ষ কারিগর তৈরি করা। এর মাধ্যমে তাঁরা দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবেন, ঐতিহ্যগত দক্ষতার জন্য মান নির্ধারণ করা যাবে। শ্রেষ্ঠ কারিগররা সংখ্যালঘু যুবকদের স্বীকৃতি এবং কারুশিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। এটিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ২৩১২৩ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, ২৪ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত। এতে ৩৩% আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।

হুনার হাট

আট লক্ষের বেশি কারিগর, কারুশিল্পী ও তাঁদের সঙ্গে যুক্ত মানুষরা উপকৃত হয়েছেন। উস্তাদ প্রকল্পের অধীনে ২০১৬–১৭ সাল থেকে হুনার হাটও আয়োজন করা হচ্ছে। সারাদেশের কারুশিল্পী এবং কারিগরদের তাঁদের হস্তশিল্প এবং দেশীয় পণ্য প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়। এটি আত্মনির্ভর ভারত অভিযান এবং 'ভোকাল ফর লোকাল' ধারণার প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আত্মনির্ভরতার ভিত্তি

বিশেষ প্রতিনিধি : সরকারের প্রতিটি নীতি সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হচ্ছে। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা। এই পরিকল্পনাগুলি আজ গ্রামীণ ভারতে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি গত ৬–৭বছরে বেশি সক্রিয় হয়েছে। সমগ্র দেশে প্রায় ৭০ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে, প্রায় আট কোটি মহিলা এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। গত ৬–৭ বছরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ বহু বছর ধরে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি উপেক্ষিত ছিল। জামানত ছাড়াই এই গোষ্ঠীগুলির ঋণের সীমা ১০লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। দেশে ৪৪ কোটির বেশি জন ধন অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এই অ্যাকাউন্টগুলির প্রায় ৫৫ শতাংশের মালিক মহিলারা। যে কোনো দেশ একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করে, লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে কাজ করে। দেশের ব্যাপক ও সার্বিক উন্নয়ন দুই–চার মাস বা দুই–চার বছরের স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়, বরং বছরের পর বছর ধরে সুস্থায়ী উন্নয়নের ফলে তা অর্জন করা যায়। স্কিমগুলি বাস্তবায়িত হোক বা উৎসাহ দেওয়া হোক না কেন, সরকার সরাসরি এমন নাগরিকদের হাতে অর্থ তুলে দিচ্ছে যারা নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে এক নতুন ভারত গঠনে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। সেই ভারতই হবে শ্রেষ্ঠ ভারত।

দেশ দেশান্তরে

বিপন্ন আফগানি শৈশব

প্রণব গুহ

গত আগস্টে তালিবানরা আফগানিস্তান দখলের পরে সাহায্যকারী সংস্থাগুলো হাত তুলে নেয়নি। তখনও লক্ষ লক্ষ আফগানের মুখে খাদ্য তুলে দিয়েছিল ওই সব সংস্থাগুলি। তালিবানরা পাকাপাকিভাবে আফগানিস্তানের দখল নেওয়ার পর হাত তুলে নেয় আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থাগুলি। ফলে চলতি বছরের আফগানিস্তানে পাঁচ বছরের কম বয়সী ১.১ মিলিয়ন শিশু গুরুতর অপুষ্টির মুখোমুখি হতে চলেছে বলে ঘোষণা করেছে জাতিসংঘ। তাদের মতে প্রতিদিন ক্রম বর্ধমান ক্ষুধার্ত শিশুদের হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে। আফগানিস্তানে ইউনিসেফের প্রতিনিধি মোহাম্মদ এগ আয়োয়া এক ট্যুইটে জানিয়েছেন ২০২০ সালের মার্চ মাসে এই সংখ্যাটা ছিল ১৬ হাজার। ২০২১ ও ২০২২ সালের মার্চ মাসে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ১৮ হাজার ও ২৮ হাজার। কয়েক দশক ধরে বছরের পর বছর যুদ্ধের কারণে বিধ্বস্ত আফগানিস্তান এমনিতেই ক্ষুধার জরুরি অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিল। কিন্তু গত আগস্টে তালিবানরা এসে

দেশটিকে গভীর সংকটের মধ্যে ফেলে দেয়। বহু উন্নয়ন সংস্থা নিজেদের ওই দেশ থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে অর্থের যোগান। ফলে অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক দারিদ্র্যের মধ্যে পরিবারের খাবার যোগার করতে সংগ্রাম করছিল। কিন্তু এখন অবস্থা চরমে গিয়েছে। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুসারে, গত বছরের শেষ নাগাদ প্রায় ৩৮ মিলিয়ন জনসংখ্যার অর্ধেক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করত। অর্থনীতি ক্রমাগত ভেঙে পড়া ও মূল্যবৃদ্ধির কারণে চলতি বছরে দারিদ্র সীমার সংখ্যা ৯৭% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। তালিবানি শাসনের গোদের ওপর আফগানিস্তানে চলছে রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের বিষ ফোঁড়ার যন্ত্রণা।

দক্ষিণ কান্দাহার প্রদেশের মিরওয়াইস হাসপাতালে গত ছয় মাসে অপুষ্টিতে আক্রান্ত ১১০০ জন শিশুকে ভর্তি করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ৩০ জন মারা গেছে বলে শিশু ওয়ার্ডের প্রধান মোহাম্মদ সেদিক জানিয়েছেন। কোবরা নামে এক আফগানি অপুষ্ট মা জানিয়েছেন, তিনি তার ছয় মাস বয়সী সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতেও অক্ষম ছিলেন। কান্দাহার শহরের আর এক মা জামিলা বলেন, তার আট মাস বয়সী ছেলে গত মাসে মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। এখনও তিনি যদি সাহায্য না পান তাহলে আরও চারটি সন্তান মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি বলেন, 'সরকার আমাদের কোনও সাহায্য করেনি, কেউ আমাদের ক্ষুধার্ত বা কিছু খাবার আছে কিনা তা জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেনি।' জাতি সংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ বলছে, এই বছর এই দেশে ১১.১ মিলিয়ন শিশু তীব্র অপুষ্টিতে ভুগবে শুধুমাত্র যুদ্ধের ফলে খাদ্য সংকটের কারণে। উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ পারোয়ানের চরকার হাসপাতালে দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নাজিয়া নামে এক মা জানিয়েছেন, আর্থিক সমস্যা ও দারিদ্রের কারণে তার দুই মেয়ে এবং দুই ছেলে মারা গিয়েছে। এমন কি অসুস্থ সন্তানদের চিকিৎসা করবার টাকাও তার কাছে ছিল না।

এই অবস্থা থেকে শিশুদের অপুষ্টি নিরসনে জাতিসংঘের সংস্থাগুলি একটি সহায়তা কর্মসূচি চালু করেছে যা ৩৮ শতাংশ মানুষকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করছে। জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সংস্থার মধ্যে অংশীদারিত্বকারী আইপিসি–র মে মাসের রিপোর্ট অনুসারে তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন লোকের সংখ্যা গত বছরের ২২.৮ মিলিয়ন থেকে কিছুটা কমে বর্তমানে ১৯.৭ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। আগামী জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সংখ্যাটি ১৮.৯ মিলিয়নে নামবে বলে তাদের আশা। তবে সাহায্য কিন্তু যথেষ্ট নয়। বিপন্ন শৈশব বাঁচাতে এগিয়ে আসা উচিত বিশ্বের সমস্ত সাহায্যকারী সংস্থার। ইতিমধ্যেই ভারত সহ অন্যান্য দেশ আফগানিস্তানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মানবিকতা নিয়ে আফগানিস্তানের পাশে থাকা দরকার সমগ্র বিশ্বের। যে শিশু ও মায়েরা আফগানিস্তানে অপুষ্টির কারণে হারিয়ে যাচ্ছে তারা কিন্তু শুধু আফগানিস্তানের বাসিন্দা নয়, তাদের ঠিকানা এই পৃথিবী যেখানে অন্য ভূখণ্ডের কোটি কোটি মানুষ বহাল তবিয়তে খেয়ে পড়ে এমনকি অপচয় করে নিজেদের জীবন ধারণ করছে। তারা কী পারেন না এদের পাশে দাঁড়াতে?

ভূত ছাড়াবার একজন ভালো ওঝা চাই

নির্মল গোস্বামী

ভূতে একটা রাজ্য চালাচ্ছে। এখানে সবকিছুই ভৌতিক। ভৌতিক, ব্যাপার তাকেই বলি যখন কোন কাজের কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় অদৃশ্য থেকে কেউ সমস্ত কাজ করে দিচ্ছে। যেমন ধরা যাক ঘরে দরজা জানালা সব বন্ধ করে ঘরে বসে আছি হঠাৎ সব খুলে গেল। কিংবা খোলা দরজা–জানালা সব দুমদাম করে বন্ধ হয়ে গেল। অথচ ঝড় নেই, হাওয়া নেই। পাখার সুইচ বন্ধ, হঠাৎ করে পাখা ঘুরতে আরম্ভ করল বা লাইটটা দপ করে জ্বলে উঠল। গা ছমছমে ভুতুড়ে ব্যাপার একেই বলে। এরকম ভুতুড়ে বাড়ি বা বাংলো দেশে অনেক আছে। এ সম্বন্ধে কারো কারো বাস্তব অভিজ্ঞতাও আছে।

কিন্তু ভুতুড়ে রাজ্য, কেউ কখনও দেখেনি বা শোনেনি বোধহয়। অর্থাৎ একটা রাজ্য চলছে ভূতের যাদুতে। কি রকম? না এসএসসি পরীক্ষায় যারা পাশ করেছে তারা চাকরি পায় নি। চাকরি পেয়েছে অনেকে পরীক্ষাতে বসে নি। কি করে এই অঘটন ঘটল কারো কাছে উত্তর নেই। এসএসসি চেয়ারম্যান জানেন না। শিক্ষামন্ত্রী জানেন না, মুখ্যমন্ত্রী জানেন না। একমাত্র যিনি জানেন তিনি নিশ্চয়ই ভূতেদের রাজা। তা না হলে এমন অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটল কী করে? হাই কোর্ট তদন্ত করতে বলেছে সিবিআইকে। যিনি বা যারা কিছুই জানেন না তারা ছুটছে কোর্টে যাতে সিবিআই–এর মুখোমুখি হতে না হয়। কেন রে বাবা তোর ভয় কি? তুই যদি কিছু করে না থাকিস, যদি কিছু জেনে না থাকিস, তাহলে ভয়টা কি? ভূত আমার পুত, পেতনি আমার ঝি, সঙ্গে আছে রামলক্ষ্মণ ভয়টা আবার কি? সিবিআইএর মুখোমুখি হতে ভয় কেন? মন্ত্রী মহোদয় তো কিছু করেন নি। মন্ত্রীর পিএ তিনিও কিছু জানেন না। পর্যবেক্ষক কমিটির লোকজনও কিছু জানে না। অথচ যার চাকরি হবার কথা তার না হয়ে অন্য লোকের হচ্ছে। তাও আবার খোদ শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রীর মেয়ের। দেশের শাসকরা যারা পবিত্র সংবিধান মেনে শপথ বাক্য পাঠ করেছেন দেশের মানুষের সেবা করার জন্য। তাদের দ্বারা এমন উল্টোপাল্টা কাজ নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। আর যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মা, মাটি, মানুষকে বড় ভালোবাসেন। যার সতর্ক দৃষ্টি দলের নিচুতলার কর্মী থেকে নেতামন্ত্রী সকলের উপর ২৪ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁর দলের নেতা মন্ত্রীরা সজ্ঞানে এমন কাজ করবেন এটা ভাবা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। যিনি বার বার বলেছেন যারা খারাপ কাজ করবে তারা দল ছেড়ে চলে যাও। তিনি বলছেন কাটমানি আমার অজান্তে যারা নিয়েছে তারা যেন ফেরত দিয়ে দেয়। দিদিকে বলো অ্যাপ চালু হয়েছে। সেখানে সরাসরি অভিযোগ পড়ছে লক্ষ লক্ষ। তারপরও কার এমন বুকের পাটা আছে যে ২০ লক্ষ, ১৫ লক্ষ, ১০ লক্ষ করে টাকা নিয়ে চাকরি বিলি করবে? ফলে এই যে সব কাণ্ড ঘটছে তা ভূতের কারসাজি ছাড়া আর কিছু নয় তা হলফ করে বলতে পারি।

দুএকটা বগটুই–এর মতো ঘটনা কেউ কেউ ঘটাতে পারে দিদির চক্ষুর আড়ালে। কিন্তু দিদি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ছুটে গেছেন তার প্রতিকার করতে। অপরাধীদের ধরতে এবং কঠোর সাজা দিতে দলনেত্রীর এতো সক্রিয়তাকেও কর্মী নেতারা ভয় পাবে না তাই কখনও হয়। যেখানে মন্ত্রী এমএল এরা একটা

প্রতিক্ষালয় করতে গেলে দিদি অনুপ্রেরণা ছাড়া করতে পারে না। বন্যা দুর্গতদের সাহায্য করবে তাও দিদির প্রেরণায়। সেই তারা দিদির প্রেরণা ছাড়া এতোবড় জঘন্য অপরাধ করবে– এটা ভাবা যায়। ফলে এই সিদ্ধান্তে আসাটাই সহজ যে বিরোধীরা সরকারের বদনাম করার জন্য যাদু টোনা করে বাজারে কিছু ভূত প্রেত ছেড়ে দিয়েছে এ তাদেরই কাণ্ড। তা না হলে যেখানে শতমুখে শতবার উচ্চারিত হচ্ছে যে কাটমানি দল অনুমোদন করে না। সেখানে দলের যুব কাণ্ডারী বাংলার যুবরাজ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছে যে কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে আমি কাটমানি নিয়েছি তাহলে প্রকাশ্যে আমি ফাঁসিতে ঝুলবো এই ঘোষণার পরও দেখা যাচ্ছে যে প্রধান নিজে ২ লাখ টাকার জন্য এক নার্শারি ব্যবসায়ী ও তার শিক্ষিকা স্ত্রীকে পার্টি অফিসে এনে অমানুষিকভাবে মারধর করছে। রাজ্যে প্রতিদিন এমন অত্যাচার চলছে সব তো আর প্রকাশ পায় না।

আমাদের পাড়ায় হারু ভুঁঙের বৌকে ভূতে ধরেছিল। ভূত যখন চলে যায় তখন পূর্ণ জল ভর্তি পিতলের ডাবরকে দাঁতে করে ধরে অনেক দূর নিয়ে গিয়েছিল। এই যে অস্বাভাবিক শক্তি এলো ভূতের কাছ থেকে। দিদি–দাদার–চেলারা যা করছে কেউ স্বাভাবিক অবস্থায় করছে না। সব ওই ভূতে পাওয়া অবস্থায় করছে। এই যে নারদে দেখা গেল দিদির কাছের লোকেরা সব টাকার বান্ডিল নিল বুড়ো প্রফেসর পর্যন্ত বাদ গেল না। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার কি কোন প্রয়োজন ছিল? যারা সিপিএম এর দুর্নীতির বিরুদ্ধে এতো লড়াই করেছেন সেই তারাই সামান্য কটা টাকার জন্য মুখ কালো করবে। পশ্চিমবঙ্গবাসী এটা বিশ্বাস করে না। যেটা সাদা চোখে আমরা দেখছি তা আসলে ওই ভূতের কাণ্ড। ভূতেরা সব করাচ্ছে দিদির দলের বদনাম করার জন্য।

এই যে প্রধান, উপপ্রধান, সভাপতিদের প্রাসাদপমো বাড়ির ছবি বের হচ্ছে। ভূতের বরে কি হতে পারে সে তো সত্যজিৎ রায় দেখিয়ে গেছেন। তারপরও মিডিয়ার হৈচৈ মানায় কি?

এই রাজ্যে আই পিএস, আইএসরা সব ভূতের যাদুতে ঘোরের মধ্যে কাজ করে। পঞ্চায়েত ভোটের নমিনেশন জমা দিতে গেলে চামুন্ডার চেলারা মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ থানা পুলিশ, এসপি কেউ কিছু জানতে পারছে না। ভোট জিতে বিরোধী দলের সমর্থক কর্মীদের ভিটে মাটি ছাড়া করছে ভূত পাওয়া প্রশাসন হাত পা গুটিয়ে বসে আছে যেন কিছুই ঘটে নি। আমরা জানি গুপি বাঘা গান ধরলে কেউ নড়তে চড়তে পারত না। এক্ষেত্রেও অনেকটা সেই রকম। কোন এক ভূতের রাজার নির্দেশে সকলেই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে। কেউ নড়াচড়া করতে পারে না। নড়াচড়া করলে কি হবে তা কেউ জানে না। কিন্তু কেউ নড়াচড়া করে না, অজানা কোন ভয়ে। ভূতকে ভয় পায় না এমন কি কেউ আছে।

ঠিক এইটাই ঘটছে। বুদ্ধিজীবী থেকে সেলিব্রেটিরা কেউ নড়াচড়া করছে না। কারণ তারও জানে কোথায় যেন সব ভূতের কাণ্ড চলছে। পাড়ায় পাড়ায় ড্রাম ড্রাম বোমা উদ্ধার হচ্ছে, লোকালয়ে পিস্তল তৈরির কারখানার হদিস পাওয়া যাচ্ছে। বড় বড় নেতাদের সব সিবিআই তলব করছে। তারা আবার সিবিআই ভূতের ভয়ে বড় ঠাকুরের দুয়ারে হত্যে দিয়ে পড়ছে যাতে সিবিআই ভূতের খপ্পরে পড়তে না হয়। কিন্তু বড় ঠাকুর (আদালত) বড় ঠাকুরই। সেখানে ভূতের কারসাজি চলে না। তাই নেতা মন্ত্রীরা সব মুখ কালো করে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। কিন্তু আদালত একা রাজ্যে প্রেতের নৃত্য থামাতে পারবে না। তার জন্য একজন ভালো ওঝার প্রয়োজন। যিনি ঝাঁটা মেরে ভূত তাড়াতে ওস্তাদ।

ইলেকট্রিক ব্যবসায়ী সমিতির সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২১ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দয়ারামপুরে সূর্যালোক কমপ্লেক্সে মন্দির বাজার সাউন্ড ও ইলেকট্রিক ব্যবসায়ী সমিতির প্রথম বার্ষিক প্রতিনিধি সম্মেলন হল। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মোট ২১০ জন সদস্য। অতিথি হিসাবে ছিলেন মন্দিরবাজার থানার সেকেন্ড অফিসার জাফরবাবু। পাথরপ্রতিমা ইউনিটের সভাপতি প্রদীপ বেরা, কুলপি ইউনিটের সম্পাদক

প্রভাতকুমার মিদ্দে প্রমুখ। মন্দির বাজার ইউনিটের সম্পাদক অসিত রঞ্জন ঘোষ জানান, সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছে রাত্রি ১০টার পর কোনো সাউন্ড সিস্টেম চলবে না। কেউ ভাড়া করতে এলে তার আধার কার্ডের জেরক্স লাগবে। এবং তাদের লিখিত দিতে হবে যে সব রকম সরকারী নিয়ম মানতে হবে। সরকারের কাছে আবেদন জানানো হবে যাতে করে তারা সরকারী সুযোগ সুবিধা পান। সদস্যরা নিয়মনীতি মেনে ভাড়া ধরবেন, গোপনে কম পয়সায় ভাড়া ধরে ব্যবসা এবং সংগঠনের ক্ষতি করা যাবে না।

বাংলাদেশি ট্রলার ফিরলো তিন মাস পর

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাস তিনেক আগে ভারতীয় জলসীমানায় অবৈধভাবে ঢুকে পড়ার জন্য তিনটি বাংলাদেশি মৎস্যজীবী ট্রলারসহ ৮৮ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে আটক করেছিল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। এরপরেই ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে ৮৮ জন মৎস্যজীবী সহ তিনটি ট্রলারকে স্থানান্তরিত করা হয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার হাতে। বুধবার নামখানার ফ্রেজারগঞ্জে তিনটি আটক হওয়া বাংলাদেশি ট্রলারের মধ্যে একটি ট্রলারকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নামখানার ফ্রেজারগঞ্জে

এল ট্রলারের মালিক। বাংলাদেশের কক্সবাজার এলাকা থেকে এফবি আলরাফি নামের ট্রলারের সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে ট্রলারের মালিক জসিমউদ্দিন বুধবার নামখানার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় আসেন। এরপরেই বুধবার ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর ফ্রেজারগঞ্জ ঘাটির কমান্ডিং অফিসার এনপি সিং ও ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার ওসি শুভেন্দু চন্দ্র দাস ট্রলারের সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখেন। এরপরেই বুধবার দুপুরে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এফবি আলরাফি নামের বাংলাদেশি মৎস্যজীবী ট্রলারটির ছাড়পত্র মেলে। যদিও আটক হওয়া এফবি আলরাফি নামের ট্রলারটিতে থাকা মৎস্যজীবীরা এখনও সংশোধনাগারে রয়েছে। বুধবার দুপুরে এফবি আলরাফি নামখানার ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দর থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেও আটক হওয়া আরো দুটি বাংলাদেশি ট্রলার এখনো পর্যন্ত নামখানার ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দর আটক রয়েছে।

গোসাবা নদী বাঁধ পরিদর্শনে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে প্রত্যন্ত এলাকার নদী বাঁধ জল পথে লঞ্চে করে পরিদর্শন করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি গোসাবার বালি, দয়াপুর এবং সাতজেলিয়া সহ একাধিক দ্বীপ ঘুরে দেখেন এবং পাশাপাশি নদী বাঁধ পরিদর্শন করেন। সুন্দরবন নদীর তীরবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন তিনি।বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন।যে সমস্ত নদীবাঁধ দুর্বল হয়েছে সে সমস্ত ছবি তিনি মোবাইল বন্দী করেন।নদী বাঁধ পরিদর্শনে এসে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন সাংসদ দিলীপ ঘোষ।পাশাপাশি ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক সওকাত মোল্লাকে সিবিআই তলব

এবং বিধায়ক সিবিআই কাছে সময় চাইলেন এ বিষয়ে বিজেপির সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের প্রশ্নে বলেন একদিন না একদিন তাকে সিবিআইয়ের সামনে যেতে হবে। যারা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি, সমাজকে কলুষিত করেছে এ সমস্ত লোকেদের আজ ও কাল আসতে হবে বারিবার দিতেই হবে। সিবিআই সেই কাজ শুরু করেছে। তারা যদি ভালো লোক হয়,সিবিআইকে ভয় পাওয়ার কি আছে?

চোর ধরো জেলে ভরো : সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে একের পর এক শিক্ষক নিয়োগ ঘটনায় দুর্নীতি সামনে চলে আসছে। এতে অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে রাজ্যের শাসক দল। এবার শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও কাকদ্বীপ চিটফান্ড কাণ্ডের ঘটনায় বৃহস্পতিবার সুন্দরবন পুলিশ জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন জমা দেয় বিজেপি। মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রদ্যুৎ বৈদ্যের নেতৃত্বে কাকদ্বীপ নতুন রাস্তা থেকে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের কাছে মিছিল করে ডেপুটেশন জমা দেয় কয়েকশো বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এই দিন উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, শিক্ষক নিয়োগ থেকে একাধিক চাকুরির নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে চলে আসছে। ইতিমধ্যে কয়লা পাচার কাণ্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই) ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক সওকাত মোল্লাকে তলব করেছে সিবিআই। তিনি আরও জানান, সওকাত মোল্লা শুধু নয় আরো অনেক এই জেলার নেতারা ডাক পাবেন তার ডানহাত বাঁহাত যারা রয়েছেন। চুরি করলে তো ডাকবে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রচুর সম্পত্তি সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে জানতে পারছি পার্থ চট্টোপাধ্যায়,অনুব্রত মণ্ডলকে তার সম্পত্তির তালিকা দেখানো হচ্ছে। এসএসসির পাশাপাশি কলেজ নিয়োগের বিক্ষোভের বিষয়ে তিনি বলেন শুধু এসেছি ও কলেজ নয়, ফুড সাপ্লাই, বন বিভাগের যে সমস্ত নিয়োগ হয়েছে তাতে দুর্নীতি হয়েছে। রাজ্য সরকার তদন্ত করুক। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় দল ছেড়ে আমাদের দলে চলে আসে তখন মুখ্যমন্ত্রী ও বিভাগের নিয়োগে দুর্নীতি স্বীকার করেছিল তাতে তদন্ত হোক যারা দোষী তাদের রাজ্য সরকারের পুলিশ ধরুক। সিবিআই পরে আসবে বড় চোর ধরার জন্য। সম্প্রতি, বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের আটটি রাজ্যের দায়িত্ব পাওয়া নিয়ে তিনি জানান,দিলীপ দার দায়িত্ব পাওয়া রাজ্য বিজেপির কাছে গর্বের বিষয় তিনি সাংগঠনিক অনেক অভিজ্ঞ সেই রাজ্যের মানুষ অনেক উপকৃত হবেন। এদিন বিজেপি ডেপুটেশন ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল গোটা এলাকা।

বলাগড়ে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : বলাগড় পুলিশের উদ্যোগে করা হলো স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। শুক্রবার বলাগড় থানা ও গুপ্তিপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির যৌথ উদ্যোগে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও হুগলি গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগে আজকের এই স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিটি গুপ্তিপাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে করা হয়। গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট মেটাতেই আজকের এই রক্তদান কর্মসূচি বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়। উৎসর্গ প্রকল্প নাম দেয়া হয় আজকের এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরকে। মোট ৫০ জন রক্তদাতা আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তারা স্বেচ্ছায় নিজ নিজ রক্ত দান করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ক্রাইম দেবীদয়াল কুন্ডু, সিআই অরুপ ভৌমিক, পান্ডুয়া ওসি অর্নিব গাঙ্গুলী বলাগড় সমর দে গুপ্তিপাড়া ফাঁড়ির অফিসার ইনচার্জ অমল কুমার সাউ সহ আরো অনেকে।

থানায় রক্ত দিলেন ওসি

অভীক মিত্র : লোকপুর থানায় অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন লোকপুর থানার ওসি সন্তোষ ভকত। বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে লোকপুর থানার সহযোগিতায় লোকপুর থানা প্রাঙ্গণে সোমবার সকালে উৎসর্গ রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো। বীরভূম জেলা পরিষদের সদস্যা আঁখি অধিকারী, ডিএসপি হেড কোয়ার্টারস মোহতাসিম আক্তার, সিআই চন্দ্রপুর পীযূষকান্তি লায়েক, লোকপুর থানার ওসি সন্তোষ ভকত, খয়রাশোল ব্লকের বিডিও পৃথ্বীশ দাস, খয়রাশোল পঞ্চায়েতসমিতি সভাপতি তপনকুমার সাহা সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। পুলিশকর্মী, সাধারণ মানুষ মিলে মোট পঁয়তাল্লিশজন রক্তদাতা রক্তদান করেন। বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে চন্দ্রপুর থানার সহযোগিতায় চন্দ্রপুর থানা প্রাঙ্গণে ১৯ মে উৎসর্গ রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো।

বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, চন্দ্রপুর থানার ওসি কৌস্তুরী মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়, রাজনগর পঞ্চায়েতসমিতি পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। রক্তদাতাদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। মোট বিয়াল্লিশজন রক্তদান করেন।

বেআইনি ভাবে কাটা তেল চুরি, গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশি বার্জ থেকে কাটাতেল চুরি করে বেআইনিভাবে বিক্রি করার অভিযোগে বুধবার নামখানা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। নামখানা খেয়াঘাট থেকেই উত্তম মন্ডল নামের এক ব্যক্তিকে বুধবার গ্রেপ্তার করা হয়। পাশাপাশি উত্তমের কাছ থেকে তিনটি তেলের ব্যারেল উদ্ধার করে পুলিশ। তিনটি ব্যারেলে মোট ৬০০ লিটার তেল ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নামখানা খেয়াঘাট থেকে ধৃত ব্যক্তিকে বুধবার গ্রেপ্তার করে নামখানা থানার পুলিশ। পুলিশের কাছে খবর ছিল, দীর্ঘদিন ধরে নামখানার হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী থেকে যেসমস্ত বাংলাদেশি বার্জগুলি চলাচল করত, সেই সমস্ত বার্জে থাকা কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে উত্তম কম দামে তেল কিনে নিত। আর সেই কাটাতেল বেআইনিভাবে খোলাবাজারে বিক্রি করতো। বুধবার গোপন সূত্রে পুলিশ খবর পেয়ে উত্তমকে নামখানার হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর পাশে থাকা খেয়া ঘাট থেকে গ্রেপ্তার করে। পাশাপাশি তিনটি কাটা তেল ভর্তি ব্যারেল উদ্ধার করে। তিনটি ব্যারেলে ২০০ লিটার করে মোট ৬০০ লিটার কাটাতেল ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তিনটি ব্যারেল আটক করে থানায় নিয়ে আসে নামখানা থানার পুলিশ।

শৌচালয়ে শিশু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং ষ্টেশনে শৌচকর্ম সারতে গিয়েছিল বছর ১০ এর আসমীরা মোল্লা নামে এক নাবালিকা। শৌচালয়ের ভিতর থেকে দরজায় ছিটকানি আটকে যায়। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করেও শৌচালয় থেকে বের হতে না পারায় বিমর্ষ হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে সে। শিশুর কান্না শুনে দৌড়ে আসেন স্টেশনের একদল হকার, নিত্য রেলযাত্রী সহ রেলপুলিশ। তাঁরা সকলে মিলে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করার কাজে হাত লাগায়। সাধারণ মানুষজন কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। একসময় শৌচালয়ের দরজা ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এমন সময় দৌড়ে আসেন হকার সিকান্দর সাহানী। শৌচালয়ের জানালা দিয়ে ওই নাবালিকাকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন তিনি। দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ মিনিট রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর শৌচালয়ের ছিটকানি খুলতে সক্ষম হয় ওই হকার। ওই নাবালিকা জানিয়েছে তার বাড়ি ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি কাছারিঘাট এলাকায়। এদিন সে তার এক আত্মীয়ের সাথে ক্যানিং ষ্টেশনে এসেছিল সন্তোষপুরে যাবে বলে।

কর্মীদের দিকে র‍্যাডার তাক

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য জুড়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মহা আড়ম্বরের সঙ্গে যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালের ১১ বছর পূর্তি উৎসব পালিত হচ্ছে ঠিক তখনই জনমানসে শাসকদলের ভাবমূর্তি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা জন্মাতে শুরু করেছে। রাজ্যে একাধিক কেলেঙ্কারি, দুর্নীতি কাণ্ড সহ পরপর নৃশংস ও অপ্রীতিকর ঘটনায় সাধারণ মানুষের একটা বড়ো অংশ তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতি কার্যত ব্যাপক ক্ষুব্ধ।

জনমানসের সেই ক্ষোভকে হাতিয়ার করে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস প্রভৃতি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসকে অলআউট আক্রমণের রাস্তায় নেমে পড়ায় কিছুটা ব্যাকফুটে ঘাসফুল শিবির। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক এক বছর আগেই জনমানসে শাসকদলের সম্পর্কে এই বিরূপ মনোভাব প্রকট হওয়ায় রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের কপালেও দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে বলে খবর মিলেছে। শাসকদলের শীর্ষ শিবিরের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে, অতি সাম্প্রতিককালে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি সহ অপ্রীতিকর ও অনাকাঙ্খিত ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর জন্মানো সাধারণ মানুষের অনাস্থা-ক্ষোভ ঘাসফুলের সাজানো বাগানকে বেশ খানিকটা শ্রীহীন করে দিয়েছে। এজন্য দায়ী রাজ্যজুড়ে তৃনমূল কংগ্রেসেরই বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালী নেতা-কর্মীদের একটা বড়ো অংশ। এমন অস্বাভাবিক এবং দুর্দশাজনক পরিস্থিতিতে সেই সাধারণ মানুষগুলির 'আস্থা' ফেরাতে এবার পাড়ায় পাড়ায় ঘাসফুল বাগানের 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' মার্কা নেতা-কর্মীদের সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার কাজ শুরু হয়েছে।

এককথায়, যাকে বলা যায় দলীয় নেতা-কর্মীদের দিকে র‍্যাডার তাক করা। শাসকদলের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাজ্যের সর্বত্রই একশ্রেণির প্রভাবশালী নেতা-কর্মীরা কার্যত জেটগতিতে আর্থিকভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছেন। এনারাই সাধারণ মানুষের কাছে 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' মার্কা নেতা-কর্মী রূপে বর্তমানে পরিগণিত হন। এসব দেখেই তৃণমূল কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শগত বিচ্যুতি নিয়ে সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়ের দিকে। মমতা বন্দোপাধ্যায় তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত জনাকয়েক সৈনিককে নিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অতি গোপনে রাজ্যজুড়ে এমনতর নজরদারি চালাচ্ছেন। এই নজরদারির বিষয়গুলির মধ্যে সবার প্রথমে গুরুত্ব পেয়েছে দলের নেতা-কর্মীদের বায়োডাটা অর্থাৎ জীবনপঞ্জি।

তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের আগে বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তথা স্বভাব, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, জীবনযাত্রার মান, ব্যক্তিগত বিভিন্ন সম্পত্তির পরিমাণ তথা আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি কেমন ছিল এবং বর্তমানে ক্ষমতায় তথা বিভিন্ন পদে থাকাকালীন ওইসব ক্ষেত্রে তাঁদের কী কী পরিবর্তন হয়েছে, এমনই সব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেই সব তথ্য অনুযায়ী যে যে ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা ধরা পড়বে তা বিশ্লেষণ করার পর সংশ্লিষ্ট নেতা-কর্মীদের সম্বন্ধে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শতাধিক নেতা-কর্মীকে নানাদিকের বিশ্লেষণে চিহ্নিত করা হয়েছে।তবে, পাড়ায় পাড়ায় দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গকারী তথা সুবিধাবাদী নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে তৃণমূল সুপ্রিমোর নির্দেশে সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলির মধ্যে শাস্তি প্রদানের বার্তা নাকি সমঝে চলার পরামর্শ গুরুত্ব পাবে তা অবশ্য এখনই জানা সম্ভব হয়নি। যেটুকু জানা গিয়েছে, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব এই নজরদারির কাজটি শেষ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট বিশেষ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার সঙ্গে দলীয় প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমোর এই বিশেষ নজরদারি মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ সূত্রে আরও তথ্য পাওয়া গিয়েছে, দলের প্রতিষ্ঠাকালের তথা আদি 'একনিষ্ঠ' কর্মীদের বসে যাওয়া বড়সড় অংশকে পুনরায় গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই অংশটিকেই সামনের সারিতে নিয়ে এসে দলীয় সুপ্রিমো ক্ষুব্ধ মানুষগুলোকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি আস্থা ফেরানোর বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি দলের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বলভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাতে উদ্যোগী।

মাতলায় আধুনিক শিশু আলয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং-১ ব্লকের মাতলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী পাড়া গ্রামে নব নির্মিত আইসিডিএস ২৫৪ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন ক্যানিং মহকুমা শাসক আজাহার জিয়া। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং-১বিডিও শুভঙ্কর দাস, ক্যানিং-১ আইসিডিএস প্রকল্পের প্রকল্প অধিকর্তা শ্যামল পাল, মাতলা-১ প্রধান হরেন ঘড়ুই, প্রমূখ। আগে একটি পুরাতন সেন্টার থাকলেও সেটি ছিল শিশুদের মানসিক বিকাশের একেবারেই অযোগ্য। দীর্ঘদিন মাতলার পাড়ে সেই সেন্টারে

চলছিল পঠন-পাঠনের কাজ। এবার তাই সরকারিভাবে আধুনিক ব্যবস্থা সম্পন্ন শিশু আলয় গড়ে তোলা হলো সেখানে। শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য যেমন বিভিন্ন ছবি এঁকে বোঝানোর ব্যবস্থা আছে তেমনি রাখা হয়েছে আধুনিক মানের শৌচালয়ের। এ বিষয়ে মহকুমা শাসক বলেন, বাচ্চাদের খেলার ছলে পড়ানো হবে এই মডেল শিশু আলয় থেকে। কোনরকম অনুশাসন ছাড়াই শিশুরা একদিকে যেমন পড়াশোনা করতে সফল হবে অন্যদিকে তাদের মানসিক বিকাশ সম্ভব হবে। সাথে সাথেই পরিপূরক আহারের ব্যবস্থা থাকবে উন্নত মানের রন্ধনশালার মধ্য দিয়ে। ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, আধুনিক ও উন্নতমানের ২৫৪ অঙ্গনওয়া। কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হয়। ফলে ছোট ছোট শিশুরা পঠন পাঠনে উপকৃত হবে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আবীর চৌধুরীর নির্দেশে রান্নার গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয়

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দাবিতে, বুধবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। এদিন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে সঙ্ঘটিত এই বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সজল দে, জেলার দুই কার্যকরী সভাপতি কৃষ্ণপদ চন্দ, সালাউদ্দিন ঘরামী, জেলা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী ডালিয়া বসু, ছাত্রপরিষদ জেলা সভাপতি পাপাই ঘোষ, জেলা যুব আইএনটিইউসি-র সভাপতি নিলাভ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ জেলার বিভিন্ন নেতৃত্ব এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা গ্রামীণ কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস শাসকের কাছে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বিধায়কের টাকায় কাশী, বৃন্দাবন, হজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ বয়সে কাশী, বৃন্দাবন দর্শন করার ইচ্ছা নেই এমন হিন্দু বাঙালি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। হজে হাজির হয়ে আসতে মন চায় না এমন ধর্মপ্রাণ মুসলিমকে এই বঙ্গে পাওয়া ভার। কিন্তু তীর্থ করতে গেলে সব সময় পকেটের টান পড়ে। আর্থিক দুরবস্থা জন্য তাই অনেকেই সে পথেই পা বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও হয় না। আর এইসব দুরবস্থা ধর্মপ্রাণ মানুষের ইচ্ছা পূরণ করতে উদ্যোগী হলেন স্বয়ং বিধায়ক। বিধায়কের দেওয়া পয়সাতে ধর্মস্থান ঘুরতে পেরে খুশি সেই সব মানুষরা। আর কিছু গরিব মানুষকে তীর্থযাত্রা ব্যবস্থা করতে পেরে আনন্দিত ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভোটে জেতার পর তাঁর বিধানসভা এলাকায় আর্থিকভাবে দুরবস্থায় থাকা মানুষদের তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা করবেন। সেই প্রতিশ্রুতি মতো বেশ কিছু মানুষকে তীর্থযাত্রার জন্য আর্থিক সাহায্য করলেন। এ বিষয়ে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, আমি বিধায়ক হিসেবে যে টাকা বেতন পাই সেই টাকার কিছু অংশ গরিব মানুষ কে দিয়ে বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করানোর ব্যবস্থা করি। এটা আমার বিধায়ক কোটার টাকা থেকে নয়। বিধানসভা এলাকায় যে সমস্ত সমাজসেবামূলক কাজ আমি করে থাকি তার মধ্যে এটি একটি অন্যতম। এই বিষয়ে মূলত ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় বাসিন্দা হতে হয় সেই ব্যক্তিকে। ইচ্ছুক ব্যক্তি যেখানে ঘুরতে যাবেন সেই পরিবহনের টিকিট জেরক্স করে এনে বিধায়কের কাছে দিলেই মিলবে অর্থ। প্রতি বছর ১০-১২ জন ব্যাক্তি এই সুবিধা পেয়ে থাকবেন। তিনি যতদিন বিধায়ক থাকবেন এই কাজ চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

তালগাছের আকাল

প্রথম পাতার পর

মাটির ঘরে কড়িবরগা হিসেবে কাজে লাগানো হত তালকাঁড়ি (গাছের চেড়া লম্বা ফালি)। তালপাতায় ঘরের ছাউনি দেওয়া হত। করাতের মতো দুদিকে ধারালো তালপাতার শক্ত কাণ্ডগুলো জ্বালিয়ে গরিবদুঃখী পরিবারগুলো মাটির হাঁড়িতে চাল ফুটিয়ে খেত। বছর ঘুরে গরমের সময় এলে কালবৈশাখীর ভ্রূকুটির মধ্যেই এই মানুষগুলোর মুখে একটু হলেও নাকি খুশির ঝিলিক খেলে যেত। সেকালে তারা এলাকার বাবু'দের বাগানে গাছে উঠে আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, তালের কাঁদি প্রভৃতি পেড়ে দিত। পরিবর্তে পারিশ্রমিক হিসেবে মিলত কিছু কিছু ফলও। তীব্র গরমে তালপাতার পাখার বাতাসই ছিল একমাত্র স্বস্তির আমেজ। বর্তমানকালে নানারকম হস্তশিল্প কর্মেও এই তালপাতার বেশ কদর রয়েছে। এছাড়া নানাবিধ পুষ্টিগুণে ঠাসা তালশাঁস, তালের সুমিষ্ট রস ও তার থেকে তৈরি গুড় এবং তালমিছরি, তাড়ি (বিশেষভাবে গাঁজানো মৃদু উত্তেজক পানীয়), পাকা তালের কাঁই, তাল আঁটির শুকনো শাঁসের স্বাদের কথা তো বঙ্গবাসীর অনেকেরই জানা। তবে, এই গরমে রেফ্রিজারেটরে রেখে দেওয়া হিমশীতল কচি কচি তালশাঁসে যাঁরাই কামড় দেওয়ার সুযোগটা পেয়েছেন তাঁরাই বুঝেছেন জীবনের এক অন্যতম অনাস্বাদিত নৈসর্গিক প্রাপ্তিসুখ। এদিকে, বঙ্গদেশজুড়ে সেই বহুমুখী উপকারী তালগাছের সংখ্যা ভয়ংকর হারে কমতে শুরু করেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতির মূলে রয়েছে মানুষের আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়তে থাকা নিতানতুন বাসস্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা প্রভৃতি। সেইসবের জায়গার জন্য অন্যান্য গাছপালার সঙ্গেই ব্যাপকমাত্রায় তালগাছও কেটে ফেলা হচ্ছে।যদিও সবুজ পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে সভ্য সমাজ তথা নবীন প্রজন্মের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় নতুন করে কম-বেশি মাত্রায় নানাবিধ গাছ লাগানোর তাগিদটা দেখা গেলেও সেক্ষেত্রে তালগাছ কার্যত উপেক্ষা এবং অনীহার তালিকায় রয়ে যাচ্ছে। ফলে, নতুন করে তালগাছের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে না বললেই চলে। এমতাবস্থায় প্রবীণ সমাজের অনেকেই আশঙ্কার সুরে জানিয়েছেন, কচি কচি তালশাঁসের স্বাদেই মজে যাওয়া বর্তমান প্রজন্ম যদি এভাবে উদাসীনতার পরিচয় দিতে থাকে তাহলে একসময় প্রকৃতি থেকেই তালগাছ কমতে কমতে লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের তালিকায় ঠাঁই নেবে। অদূর ভবিষ্যতে অনলাইনে চড়া দামে তালশাঁস কিনে খাওয়ার অপেক্ষায় থাকতে নবীন প্রজন্মকেই।

লোৎসে জয়

প্রথম পাতার পর

সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ছুঁতে যখন আর মাত্র ৪০০ মিটার বাকি তখন নিজেকে রক্ষা করতে অক্সিজেন নিতে বাধ্য হন। সেই সময় আবহাওয়া খারাপ থাকায় কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি অভিযান আয়োজক সংস্থা। আর একটি ব্যাপার হল অর্থের সংস্থান নিয়ে। আয়োজক সংস্থার কাছে পিয়ালির বকেয়া ১৪ লাখ টাকা। তা না মিটিয়ে দিলে এই কৃতিত্বের শংসাপত্র তিনি পাবেননা। তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। এভারেস্ট অভিযানের জন্য নেপাল সরকারের পারমিট ও পর্বতারোহন এজেন্সির ফি বাবদ দরকার ছিল ৩৫ লাখ টাকা। যার মধ্যে সিকিউরিটি মানি চার লাখ টাকা। কিন্তু ১৯ মে পর্যন্ত ১৭ লাখ টাকার বেশি জোগাড় করা যায়নি। এই ?? দেখে এগিয়ে আসেন অনেকেই। পিয়ালীর পাশে দাঁড়ান চন্দননগর রোটারির সদস্য, এয়ার ইন্ডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত ডিজিএম তাপস সাহা, পিয়ালির হয়ে সিকিউরিটি মানির গ্যারান্টার হন তিনি। এরপর ২০ মে এভারেস্টে ওঠার ?? পান পিয়ালি। দু একটি ছাড়া আর কোনও সরকারি বা বেসরকারি সাহায্য জোটেনি।

মহানগরে

ওয়ার্ডে জীব–বৈচিত্র্য

বরুণ মণ্ডল : কলকাতার জীব–বৈচিত্র্যের তথ্য ভান্ডার (পিপলস বায়োডাইভার্সিটি রেজিস্টার) তৈরি করল কলকাতা পুরসভা নিযুক্ত বায়োডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি'। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ও পুর উদ্যান দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার ২১ জুন কলকাতার জীববৈচিত্র্যের এই তথ্যভান্ডারটি প্রকাশ করেন। কলকাতার ১৪৪ টি ওয়ার্ডে কত জাতের গাছ, তাদের আয়ু কত বছর? কলকাতায় কত জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ আছে। কত প্রজাতির পাখি রয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে ওই রিপোর্টে। দেবাশিস কুমার বলেন, কলকাতায় কত অ্যানিমেলস আছে, কত প্ল্যানেটস আছে, তাদের সঙ্গে কলকাতার ক্লাইমেটের কী রিলেশনস এবং আজ থেকে ৫০ বছর আগে কলকাতায় কী ছিল? আজই বা কী আছে? কোন কোন প্রজাতি আর পাওয়া যাচ্ছে না। বা রেয়ার প্রজাতি কোনটা কলকাতায় আছে? সব মিলিয়ে ইকো–সিস্টেমটা নির্ভর করে বায়োডাইভারসিটির ওপর। দেবাশিস কুমার আরও জানান, ভারতের মধ্যে কলকাতা মহানগরই একমাত্র মেট্রোসিটি, যারা এরকম কাজটা করেছে। তিনি জানান, কলকাতা পুরসভাকে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুন্যাল বলেছিল এই রিপোর্টটি না দিলে ১০ হাজার টাকা ফাইন দিতে। কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেটা দরকার সেটা হল পরিবেশ। এটা আমাদের দুর্ভাগা যা পলিটিক্যাল সিস্টেমে প্রায়োরিটি পায় না। আমি কটা গাছ লাগালাম। আর কত গাছ বেঁচে থাকলো। এগুলিও প্রায়োরিটি পায় না। দেবাশিস কুমারের দফতর যে কাজটা করেছে, সেটা হল পরবর্তী

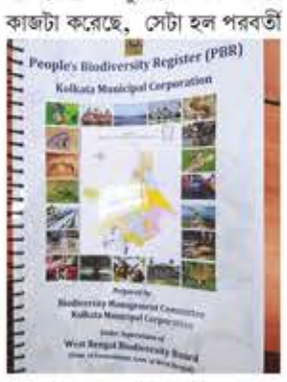

প্রজন্ম কীভাবে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে, সে কাজটা করে যাচ্ছে। আসলে যদি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট চান। তাহলে এই ধরণের কাজ করতে হবে। ডেভেলপমেন্ট মানে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট। এগুলি না থাকলে উন্নয়ন হবে, কিন্তু তা স্থায়ীকরণ হবে না। এদিন 'আমার চোখে কলকাতা' ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার প্রথম তিন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। প্রথম স্থানাধিকারী হলেন অয়ন সামন্ত, দ্বিতীয় হলেন প্রীতম দত্ত আর তৃতীয় হলেন প্রসেনজিৎ বসু। এদের ছবি তিনটি কলকাতার টাউন হলেন দেওয়ালে টাঙানো হবে।

বৈদ্যুতিক বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি চালিত প্রথম বাস পরিষেবা ২৫ মে কসবা পরিবহণ ভবন থেকে শুরু করলেন পরিবহন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ফেম–টু স্কিমে বাসচালক, বাসের রক্ষণাবেক্ষণ যাবতীয় দায়–দায়িত্ব থাকছে বেসরকারি সংস্থার হাতে। শুধু কন্ডাক্টর দেবে রাজ্যে পরিবহণ দফতর। আর মাস শেষে আয় থেকে প্রতি কিলোমিটারে বাস প্রতি ৮৬ টাকা খরচ বাবদ পরিবহন দফতর বেসরকারি সংস্থাকে দেবে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ নিচু পাদানির এই বাসগুলো কেন্দ্রের ফেম–টু স্কিমে এসেছে। এদিন ১০ টি বাসের উদ্বোধন হল। আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে এরকম আরও ৪০ টি বাস আসবে। সর্বনিম্ন ভাড়া প্রতি দু' কিলোমিটারে ২০ টাকা। আপাতত বাসগুলি নিউটাউন থেকে কলকাতার বিভিন্ন রুটে চলবে। ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতায় এখন ৮০ টি ইলেকট্রিক বাস চলে ও ৭৬ টি চার্জিং স্টেশন খুব ভালো সার্ভিস দিচ্ছে। এদিকে ফেম – টু স্কিমে আপাতত ১০টি এল। ২০২৩ সালের মধ্যে ১২০০ বৈদ্যুতিক বাস কলকাতা মহানগরে নামানো হবে। সিইএসএলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বাসগুলি আসছে।

চলতি বছরের মধ্যে এরকম আরও ৪০০ বাস কলকাতার পথে নামছে। ফলে আগামী দিনে কলকাতায় আর কোনও ডিজেল চালিত বাস থাকবে না। দূষণের মাত্রা ৬৬ শতাংশ কমে যাবে। আগামী দিনে কলকাতায় কেবলমাত্র সিএনজি ও ইলেকট্রিক বাস চলবে। প্রতি ট্রিপে কমবেশি ১০০ জন প্যাসেঞ্জার বর্তমানে হচ্ছে। আগামী দিনে সংখ্যাটা আরও বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিরক্ষার বিষয়ে ভারত এখন আত্মনির্ভরতার পথে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে। আত্মনির্ভর ভারতের অঙ্গ হিসাবে প্রতিরক্ষা শিল্পে নতুন জোয়ার আনবার জন্য বণিক মহলে বণিক সভাগুলি সদা তৎপর। এ বিষয়ে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কর্মার্স অফ ইন্ডাস্ট্রি ২৪ মে এক বাণিজ্যিক সভার আয়োজন করেছিল যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান বক্তা হিসাবে লেঃ জেনারেল রাণা প্রতাপ কালিটা। ইস্টার্ন কমান্ডের মুখ্য রাণা প্রতাপ বলেন, প্রতিরক্ষায় শিল্পোদ্যোগীরা এখন আর ভীত নয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীরাও এমএসএমই মাধ্যমে এই শিল্পে নথিভুক্তিকরণ করেছে নিজেদের। তাই প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠা এখন আর বেশি দূরে নেই। বিভিন্ন ছোটখাটো জিনিসের তৈরি এখন হচ্ছে আমাদের দেশে। ভারতীয় বাজারে যাতে সেগুলি প্রাধান্য পায় সে কারণে আমদানি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ছোট ছোট পায়ে এভাবেই আমরা এগিয়ে যেতে পারব বলে আশাবাদী তিনি। এমসিসিআইএর সভাপতি ঋষভ সি কোঠারি তাঁর স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে বলেন, ভারত এখন অন্যান্য শিল্পের সাথে

প্রতিরক্ষার বিষয়েও অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। ২০২১–২২এ অ্যারোস্পেস, ন্যাভাল শিপ বিল্ডিং নিয়ে ব্যাপ্তি ঘটেছে প্রায় ৮৫০ বিলিয়ন ইউএসডি। আগামী ৩ থেকে ৪ বছরের মধ্যে ভারত সরকারের লক্ষ্য হলো প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনে ২৫.০০ বিলিয়ন ইউএসডি–তে পৌঁছানো। প্রতিরক্ষা দফতর তার বরাদ্দের ৬৪ শতাংশ টাকা ভারতীয় প্রতিরক্ষা সামগ্রী কিনতে কাজে লাগাবে। এছাড়াও প্রায় ৬৫ শতাংশ বাজেটের বরাদ্দ টাকা ভারতীয় সামগ্রী তৈরি করবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছে সরকার। ২৫০০টি জিনিস ভারত সরকার আর বাইরের দেশ থেকে আমদানি করবে বলেও জানানো হয়েছে। এছাড়াও ২০৯টি হাতিয়ার ধীরে ধীরে ভারত আমদানি বন্ধ করে দেবে কারণ সেগুলি আর কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের কাছে সহজে তৈরি করবার জন্য পরিকাঠামো তৈরি হয়ে যাবে এবং উন্নত মানের জিনিস তৈরি করতে পারবে ভারত। ২০২৫–এর মধ্যে ভারত রপ্তানিও করবে সেই আশা নিয়েই এমএসএমই এবং অন্যান্য স্টার্ট আপ পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে এই প্রতিরক্ষা সামগ্রীর তৈরির শিল্প কে হৃষ্টপুষ্ট করে তোলবার জন্য সদা তৎপর রয়েছে সরকার। ইতিমধ্যেই গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স, হিন্দুস্থান অ্যারোনেটিক লিমিটেড কোচিন শিপ ইয়ার্ড, ভারত ডায়ানামিক লিমিটেড, মিশ্রা সা তু নিগম সহ অন্যান্য প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনকারীরা আশাবাদী ছোট খাটো জিনিস যেগুলি বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হতো সেগুলি এখন ভারতেই পাওয়া যাবে এবং সে ক্ষেত্রে দাম এবং অন্যান্য বিষয়কেও সহজে উপলব্ধি করা যাবে।

এদিন এই শিল্পে কীভাবে এগিয়ে যাওয়া যায় এবং এগোনোর পথের কাটা কীভাবে তুলে ফেলা যায় সে সব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন শিল্পপতি এবং শিল্পোদ্যোগীরা বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে রফা সূত্র বের করেন। এছাড়াও ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিজেদের এ সংক্রান্ত ব্যবসা নিয়ে এক দ্বিপাক্ষিক আলোচনারও আয়োজন করা হয়। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মন গলেছে অনেক ব্যবসায়ীরই। এগিয়ে আসছেন অনেকে এই ব্যবসার সাথে যুক্ত হতে।

নিজের দেশকে রক্ষা করতে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে আধুনিকতম করে তোলা প্রয়োজন অবশ্যই কিন্তু সে ক্ষেত্রে ঘরের টাকা খরচ করে অন্য দেশ থেকে সামগ্রী কিনে নিয়ে আসা সত্যিই দুঃখের। তাই এখন ভারত যে নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারছে তার জন্য ভারত সরকারের নীতি এবং ব্যবসায়ীদের নীতি প্রণয়ন দুয়ে মিলে আত্মনির্ভরের শৃঙ্গে দাঁড়াবে ভারত এটাই কামনা করা যায়।

রেসিডেন্সিয়ালে হচ্ছে কমার্শিয়াল কারবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার অধীনে এমন অনেক রেসিডেন্সিয়াল ভবন রয়েছে যা সম্পূর্ণভাবে কমার্শিয়াল কাজের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু কলকাতা পুরসভাকে তারা নন–রেসিডেন্সিয়াল কর প্রদান করছে না। কলকাতা পুরসভা ওই ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স দিয়েছে। এবং যার ফলে বেআইনী ভাবে তারা রেসিডেন্সিয়াল স্থানে নন–রেসিডেন্সিয়াল ব্যবসা করছে। তাদের কাছে প্রয়োজনীয় ফায়ার লাইসেন্স বা রাজ্যের পরিবেশ দফতরের পলিউশন সার্টিফিকেট নেই। এতে কলকাতা পুরসভা তার প্রাপ্ত সম্পত্তি কর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে।

অবিলম্বে কলকাতা পুরসভা তার নিজস্ব অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে কলকাতাস্থিত সেইসব বসতবাড়ি গুলি, পরিদর্শন করানো উচিত। এবং সেই অনুযায়ী তার পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। ২০ মে কলকাতা পুরসভার মাসিক পুর অধিবেশনে ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের জবাবে কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পুরসভার কর ও রাজস্ব দফতরকে দিয়ে কলকাতার ১৪৪ টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডভিত্তিক পরিদর্শন চালিয়ে করখেলাপিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলবো। এটা এখনই ইমপ্লিমেন্ট করবো। এদিকে পুরসভার কর ও লাইসেন্স দফতর সূত্রে খবর, বর্তমানে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার গোটা প্রক্রিয়া অনলাইন হয়ে যাওয়ায় কোনও বসতবাড়িকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তা ওয়ার্ড ভিত্তিক চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে না এলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া খুবই কঠিন কাজ। সেই সঙ্গে লাইসেন্স দফতরে কর্মীর প্রচন্ড অভাব। প্রতি মাসে যে সংখ্যায় কর্মী অবসর নিচ্ছে। তার সিকি ভাগও নিয়োগ হচ্ছে না। ট্রেড লাইসেন্স অনলাইন হয়ে যাওয়ায় দফতরের বর্তমান কাজ চালিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে কাজের লোক কোথায়? অফলাইনের মতো হলে তো কর্মী সংখ্যা বাড়াতে হবে।

প্লাস্টিক ঠেকাতে এগিয়ে আসতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিষিদ্ধ পাতলা প্লাস্টিক ব্যাগ পরিবেশের ক্ষতি করছে তা আমরা সবাই জানি। এই পাতলা প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার বা প্যাকেজিং প্লাস্টিকের ফলে সমস্ত জায়গায় ড্রেন, গ্যালিপিট বা ক্যাচপিট আটকে যাচ্ছে। ফলে কলকাতা মহানগরের আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থা ভীষণ ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাই পরিবেশ বাঁচাতে এই পাতলা প্লাস্টিক ব্যাগ এবং তার সঙ্গে থার্মোকলের থালা, বাটি, কারখানা থেকে উদ্ভূত পরিত্যক্ত থার্মোকলের বাক্স প্রভৃতির ব্যবহার অবিলম্বে কলকাতা পুর এলাকা থেকে বন্ধ করা প্রয়োজন। পুর কর্তৃপক্ষ কলকাতার সব পুরবাজার, স্থানীয় স্থায়ী এবং অস্থায়ী দোকান–বাজারে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই ৭৫ মাইক্রনের থেকে পাতলা প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করার বিষয়ে উদ্যোগী হোক। ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম দলের পুরপ্রতিনিধি নন্দিতা রায়ের এই প্রস্তাব জবাবী উত্তরে পুর বাজার দফতরের মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন বলেন, ৭৫ মাইক্রনের নীচে পাতলা প্লাস্টিক বন্ধে সচেতনতা প্রচার জারি রয়েছে। আর থার্মোকলের থালা, বাটি, গ্লাস বন্ধের নির্দেশ রাজ্য সরকার এখনও দেয়নি। রাজ্য সরকার নির্দেশ দিলে নিশ্চয়ই বন্ধের ব্যবস্থা করবো। এই বিষয়ে কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, শুধু পলিথিন নয়, প্যাট বটল আর থার্মোকল এটা কলকাতা পুরসভার আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থাপনাকে ভীষণ ভাবে ব্যাহত করছে। তাই প্লাস্টিক যত্রতত্র ফেলা বন্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাই এ বিষয়ে অ্যাকটিভলি প্রত্যেক জনপ্রতিনিধিরা এ বিষয়ে জনসচেতনতা শিবির করুন। ব্যানার করে, পাড়ায় পাড়ায় মাইকিং করে প্লাস্টিক বিষয়ে মানুষকে সচেতন করুণ। যত্রতত্র না ফেলে নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলুন। তাতে ওয়াটার লগিং বন্ধ হবে। এ বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে বলে মহানাগরিক জানান। আগামী দিনে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে এ বিষয়ে প্রচার চালাবে পুরসভা।

দফতরের বর্তমান কাজ চালিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে কাজের লোক কোথায়? অফলাইনের মতো হলে তো কর্মী সংখ্যা বাড়াতে হবে।

লেন্স বার্তা

ভাঙাচোরা : মধ্য কলকাতার ধর্মতলায় যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের ভগ্ন দশা। রোদ–বৃষ্টি থেকে বাঁচতে যাদের জন্য তৈরি করা তারাই তা ব্যবহার করতে পারছে না। ছবি : অরুণ লোধ

আচমকা অটোর লড়াই এর মাঝে পড়ে আহত হন এক বাইক আরোহী, হতবাক পুলিশ থেকে পথ চলতি মানুষ। বেহালা থানার কাছে।

প্রচণ্ড গরম। তাই বাইক এর সাথে ছাতা হাতে দম্পতির পথ চলা।

একজনে ছবি আঁকে এক মনে... ছবি : অভিজিৎ কর

এখানে ওখানে

ময়দানে ঘোড়াদের চিকিৎসায় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি পেটার

পর্যটকদের নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে থেকে ঘোড়ার গাড়ি কলকাতার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরে দেখায়। কিন্তু এই ঘোড়াগুলির করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ঠিকমতো খাবার জোটে না। অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঘোড়াদের

শরীরে নানারকম আঘাত। ফলে উদ্বিগ্ন পশু সুরক্ষা সংগঠন পিপল ফর দ্য এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ অ্যানিম্যালস (পেটা ইন্ডিয়া) এবং কেপ ফাউন্ডেশন বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে বিশিষ্ট পশু চিকিৎসক ডাক্তার মানিলাল ভি, সমিত রায় একথা জানিয়েছেন। এই সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন রাধিকা বসু। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘোড়াগুলির করুণ অবস্থা নিয়ে একটি ভিডিও সাংবাদিকদের দেখানো হয়। এই ঘোড়াগুলি থাকে হেস্টিংস উড়াল পুলের নীচে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। কলকাতা হাইকোর্টে এই ঘোড়া টানা গাড়ি বন্ধের জন্য আবেদন করা হয়েছে। কলকাতা ময়দানে সম্প্রতি হওয়া দুবার পশু চিকিৎসা স্বাস্থ্য শিবিরে ঘোড়াদের নিয়ে যাননি যাত্রীবাহী ঘোড়ার গাড়ির মালিকরা। রাজ্য সরকারের প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সহযোগিতায় ওই শিবির হয়েছিল ১৯ থেকে ২১ এপ্রিল। কিন্তু সেই শিবিরে কোনও ঘোড়াকে নিয়ে হাজির হনি একজন মালিকও। দ্বিতীয় দফায় ১০ থেকে ১২ মে পর্যন্ত ফের এমন একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানেও একই অবস্থা। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ঘোড়ায় টানা যাত্রীবাহী গাড়ির মালিকরা যাতে ঘোড়াদের নিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবিরে বাধ্যতামূলক হাজির হন। সেইজন্য এবার সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছেন পশুপ্রেমী দুই সংগঠনের সদস্যরা। পশুপ্রেমীদের একটা বড় অংশই বেশ কিছুদিন ধরে ময়দান চত্বর থেকে ঘোড়ার গাড়ি তুলে দেওয়ার দাবি করছেন। তাঁদের সাফ কথা, ঘোড়াদের যদি ঠিকমতো যত্ন ও পরিচর্চা করা এবং তাদের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখা সম্ভব না হয় তাহলে ঘোড়ার গাড়ি বন্ধ হোক। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা কী? পেটা ইন্ডিয়ার প্রধান ভি মণিলাল বলেন, ঘোড়াদের আলাদা কোনও আশ্রয়ে রাখা যেতে পারে। ঘোড়ার বদলে মুম্বাইয়ে পর্যটকদের জন্য ব্যাটারি চালিত গাড়ির ব্যবহার শুরু হয়েছে। তারা কারও রুটি রুজিতে হাত দিতে চান না। কলকাতায় এরকম যান চালু হলে বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। পশুদের নিয়ে কর্মরত সংরক্ষণ কেপ ফাউন্ডেশনের তরফে রাধিকা বসু বলেন, কলকাতা ময়দানে অধিকাংশ ঘোড়াই বিভিন্ন ধরণের শারীরিক অসুস্থতা এবং অপুষ্টিতে ভুগছে। তাদের জীবশক্তি নিংড়ে গাড়ি টানানোর মতো নারকীয় অত্যাচার করা হচ্ছে। পেটা ইন্ডিয়ার অ্যাডভোকেসি অফিসার সমিত রায় বলেন, ময়দানে ১০০–র কিছু বেশি ঘোড়া রয়েছে, তারা অপুষ্টিতে ভুগছে। অনেক ঘোর হাড় ভেঙে গেছে। দুর্ঘটনা ঘটেছে। এখানে ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্পাইকড বিটস লাগানো হয়। ফলে ঘোড়ার মুখ ফেটে যায়। দীঘা শঙ্করপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটি দীঘার সমুদ্র সৈকতে ঘোড়া নিষিদ্ধ করেছে। কারণ ঘোড়ার বজ্য বিপজ্জনক। কাটা জায়গায় লাগলে প্রাণহানি হতে পারে।

ছবি : অরুণ লোধ

বসন্ত বিশ্বাসের ১০৮ শহিদ দিবস

১৪ মে ২০২২ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে 'শহিদ বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি'র তরফ থেকে শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের ১০৮তম আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষ্যে স্মরণ অনুষ্ঠান হয়। শহিদের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন মাননীয় কারামন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, প্রাক্তন জেলা জজ বৃন্দাবন মণ্ডল, অধ্যাপক ডঃ সুরঞ্জন মিদ্দে, নেতাজি গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী, শরৎচন্দ্র বসুর দৌহিত্র অভিজিৎ রায়, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও সমিতির কার্যকরী সভাপতি ডঃ শিশুতোষ সামন্ত, আলপনা বসু প্রমুখ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ। বিভিন্ন বক্তা শহিদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় শহিদের স্মরণে গান ও কবিতা পাঠ করেন বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সম্পাদক গোপাল চক্রবর্তী, স্মৃতিকণা চ্যাটার্জী, জলঙ্গী পত্রিকার সম্পাদিকা চিন্ময়ী বিশ্বাস, প্রশান্ত দাস ও সর্বাণী ঘড়াই। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বসন্ত বিশ্বাসের সম্পর্কিত নাতি ও সমিতির সহ সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস।

নদিয়া জেলার পোড়াগাছা গ্রামে ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে পঞ্জাবের আম্বালা জেলে বসন্ত বিশ্বাস দেশের জন্য কীভাবে ফাঁসিকাঠে নিজের জীবন উৎসর্গ (১০/০৫/২০১৫) করেন, বিভিন্ন বক্তা বিস্তৃতভাবে সে তথা তুলে ধরেন। কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যাবার চক্রান্তকে রোধ করতে (২য়) লর্ড হার্ডিঞ্জের শোভা যাত্রায় বিপ্লবগুরু রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বে বসন্তের বোমা নিক্ষেপের (২৩/১২/১৯১২) ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সেই সঙ্গে পঞ্জাবের লাহোর গার্ডেনের বোমাসংক্রান্ত ঐতিহাসিক ঘটনার (১৭/০৫/১৯১৩) উল্লেখ করে সকলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন। ডঃ সামন্ত বলেন যে, আইবি রেকর্ড অনুযায়ী বসন্ত আফগানিস্তানেও বিপ্লব প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন।

দর্শকের তরফ থেকে দাবি ওঠে যে, কলকাতার কোনও রাস্তার বা পার্ক বা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ শহিদের নামে করা হোক এবং বসন্ত বিশ্বাসের আবক্ষ মূর্তি কলকাতার মধ্যে কোনও বিশেষ স্থানে স্থাপন করা হোক। এ বিষয়ে 'শহিদ বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি'কে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেন। তথ্য ও ছবি : প্রিয়ম গুহ

গত ২৬ মে দক্ষিণ শহরতলির সাউথ বাওয়ালী অঞ্চলে কালীনগর সাবমেরিন ক্লাব আয়োজন করেছিল নজরুল প্রণাম অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদেব কাবড়ী, রবীন্দ্রনাথ রায়, গৌতম অধিকারী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সংগঠনের ছাত্র–ছাত্রীরা সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি এবং যোগা প্রদর্শন করে। বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও নজরুল গবেষক প্রণব দাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সঙ্গীত শিল্পী কল্যাণ দাস এবং বাচিক শিল্পী কুনাল মালিক সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাবমেরিন ক্লাবের সম্পাদক ডাঃ তরুণ রায়।

বিনা ওষুধে রোগ সারান

কনুই ব্যথা

কনুইয়ের ব্যথা হলে হাতের চেটোর উল্টোদিকে কনিষ্ঠা এবং অনামিকা আঙুলের মূল আঙুলের হাড়ের মধ্যবর্তী যে খালের মতো লম্বা অংশটি হাতের কব্জির দিকে বিস্তৃত আছে তার মধ্যবর্তী অংশে ব্যথা পাওয়া যাবে। ওই ব্যথা কনুইয়ের ব্যথার প্রতিফলন। ওই ব্যথার উপর আকুপ্রেসার করতে থাকুন।

কাপ মাসেলের ব্যথা

যে পায়ে কাপ মাসেলের ব্যথা হচ্ছে সে পায়ের তর্জনী মাঝামাঝি জায়গায় এবং হাতের তর্জনীর উপর আকুপ্রেসার করুন। ডান পায়ের ক্ষেত্রে ১৪ এবং ১৫ নম্বর, বাঁ পায়ের ক্ষেত্রে ৩৪ এবং ৩৫ নম্বর করের মাঝখানের মাংসালো অংশে চাপ দিয়ে ব্যথা খুঁজুন। যে ব্যথা পাবেন সেই ব্যথার উপর চাপ দিন আর ছাড়ুন। এই চাপ দেওয়া আর ছাড়াকেই বলে আকুপ্রেসার বা প্রচাপন।

রাগ কমাতে

অনেক মানুষকেই দেখা যায় রাগী স্বভাব। কথায় কথায় রাগ হয়। সে ভাবে তার কথাই ঠিক। সে আর কারু কথা শুনতে চায় না। তার কথা সবাই এক বাক্যে মেনে নিক এটা সে চাইলেও সবাই তো মানবে না। তখন দিকবিদিক শূন্য হয়ে রাগে দাপাতে থাকে। অনেক সময় হাতের কাছে যা পায় তাই ছুঁড়ে ফেলে। হাতের কাছে কোনও অস্ত্র থাকলে তা দিয়ে মারধর করে। রাগ ঠান্ডা করলে কেউ দুঃখ প্রকাশ করে কেউ করে না। এসবের জন্য থাকে নার্ভের সমস্যা। আকুপ্রেসার করে নার্ভের চিকিৎসা করে ফল পান বা না পান রাগ সারাতে সূর্যের থেকে সাদা আলো সংগ্রহ করে জলে গুলে খান, সব রাগ কমে যাবে। একেবারে মাটির মানুষ হয়ে যাবেন। মনে রাখবেন সূর্যের আলোর অনেক গুণ। এই আলো দিয়ে বহু রোগ সারানো যায়। একে বলে রং চিকিৎসা। এ সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনার ইচ্ছা রইল।

হাঁপিয়ে যাওয়া

অনেক সময় বাস, ট্রাম, ট্রেন ধরতে অথবা নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হতে ছুটতে হয়। এতে সাময়িক হাঁপ ধরে। এ অবস্থায় হাঁপানো কমাতে গলা এবং চিবুকের মধ্যবর্তী যে ভি–এর আকারে ত্রিফলা গর্ত থাকে। ওই গর্তের ভিতর মধ্যমা আঙুল ঢুকিয়ে দিন আর বের করুন। কয়েক সেকেন্ড ঢোকানো বেরোনো করুন। হাঁপ কমে যাবে।

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

আমার দেখা ভাল নাটকগুলি

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বেশ কয়েকবার একটা প্রশ্ন বার বার তোলবার চেষ্টা করেছি যে কলকাতায় যেভাবে নাটক প্রযোজনা হচ্ছে সেভাবে নাট্যচর্চা হচ্ছে না। ইদানীং মিনার্ভা রিপোর্টারিতে যা মূলত রাজ্য সরকারের আয়ত্তাধীন সেখানে কিছু কিছু কাজ শুরু হয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। বড় বড় নাট্যদলগুলি মাঝে মাঝে কয়েকটি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ করেই নিজেদের ক্ষান্ত দিয়ে কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। ছোট ছোট দলগুলির আন্তরিকতায় ঘাটতি না থাকলেও আর্থিক কারণে পেরে উঠছেন না, স্বভাবতই নাট্যচর্চা একেবারে থম মেরে গিয়েছে। এর মধ্যে আবার আর একটা পরিকল্পনা বিভিন্ন নাট্যদলগুলির মধ্যে ইদানীং দেখা যাচ্ছে ভাড়া করা শিল্পীদের নিয়ে নাটক করিয়ে বাজিমাত করার চেষ্টা। এতে যেমন নিজ দলের কুশীলবদের বসিয়ে রাখা হচ্ছে, তেমনি নতুন নতুন শিল্পী তৈরি হচ্ছে না। যার ফলে কোন কোনও শিল্পীকে ১৮টা উনিশটা দলে অভিনয় করতে হচ্ছে, এতে হয়ত ওই শিল্পীর আর্থিক রোজগার বেশ কিছুটা স্ফীত হচ্ছে কিন্তু শিল্পীর অভিনয়ের মান ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে কই? অর্থাৎ অভিনয়ের ভার্সেটাইলিটি রক্ষিত হচ্ছে না। এতে শিল্পের মান তো নেমে যাচ্ছে বটেই, শিল্পী তৈরির ক্ষেত্রে এর সুদূর প্রসারী কুপ্রভাব সমগ্র নাট্য সমাজে পড়তে বাধ্য। তবে নান্দিকার, সায়ক কিংবা বহুরূপী বা আরও দু একটি দল অবশ্য তাদের নিজ নিজ সদস্যদের দিয়েই অভিনয়টা চালু রেখেছেন।

বাংলা নাটকের এই ট্রেন্ডটা বন্ধ হলে ভাল হয়, না হলে কারও প্রয়োজনই আর সেভাবে দলের প্রয়োজনা হিসাবে সেভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। অতি সম্প্রতি রবীন্দ্রভারতী রেপার্টরী কাজ শুরু করেছেন। বিভিন্ন আলাপ আলোচনায় এ কথা বার বার উঠে আসছে। তথাপি কোন দলই এর থেকে সরে আসতে পারছে না। এই উদ্যোগের পিছনে যতটা নামের মোহ কাজ করে ততটা কাজের মোহ থাকে না। অচিরেই বাংলা নাট্য জগতে প্রকৃত শিল্পীর খরা আসতে বাধ্য। এবং সেটা বাংলা নাটকের হাল হকিয়তে কোনও শুভ ফল প্রদান করবে না একথা বলাই বাহুল্য।

এরকমটা কিন্তু আগে ছিল না। বরাবরই দেখেছি এই নাট্যদলগুলিই ছিল শিল্পী তৈরির কারখানা। কলকাতার এবং তার আশে পাশের সমস্ত নাট্যদলগুলিকে একটু বিষয়টাকে গভীরভাবে ভেবে দেখার অনুরোধ করছি শুধু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে। এ ভাবে চলতে থাকলে আমরা কি অচিরেই বড় কাঙাল হয়ে যাব না?

বাংলা নাটকের একটা শুভক্ষণ আসছে। লক্ষ্য করছি বহু তরুণ-তরুণী এখন বাংলা নাটকে আসছেন প্রকৃত নাটককে ভালোবেসেই, তবে তাদের মধ্যে যে দু-একজন বোকা বাক্সে মুখ দেখাতে আসছে না তা বলছি না। তবে অধিকাংশ কিন্তু নাটককে ভালবেসেই আসছেন। কারণ একথা একবাক্যে প্রায় সকলে স্বীকার করবেন যে দর্শকের সঙ্গে ডাইরেক্ট কমিউনিকেশনের এতো বড়ো শিল্প মাধ্যম আর প্রায় নেই বললেই চলে। এর একটা অমোঘ আকর্ষণও হয়ত আছে যেটাকে সবসময় ব্যাখ্যা করাও সম্ভব হয় না। যে সমস্ত কচি কচি মুখগুলিকে নাটকের অভিনয়ে নাট্য নির্দেশনায় দেখছি তাতে মনে আশার সঞ্চার হয় বৈকি। অনেকের নাম উল্লেখ করতে পারি যাদের সঙ্গে আমার ভাবের

বিশেষ প্রতিবেদন

আদানপ্রদান প্রতিনিয়ত হয়। যেমন কৌশিক কর, সঙ্গীতা পাল, অঙ্কিতা মাঝি, গঙ্গীতা ভট্টাচার্য, তুর্না দাস, দেবাশিস, তুলিকা, অভি চক্রবর্তী, সুমিত রায়, প্রিয়া চক্রবর্তী, আভেরি সিংহ রায়, মনোরমা নন্দী, বহ্নি চক্রবর্তী, পলাশ কর্মকার, সৌরভ পালধি, রিয়া দে, দোলা ব্যানার্জী, সীমা মুখার্জী, সীমা ঘোষ, বণিত মোদক, কথাকলি দাশগুপ্ত, রাজীব সেন, বিমান মুখার্জী, তাপস দাশ, শংকর, অরিজিৎ ব্যানার্জী, রাহুল, অভিজ্ঞান ভট্টাচার্য, স্বরূপ মুখার্জী, মিতালি দাস, ইন্দ্রনীল, শ্বেতা ঘোষ, সৌমিতা ব্যানার্জী, কিংশুক ব্যানার্জী, অনন্যা চট্টরাজ, প্রীতম, সুপ্রতীম রায়, মামণি চক্রবর্তী, বিন্দিয়া ঘোষ, নিবেদিতা করগুপ্ত, লোপামুদ্রা, বিষ্ণু মাইতি, মোনালিসা চ্যাটার্জী, মৌ ভট্টাচার্য, তাপস সরকার, অরিন্দম রায়, ত্রম্বক ভট্টাচার্য, তাপস চ্যাটার্জী, প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত, অরিন্দম শীল, অনুরূপ মল্লিক, নরেন ভট্টাচার্য, রাজেশ্বরী নন্দী, দেবাশিস সেনশর্মা, প্রদীপ রায়, সন্দীপ ভট্টাচার্য, অর্ণব মুখার্জী, সুমনা চক্রবর্তী, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, নীল মুখার্জী, কস্তুরী চ্যাটার্জী, নিবেদিতা মুখার্জী, রাকেশ ঘোষ, আলোকপর্ণা গুহ, নূপুর ব্যানার্জী, শান্তনু চক্রবর্তী, রঞ্জন বোস, অভি চক্রবর্তী, দেবাশিস রায়, দেবাশিস ঘোষ দস্তিদার, স্বাতী রায়, সুলগ্না, সুমিত পাল, তনিমা দাস সরকার এবং আরও অনেকে। এরা সকলেই চাকরি বাকরির খোঁজ না করে নাটককেই পূর্ণ সময়ের পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত হয়নি। এদের কাছ থেকে দেখেছি, আত্মপ্রত্যয়ে নিষ্ঠায় অবিচলিত থাকতে দেখে মনে মনে গর্বিত হয়েছি। ভাবি প্রজন্মের কথা ভেবে আনন্দে ভাবনার জাল বুনেছি। এবং এদের হাতেই ভবিষ্যতের ব্যাটন তুলে দিয়ে যেতে হবে আমাদের। এঁদের সকলের কাজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি, বিশ্বাস জেগেছে এটা ভেবে যে এরা পারবে বাংলার এই কৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে। ২০১৪-১৫ থেকে এ পর্যন্ত যে ভাল কাজগুলি দেখলাম তাই নিয়ে দুচার কথা বলছি।

প্রথমে যে নাটকটির কথা সর্বাগ্রে মনে আসছে তা রঙরূপের 'ছায়াপথ', স্বপ্নসন্ধানীর 'কর্কট ক্রান্তির দেশ' এবং 'আন্তিগোনে'। ঋত্বিকের অতিথি সায়কের পিঙ্কি বুলি এবং 'দামিনী হে', নান্দীকারের 'নাচনী', বহুরূপীর 'নীরো', বেহালা অনুদর্শীর 'এক নারী কাদম্বরী' ও 'মৌনমুখর' 'আহত অশ্ব', 'কৃষ্ণ কলি' এবং 'মনোদাম্পত্য' ব্রাত্যজনের 'বোমা', থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'বিয়ে গাউনি কাঁদন চাঁপা', পূর্ব পশ্চিমের 'হাঁসুলি বাঁকের কথা' কলকাতা রঙ্গিলার 'মা এক নির্ভীক সৈনিক'ও 'নাটক ফাটক', নির্ণয় এর 'রস', অন্য থিয়েটারের 'চৈতালি রাতের স্বপ্ন', বিন্দিয়া ঘোষেণ 'বন্দের দশদিন', সৌরভ পালধির 'আন সেন্ট লেটার' ও 'নাটকটির নাম কি?' বহরমপুর রঙ্গাশ্রমের 'প্রতারক', থিয়েটার কমিউনের 'নোলক রহস্য' কলকাতা ক্রিয়েটিভ আর্ট পারফরমার্স এর 'প্রোঃ হিয়ার মার্কে' দমদম শব্দ মুদ্রা এর কুমার সম্ভবের কবি 'রাজকুল গাঁথা' ও 'স্যাফো চিত্রাঙ্গদা', শ্রুতি রঙ্গমের 'মিথ্যেবাদী', দৃশ্যপটের অয়দিপাউস। কল্যাণী কলামণ্ডলমের 'গোল্লাছুট', নাট্যরঙ্গ-এর 'শের আফগানের টিনের তলোয়ার', শিল্পী সংঘের 'বোম্বাগড়ের রাজা' কসবা অর্ঘ্যর মহাভারত, কালিন্দী নাট্য সৃজনএর 'শাহেনশা এবং হরিপদ' গিরিশ করনাড বিরচিত হয়বদন অবলম্বনে কথাকৃতির 'ঘোড়া মুখো পালা', কলকাতা রমরমা-র 'রাজার অসুখ' অঙ্গনের 'সাইটোল', রবীন্দ্রভারতী থিয়েটার রেপার্টরি প্রযোজিত 'ফাগুন রাতের গল্পো' রঙ্গপট-এর 'ধর্মাশোক', নটরঙ্গের 'ঝড়ের পাখি', অবন্তি চক্রবর্তীর 'ট্রয়' ও 'লেডি ম্যাকবেথ', সোহিনী সেনগুপ্তের 'বিপন্নতা' কিসমত বানো নির্দেশিত ও অভিনীত অসমের উহ্রংস থিয়েটার প্রযোজিত 'হেলেন', এক্রশ শতকের 'মনপাখি', সীমা মুখার্জীর 'মায়ের মতো', 'নাটকওয়ালার 'ইচ্ছামৃত্যু' এবং' গোত্রহীনের নীল কণ্ঠের দেশ' রসিকতার ফলসি চড়ার উপাখ্যান, মিউনাসের 'দি লাস্ট হিরো' উদাহরণের লালন সাঁই, এবং সর্বোপরি নিভা আর্টসএর 'সুন্দর', গ্যালিলি ও গ্যালিলেই' দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, চার অধ্যায়, চতুর্বীর জোড়, আনন্দমঠ, তৃতীয় সূত্র, মুখোমুখি ও নিভা আর্টসএর যৌথ প্রয়াস 'মেকিস্টো' (পূর্ণ নির্মাণ)। উপরোক্ত নাটকগুলি বারবার দেখা যায়। এদের মধ্যে ছায়াপথ-কে এক নম্বরে রাখবো। বাংলা নাটককে এখন মূলত দুই ভাগে ভাগ করে দেখা উচিত। অতিমারির পূর্ব পর্ব এবং অতিমারির পরের পর্ব। যদিও আমরা এখনও অতিমারির প্রকোপ থেকে এখনও সেভাবে মুক্তি পাইনি তবে অবস্থা কিছুটা অনুকূল হয়েছে তা বলতেই পারি। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল বাংলা নাটকের কফিনে পেরেক পোঁতা হয়ে গেছে। ভাবছিলাম আর কি দর্শকবৃন্দকে থিয়েটার মুখী করা যাবে? কিন্তু প্রকোপের মাত্রা বেশ কিছুটা শিথিল হতেই নাট্যদলগুলি নেমে পড়েছে তাদের নতুন নাটকের পসরা নিয়ে প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে তবে তারা তাদের শো-এ কোন টিকিটের মূল্য রাখেনি, প্রবেশ অবাধ রেখে শো করেছে। তাদের কথা আগে দর্শকেরা আসুক তো তারপরে টিকিটের কথা ভাববো। শুভ উদ্যোগ সন্দেহ নেই, কিন্তু এভাবে ঘরের খেয়ে কদিন ? গাঁটের পয়সা খরচ করে কতদিন টিকতে পারবে নাটকের দলগুলো? তার মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি কিছু নাট্যদল সোৎসাহে নেমে পড়েছে বিভিন্ন মঞ্চে দেখে চলেছে তাদের নাট্য প্রদর্শন। এর মধ্যে যে দলগুলির কার্যকলাপ চোখে পড়ছে তরে মধ্যে বেহালা অনুদর্শীর 'কৃষ্ণকলি', অশ্ব', সরস্বতী নাট্যশালা, কলেজস্ট্রিট মর্গান, অনীক নাট্যদল সোনারপুর 'ছন্দম', রঙরূপ, দমদম শব্দমুদ্র, দক্ষিণেশ্বর কোমলগান্ধার, সন্তোষপুর মনন, কলকাতা প্রেক্ষাপট, বৃত্তাস্ত, কাব্যকলা মনন ও দেবস্তরা আর্টস, কালপ্রতিমা, ঢাকুরিয়া নাট্যমুখ, খড়দহ আহিরি, পানিহাটি অভিযাত্রী, মানিকতলা দলছুট, ভূমিসূত্র থিয়েটার, রানীকুঠি আঙ্গিক, ক্রাইমেক্স থিয়েটার, থিয়েটার চন্দননগর, এষনা জয়নগর, কোলাঘাট অঙ্কুর কলাকৃষ্টি, অনামি নাট্যম, থিয়েটার ফোরাম, চন্দননগর রঙ্গপীঠ, থিয়েটার প্রসেনিয়াম, চন্দননগর ক্লাসিক, গড়িয়া একত্রে, নাট্যসৃজনী, শ্যামবাজার মুখোমুখি, শৌভনিক, গণকৃষ্টি, লোক কৃষ্টি প্রভৃতি ছোট মাঝারি নাট্যদলগুলি যেভাবে কাজে নেমে পড়েছে তা দেখলে মনে বড় আশার সঞ্চার হয়। এর মধ্যে সুভাষগ্রাম 'আবির্ভাব'-এর কাজ খুব ভাল লাগলো। ওদের 'কালবৈশাখী' এবং ডাইন দেখে খুব ভাল লাগলো। রঙরূপের স্পেয়ার পার্টসও বেশ প্রভাবশালী।

উষ্ণিক এর নতুন নাটকটিও 'না কথা' ঈশিতা মুখার্জী নির্দেশিত বেশ মজাদার। শুভাশিস ও সীমা মুখার্জীর অনবদ্য অভিনয় সমৃদ্ধ নাটক। বহুস্বর প্রযোজিত নতুননাটকটি আবার দেখতে হবে। অত্যন্ত উচ্চ মানের প্রযোজনা।

এছাড়া সোমামাইম থিয়েটার, সুদীপ গুপ্তের ডলস থিয়েটার ও কাজে নেমে পড়েছে ওদের সাম্প্রতিক প্রযোজনাগুলি সম্প্রতি দেখলাম। এভাবে চলতে চলতেই হয়তো একদিন লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারবে বাংলা নাটক। যদিও অনেক ব্যক্তিবর্গ বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান আছেন। তবে আমি একজন আশাবাদী মানুষ আশায় ভরসা রেখেই বলতে পারি- ওরা তোরা মেঘ দেখে আর করিস নারে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে।'

লোকশিল্পী অমর পাল স্মরণে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রদ্ধেয় কিংবদন্তী লোকগীতি শিল্পী অমর পালের জন্মশত বর্ষ উদ্‌যাপন হল।১৯ মে, বৃহস্পতিবার চুঁচুড়ায় আয়োজন করল তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কথায় ও গানে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হল। ১৯২২ সালে শিল্পী অমর পালের জন্ম হয়। তিনি ১৯৪৮ সালে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবেড়িয়া কুমিল্লা থেকে কলকাতায় আসেন। প্রথমে কলেজ স্ট্রিটে শচীন ভট্টাচার্যের বাড়িতে থাকতেন। শচীনবাবুর একটি ওষুধের দোকান ছিল। তাঁর ৮৫ বছরের সুযোগ্য ছাত্র ধীরেন ভৌমিক গাইলেন 'সোনার বরণ ধানে ভরা মাটি' গানটি। এই বয়সেও শিল্পীর পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ ও আবেগমথিত গলা মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করে। এরপর ধীরেন বাবুর মেয়ে জুঁই রক্ষিত শিল্পী অমর পালের

স্মৃতিচারণ করেন। লোকসংসদ পরিচালনায় শিল্পীর সুযোগ্য ছাত্রী মীনা দাস সংস্থার শিল্পীদের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীত 'আকাশ আমার ঘরের ছাউনি, পৃথিবী আমার ঘর' দিয়ে সূচনা করলেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সুযোগ্য ছাত্র প্রবীন শিল্পী গৌরাঙ্গ বিশ্বাস। অমর পালের গাওয়া তিনটি গান, ভরা গাঙে পাল তুলে যা', 'কৃষ্ণ প্রেম করব বলে' এবং ওরে পদ্মা ওরে মেঘনা' অনবদ্য দরদী কণ্ঠে শোনালেন। লোকশিল্পী গৌরাঙ্গ বলেন, গানের জন্যই তার জীবন। শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। প্রয়াত শিল্পী অমর পাল ২০০৭ সালে জাতীয় সঙ্গীত আকাদেমি পুরস্কার পান। এছাড়া অজস্র সম্মানে ভূষিত হন। তিনি গান গেয়ে অনেক সম্মান পেয়েছেন। টাকা-পয়সা সেভাবে হয়তো পাননি। লোকশিল্পী অমর পাল মাটির গান, বাউল, ভাদু, ভাটিয়ালি, চটকা সব ধরনের গানই গেয়েছেন। প্রায় দেড় হাজার গানের রেকর্ড করেছেন।

রোটারি ক্লাবের মেম্বার্স নাইট

শ্রেয়সী ঘোষ : শনিবার ২১ মে সন্ধ্যায় রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটার বার্ষিক 'মেম্বার্স নাইট' অনুষ্ঠানটি উৎসর্গিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ রায়ের উদ্দেশ্যে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর মূল অনুষ্ঠানে শিল্পীরা একে একে মঞ্চে উঠে পরিবেশন করলেন গান, নাচ, কবিতা পাঠ, শ্রুতিনাটক এবং ফ্যাশন শো। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন রঞ্জনা রায় ও রোশনী গাঙ্গুলি। বর্তমানের ক্লাবের সভানেত্রী সুজাতা পাইনের গাওয়া 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' গানটির সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করলেন শ্রীরঞ্জনী যোশী। 'মোর বীণা ওঠে' গানটির সঙ্গে নৃত্যে ছিলেন সাধন চক্রবর্তী। 'পাগলা হাওয়ার' গানটির সঙ্গে নাচলেন সোলাঙ্কী মিত্র। 'বিধির বাঁধন কাটবে

তুমি' গানটি গাইলেন সমীরণ সেন। 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' গানটি গাইলেন হীরক রায়। 'তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই।' গানটি গাইলেন ড. শঙ্কর ঘোষ। 'আমি চিনি গো চিনি' গানটি গাইলেন নিলিমা যোশী। কবিতা পাঠ করলেন সুমন চক্রবর্তী। দামোদর শেঠ কবিতাটি আবৃত্তি করল ঋষি চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের হিন্দি অনুবাদ শোনালেন সোনাল, নিলিমা, অনসূয়া, শর্মিষ্ঠা। সত্যজিৎ রায়ের গল্প 'অনুকূল'এর নাট্যরূপ দিলেন বোধিব্রত দাস। তিনি নির্দেশকও। 'অনুকূল' শ্রুতি নাটক হিসাবে উপস্থাপিত করা হল। অংশ নিলেন অনসূয়া দাস, বোধিব্রত দাস, সোমনাথ ব্যানার্জী, ড. অশোক ঘোষাল, হীরক রায় প্রমুখ সভ্য সভ্যারা। বিশেষ আকর্ষণ ছিল রবি ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়ির অন্দরমহলের পুরুষের ও নারীর সাজসজ্জা। প্রস্থনার দায়িত্বে ছিলেন শুভা পাল। তিনি সঞ্চালকও বটে। 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' গানটি গাইলেন সুখশাম সিং। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন রঞ্জনা রায় এবং রোশনী গাঙ্গুলি। এমন উজ্জ্বল অনুষ্ঠানে কোনও রকম ত্রুটি রাখেননি সুজাতা পাইন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটি করেন সোনাল বোরা। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি শিল্পীকে সম্মানিত করা হয়।

বিদ্রোহী কবির জন্মদিন স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার বাসন্তী ব্লকের শান্তির নীড় বৃদ্ধাশ্রম ও মহেশপুর রাখালচন্দ্র সেবাশ্রমে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্ম পালন করে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে, তাঁর আদর্শকে পাথেয় করে অসহায় দুঃস্থ,বৃদ্ধ -বৃদ্ধা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বস্ত্র , ফল মিষ্টি, বিতরণ করলেন সুন্দরবনের সমাজসেবী ফারুক আহম্মেদ সরদার। ধর্মীয় উদারতার উর্দ্ধে ছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। তাঁর সেই আদর্শকে পাথেয় করে সমাজ যখন বিপন্ন। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যখন ছড়িয়ে পড়ে সমাজের দিকে। মানুষ যখন অস্তিত্বের সংকটে

ভুগতে থাকে। জাতির স্বাধীনতার সঙ্গে একান্ত হয়ে নির্যাতিত ও ক্ষমা বঞ্চিত মানুষ যখন মুক্তির কথা ভাবে। তখন এই কানে বেজে ওঠে নজরুল ইসলামের সাম্যের গান। অসহায় নিপীড়িত বঞ্চিত সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে নজরুলের লেখনি আজও কাজ করে চলেছে। তাঁর ভাবনা সাম্যবাদ মানবতার জয়গান আজও মুক্তির পথ দেখায়। বিদ্রোহী কবি বলেছেন, মানুষের জন্য যা সুন্দর কল্যাণকর তাই প্রকৃত ধর্ম''। জীবন তরী যখন ভেসে যায় নজরুলের গানের সুরে,তখন তা জীবনের ছন্দ ফিরে আসে। আজও সেই আদর্শকে পাথেয় করে আজ বুক বাঁধে সমাজ। বাঁচার স্বপ্ন দেখে নজরুলের নির্দেশিত দেখানো পথে। কান পাতলে শোনা যায় আজও মানবতার জয়গান, সাম্যের গান, প্রতিবাদের ভাষা প্রকাশ পায় তাঁর কবিতায়। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রাক্তন শিক্ষক তথা সমাজসেবী অসহায় মানুষের আশ্রয়দাতা অমল পন্ডিত সহ শতাধিক অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা,ছাত্র-ছাত্রী বিশিষ্ট গুণীজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রবীণ নাগরিক সম্মিলনীর রবীন্দ্র জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ মে ভবানীপুরে আশুতোষ মুখার্জীর বাড়িতে প্রবীণ নাগরিক সম্মিলনীর উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। করোনার জন্য দীর্ঘ ২ বছরের ছাড়াছাড়ির পর সভ্য সভ্যারা একত্রিত হন রবীন্দ্র জয়ন্তীর হাত ধরে। ফুল দিয়ে সবাইকে বরণ করে উৎসবের সূচনা হয়। রাধা ব্যানার্জী, জয়ন্ত লাহিড়ী, আরতি ব্যানার্জী, জীবন কৃষ্ণ প্রমুখরা আবৃত্তি করেন। নমিতা ব্যানার্জী, কেয়া পোদ্দার, প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, নুপুর চাটার্জী, বন্দনা ঘোষ, অমল বাগচি, তপন ব্যানার্জী প্রমুখরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনাথ বন্ধু দত্ত রবীন্দ্রনাথের অনেক অজানা তথ্য পরিবেশন করে বলেন, মহিলাদের আধুনিক কাপড় পরিধানের ধরন প্রচলন করেন। আগে ২ টি কাপড় পরার চল ছিল। একটি কাপড়ের উপরের অংশ অপরটি ছিল নীচের অংশে বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথ এক কাপড়ে সমগ্র দেহ আবরিত করার ধরন প্রবর্তন করেন। স্বল্প পরিসরে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করার পর বলেন, সদ্য প্রয়াত পিনাকী ভাদুড়ী বলতেন, রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য তিনি বাংলায় বাঙালি হয়ে জন্মেছেন। তার চলন ফেরনের প্রতি ছন্দে ছিল বাংলার মোড়কে বাঁধা। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় দৃশ্য তাকে বাংলার ছবি দিয়ে ধরা দিত। আল্পস পর্বতকে মনে হত হিমালয়, প্রশান্ত মহাসাগর বাংলার বঙ্গোপসাগরের ছবির পলকে ঢেউ খেলত। আর দুর্ভাগ্য যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আগে জন্মে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেন নি। দুর্ভাগ্য তাদের যারা বাঙালি হয়ে জন্মেও রবীন্দ্রসঙ্গীত অমৃত রস আস্বাদন করতে পারেন নি। দুর্ভাগ্য তাদের যারা বাঙালি হয়েও বাংলা না জানার জন্য গর্ব অনুভব করে থাকেন। নৃত্য পরিবেশন করে পারমিতা গ্রুপ।

সেবা ফার্মার্স সমিতির কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির নিজস্ব ভবনে সারাদিনের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর, বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া, গোবরডাঙা সেবা ফার্মাস সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার, এপিইডিএ-র ডিস্ট্রিক্ট ডেভলপমেন্ট ম্যানেজার নাবার্ড ২৪ পরগনার দেবজ্যোতি বিশ্বাস প্রমুখ। এপিইডিএ আধিকারিক সীতাকান্ত মণ্ডল এবং কমল পাইক কর্মশালা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শিশু শিল্পী অনুসূয়া কুণ্ডু রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাথে নৃত্য পরিবেশন করলেন। কর্মশালায় অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন বিনিতা সুধাংশু ডে. জেনারেল ম্যানেজার এবং রিজিওনাল হেড এপিইডিএ, ভারত সরকার। শতাধিক কৃষক,

কুড়ি জন এক্সপোর্টার, এফপিও, এফপিসি-এর সদস্য, মহিলা কর্ম-উদ্যোগী সমন্বয়ে প্রায় তিন শতাধিক মানুষের অংশ গ্রহণে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা এফপিও-এর মাধ্যমে রপ্তানি করতে পারে তার উপর আলোচনা হয় পণ্য রপ্তানি করতে কী ধরনের সার্টিফিকেট প্রয়োজন, কোন দফতরগুলি সেগুলো দেবে, কী ধরনের পণ্য পৃথিবীর কোন কোন দেশে রপ্তানি করা যাবে, তার কী মূল্য পাওয়া যাবে প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। মাননীয় শান্তনু ঠাকুর বলেন, বনগাঁ লোকসভা অঞ্চলে ফুল এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করা যেতে পারে। তিনি বলেন আগামী দিনে কর্মউদ্যোগী নিয়ে তার একটি শিল্পমেলা করার ইচ্ছা আছে। কর্মশালায় ৫ জন কৃষককে মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর ও অশোক কীর্তনীয়া স্মারক সম্মান ও উপহার তুলে দেন। ৬ জন কর্মদোগীর হাতে অতিথিবৃন্দ মেমেন্টো ও ব্যবহারযোগ্য ছাতা তুলে দেন। গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির পক্ষ থেকে এই উপহারগুলি মাননীয় অতিথিদের হাত থেকে প্রদান করায় তারা আপ্লুত হয়। সেবা সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার বলেন, কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ দরকার। তিনি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে এ বিষয়ে সাহায্যের আবেদন করেন।অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বনগাঁ উত্তর এবং গাইঘাটা বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া ও সুব্রত ঠাকুরকে স্মারক সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

মুর্শিদাবাদে সারা বাংলা কবি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুর্শিদাবাদ রঘুনাথগঞ্জে সানাই লজে নজরুল ইসলাম ও চাতক ফাউন্ডেশনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় দুই বাংলার স্বনামধন্য কবি সাহিত্যিকদের সম্মানে ভূষিত করা হয়। এদিন এপার-ওপার বাংলার একশো পঞ্চাশ জন কবি কবিতা পাঠ করেন। তাদের প্রত্যেককে সম্মানিত করা হয়। মঞ্চে দুই বিঘা সাহিত্য পত্রিকা

মিলনে এক মনোজ্ঞ সাহিত্য সভার সোমবার ১৬ মে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন শিক্ষাবিদ ডক্টর মজিবর রহমান। জাতীয় কবি রবীন্দ্র-নজরুল স্মৃতি সম্মান পুরস্কার পান কলকাতার কবি আব্দুল করিম। সংগঠনের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে দুই বাংলার ১৩ জন কবি সাহিত্যিককে রবি-নজরুল স্মৃতি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। তিনজনকে বর্ষসেরা সম্মান দেওয়া হয়।

এঁরা হলেন, কবি জাহানারা বেগম, কবি দীপঙ্কর পোড়েল ও কবি সাবের আলি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসাম থেকে আগত সঙ্গীত শিল্পী স্নিগ্ধা দাস। সভাপতি তথা সাহিত্যিক কাজী আমিনুল ইসলাম প্রমুখরা।

রাক্ষস একটি সাহসী উপস্থাপনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চেনা হয়েও অচেনা থেকে যায় সমাজের অনেক দিক। তেমনই কিছু বিষয় তুলে ধরলো নয়াবাদ তিতাস তাদের প্রযোজনা রাক্ষস নাটকে। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা ছোটো গল্পের আভাস পাওয়া গেল 'রাক্ষস' মূলত নাট্যকার অবিরের সমসাময়িক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরই নিদর্শন। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার তপন থিয়েটারে তারই নির্দেশনায় মঞ্চস্থ এই নাটকের অভিনেতা ও জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়ের আলোর পাশাপাশি কারিগরি ও সৃজনের দায়িত্বে থাকা সমস্ত কলাকুশলীদের নিরলস প্রয়াস বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে?

বদলে যাওয়া আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের এই সফল নাট্যরূপ যা সমাজের কাছে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন রেখে যায়, তা নিজেদের অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায় অভিনেতা শান্তনু মুখোপাধ্যায় ও শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে।

আলীর ভৌতিক পাঞ্চ আজও বিস্ময়

অরিঞ্জয় মিত্র

দিনটা ১৯৬৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। সেদিন প্রায় অপরিচিত এক তরুণ বক্সার ক্যাসিয়াস ক্লে নামবেন পেশাদার বক্সিং রিংয়ে। ২২ বছরের তরতাজা বলশালী যুবক। যিনি ১৯৬০ অলিম্পিকে সোনাজয়ী বক্সার। কিন্তু অলিম্পিক আর হেভিওয়েট পেশাদার বক্সিং কি আর এক হল? সে দিনের লড়াইয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আবার বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন সনি লিস্টন। যিনি ফ্রয়েড প্যাটারসনের মতো চ্যাম্পিয়নকে দু-দুবার প্রথম রাউন্ডেই নক আউট করে দিয়েছেন। অন্যদিকে খারাপ পারফরমেন্স ছিল না তরুণ ক্যাসিয়াসেরও। ১৯৬০ সালে ২৯ অক্টোবর পেশাদার বক্সিংয়ে নামার পর ১৯৬৩ পর্যন্ত ১৯টা ম্যাচের মধ্যে জিতেছিলেন ১৯টাতেই। তার মধ্যে ১৫বার জিতেছেন নক আউটে। তবু রিংয়ে রাজ করা লিস্টনের সামনে যেন ২২ বছরের অনামী যুবক বক্সার নিতান্তই শিশু। কারণ, সেরাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরীক্ষাই হয়নি তাঁর। একপেশে লড়াই হবে এমনটাই মেনে নিয়েছিল বক্সিং দুনিয়া। কিন্তু লড়াই শুরুর আগেই তোলপাড় ফেলার চেষ্টা করলেন ক্যাসিয়াস ক্লে। আসলে যুদ্ধের আগে কোনোভাবেই হাল ছাড়তে রাজি নন তিনি। তাই সনি লিস্টনের মতো হেভিওয়েটকেও হুমকি দিয়ে বসলেন আনকোরা এই কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ। সরাসরি প্রকাশ করলেন ঔদ্ধত্য। বললেন, আমি হচ্ছি বিশ্বসেরা। মিস্টার লিস্টন একজন বৃদ্ধ মানুষ। এই বক্সিং রিংয়ে আমার পাশে তাঁর কোনো জায়গা নেই। বেচারা সনি লিস্টনকে আমি সাহায্য করতে চাই। আমি তাঁকে একটা শিক্ষা দিতে চাই। লিস্টন যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমার বিরুদ্ধে লড়বেন, আমার মনে হয় প্রথম দরকার কীভাবে ঘুষি খেয়ে পড়ে যেতে হয় সেই শিক্ষা তাঁকে দেওয়া দরকার। ক্যাসিয়াস হুমকি দিলে কী হবে, সেই আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর কেউ পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। সনি লিস্টনকে যাঁরা চেনেন, তাদের মনে গাঁথাই হয়ে গিয়েছিল এই লড়াইয়ের ফল কী হতে চলেছে। মুখে বলা আর মুখের ওপর লড়াই করার যে কত তফাত তা যে ক্যাসিয়াসকে দারুণভাবে বুঝিয়ে দেবেন লিস্টন এ নিয়ে তাবর বিশেষজ্ঞ, সেরা সাংবাদিকদের মধ্যে কোনো দ্বিমতই ছিল না। কারণ তাঁরা সনি লিস্টনের নকআউট পাঞ্চের কথা বেশ ভালো করেই জানেন। তখনো পর্যন্ত ৩৫টি লড়াইয়ে লিস্টনের হার মাত্র ১টা ম্যাচে। আর জয় পাওয়া ম্যাচের বেশিরভাগ লড়রইয়ে নকআউটেই প্রতিপক্ষকে আউট করে দিয়েছেন। সনি লিস্টন তাঁর যুগের শুধু চ্যাম্পিয়ন ছিলেন না, বরং প্রতিপক্ষের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতেন। সে কারণেই ফ্লোরিডার মিয়ামি বিচ এই লড়াই দেখতে অভিজ্ঞ সাংবাদিকদেরও পাঠানোর প্রয়োজন মনে করেন নি নামিদামি পত্রিকার দায়িত্বপ্রাপ্তরা। সবারই ধারণা ছিল ক্যাসিয়াস হয়তো দুই থেকে তিন রাউন্ড টিকে থাকতে পারবেন।

কিন্তু ম্যাচ শুরু হওয়ার পরই পরিস্থিতি যেন সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। যখন তাঁরা সামনাসামনি দাঁড়ালেন, তখন বোঝা গেল ক্যাসিয়াস ক্লে-র শরীর সনি লিস্টন এর চেয়েও বড়। রিংয়ে ঠিকমতো দেখতেও পারছিলেন না তিনি। এরকম সময়ে হাল ছেড়ে দেওয়া মানে যে নিশ্চিত হার, এটা বুঝেই ক্যাসিয়াসকে রিং থেকে বেরোতে দেন নি কোচ। যে সময় গ্লাভস খুলে ফেলতে চেয়েছিলেন ক্যাসিয়াস, সে সময় তা বাধা দেন কোচ অ্যাঞ্জেলো ডান্ডি। তিনিই চোখ মুছে দেন ক্যাসিয়াসের। আবার রিংয়ের লড়াইয়ে ফিরতে বলেন। শুধু একটা উপদেশ দিয়ে দেন তিনি। বলেছিলেন, চোখ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত লিস্টনের থেকে দূরে দূরে থাকতে হবে। ক্লে সে কথা শুনেছিলেন। সেইভাবেই লড়াই চালিয়ে গেছেন। এরইমধ্যে লিস্টনের চোখের নিচে কেটে গিয়েছিল। সেখান থেকে রক্ত গড়াচ্ছিল। তাঁর বাঁ হাতটা ঠিক মতো কাজ করছিলো না। সপ্তম রাউন্ডের লড়াইয়ের ঘণ্টা যখন বাজলো, লিস্টন কিন্তু বসেই ছিলেন। আর লড়তে রাজি হননি। হার মানেন তিনি। যা দেখে মিয়ামি বিচের বক্সিং ফ্লোরে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন বেশকিছু দর্শক। চোখেমুখে ছিল অবিশ্বাস। অনেকে হতভম্ব হয়ে যান। অনেকে বুঝতে পারছিলেন না ঠিক কী ঘটলো?

সেই সুযোগটাই তুলে নিতে শুরু করলেন ক্যাসিয়াস। প্রথম রাউন্ড থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেন এই তরুণ। চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া গতিতে ছুটে চলল দাপট। একের পর এক ঘুসি আছড়ে পড়ল প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে। এই একই রকম লড়াই চলতে থাকল একেবারে পঞ্চম রাউন্ড পর্যন্ত। এরপরই আচমকা ঘটে যায় বিপত্তি। তাতেই পরিস্থিতি চলে যায় লিস্টনের পক্ষে। সেই সময় লিস্টনের দস্তানা থেকে সম্ভবত কিছু একটা তরল পদার্থ ক্লে-র চোখে ঢুকে যায়। এরপরই ঝাঁঝালো কিছুতে চোখ জ্বলতে শুরু করে ক্যাসিয়াসের। সেই সময় চোখে আসলে কী ঘটেছে তা বোধহয় একজনই সে'সময় বুঝেছিলেন। তিনি ক্যাসিয়াস ক্লে। লিস্টনকে বসে থাকতে দেখেই বক্সিং রিংয়ে দড়ি ধরে চিৎকার করছিলেন আর বলছিলেন, আমি দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছি। আমি এখন বিশ্বের রাজা। মাত্র ২২ বছর বয়সেই বিশ্ব হেভিওয়েট এর খেতাব জিতে সবাইকে অবাক করে দেন ক্যাসিয়াস। ম্যাচ হারার পরে সাংবাদিকদের লিস্টন বলেছিলেন, তাঁর বাঁ হাত কোনো কাজ করছিল না। আর তাই লড়াই করতে পারেননি। অবিশ্বাস্য এই হারের যুক্তি অনেকেরই মনে হয়েছিল কাপুরুষের মতো কথা। অনেকেরই শুধু সনি লিস্টন কাছাকাছি এসেছেন মহম্মদ আলীর। এরপরই রিংয়ের লুটিয়ে পড়েন লিস্টন। প্রথম রাউন্ডের লড়াই হতে না হতেই সনি লিস্টন যেভাবে মাটিতে পড়ে যান তাতে উপস্থিত সবাই অবাকই হয়ে যান। আসলে মহম্মদ আলীর যে নকআউট পাঞ্চে লিস্টন ধরাশায়ী হয়ে যান তা আসলে এত দ্রুত গতির ছিল যে কেউ দেখতেই পাননি। মহম্মদ আলীর এই পাঞ্চটাই পরে ভৌতিক পাঞ্চ নামে পরিচিতি পায়। টিভি মনিটরে বারবার দেখার পর বোঝা যায় মহম্মদ আলী ডান হাত দিয়ে ঘুষিটা চালিয়েছিলেন। লিস্টনের এত কাছ থেকে মেরেছিলেন যে মনে হয়েছিল মিথ্যে অজুহাত। বলাইবাহুল্য, তরুণ ক্যাসিয়াস ক্লে এর পরের দিনই সব পত্রিকার শিরোনামে উঠে এসেছিলেন।

ভবিষ্যতে ক্যাসিয়াস ক্লে বক্সিং দুনিয়ায় পরিচিত হয়েছিলেন একেবারে অন্য নামে। ক্যাসিয়াস নামে তিনি খুব বেশি মানুষের কাছে পরিচিত নন। সনি লিস্টনকে হারানোর পর পরই ক্লে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নতুন নাম দেন নিজের। ক্যাসিয়াসকে থেকে হয়ে যান মহম্মদ আলী। গোটা বিশ্ব মহম্মদ আলীকেই চেনে। সনি লিস্টনের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রথম দফায় জিতে নিলেও, দ্বিতীয় দফা অবশ্য বাকি ছিল মহম্মদ আলীর। দ্বিতীয়বার মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ আসে প্রথম লড়াইয়ের ৩ মাস পর। ওই বছরেরই ২৫ মে। সবাই আশা করেছিলেন এই দফায় লিস্টন নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নিয়ে নেবেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে মহম্মদ আলীর কাছে লিস্টন ফের হেরে যান একেবারে প্রথম রাউন্ডেই। লড়াইটা আসলে প্রথম রাউন্ডে মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। একঝাঁক দর্শক ম্যাচ শুরুর পর দেখতে পেয়েছিলেন সহজে দেখার উপায় নেই। সরাসরি লিস্টনের মুখেই প্রচণ্ড শক্তিতে দ্রুত পাঞ্চ হয়েছিল আলীর দস্তানা। ছিটকে পড়েছিলেন লিস্টন। আরো একবার দর্শকরা কী ঘটছে বুঝতে পারছিলেন না। হতচকিত হয়ে পড়েন প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রেফারি জর্জ জো ওয়ালকট। লিস্টন কতক্ষণ ধরে রিংয়ে পড়ে আছেন তা গুনতে ভুলে যান রেফারি। জর্জের সম্বিত ফেরাতে রিংয়ের সাইডে থাকা এক সাংবাদিক চিৎকার করে টাইম কাউন্ট করতে থাকেন। যা শুনে বিস্ময় কাটে রেফারির। পুরো ঘটনাটাই এত দ্রুত হয়েছিল যে, সে সময় যদি বক্সিং কর্তৃপক্ষ রিং এর সামনে থাকতেন তাহলে হয়তো আবার নতুন করে লড়াইয়ের প্রস্তাব দিতেন। কিন্তু তা হয়নি। বক্সিং ইতিহাসে এই লড়াইয়ে মহম্মদ আলী তার প্রতিপক্ষকে নকআউটে পরাজিত করেন এমনই উল্লেখ হয়ে রয়েছে। আলীর ঘুষি খেয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া লিস্টন কী আদপেই সেদিন আর উঠে দাঁড়াতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন!! তা নিয়ে অবশ্য আজও বিতর্ক রয়েই গেছে। সে সময় অনেকেই মনে করেছেন লিস্টন বুঝেছিলেন এর পর ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভব নয়। অনেকেই ভেবেছিলেন আবার মার খাওয়ার ভয়ে আর উঠে দাঁড়াননি লিস্টন। এরপর লিস্টন দুর্বল কয়েকজন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলে জিতলেও দুরন্ত চ্যালেঞ্জ আর নিতে পারেননি। বক্সিং কেরিয়ারের ইতি টেনে দেন। আর মহম্মদ আলী নিজের স্বর্ণ সময় শুরু করেন। লিস্টনকে দু'দফায় হারানোর পরে বক্সিংয়ে শুরু হয় একটা নতুন যুগ। তা মহম্মদ আলীর যুগ। বক্সিং ইতিহাসে সবচেয়ে নামকরা বক্সারে পরিণত হন মহম্মদ আলী। রিং'এ নেমে যা যা করেছেন তা আজও ইতিহাস হয়ে আছে। লিস্টনের বিরুদ্ধে এই লড়াই থেকেই শুধু বক্সার হিসেবে নয়, শো ম্যানশিপ হিসেবেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তিনি চিৎকার করে বলতে পারতেন, বক্সিংয়ের তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সেরাদের সেরা। বুক বাজিয়ে নানা কথা বলা আর রিংয়ে সেগুলোকে সত্যি প্রমাণ করে দিয়ে ভক্তদের মন জয় করে নেওয়ার একমাত্র উদাহরণ ছিলেন মহম্মদ আলী।

পায়ে হেঁটে লাদাখ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া ব্রিজ থেকে লাদাখ। পায়ে হেঁটে আড়াই হাজার কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করেছেন কামারকুণ্ডুর গোপালনগর পশ্চিমপাড়া গ্রামের মিলন মাঝি। শুরু থেকেই একশো দিনের মধ্যে তিরিশ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করার লক্ষ্য নিয়ে অভিযান শুরু করলেও। মাত্র ৮৩ দিনে তা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন। কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে লাদাখ যাওয়ার স্বপ্ন পূরণের কথা জানায়। অনেক সময় শোনা যায় মোটর সাইকেলে লাদাখ যাওয়ার কথা। কিন্তু পায়ে হেঁটে মিলনের লাদাখ অভিযান এই প্রথম। কামারকুণ্ডু গোপালনগর পশ্চিমপাড়া, বারো হাত কালী যুব সংঘ ক্লাবের পাশেই বাড়ি। বাবা অনিল মাজির দুই ছেলের বড় ছেলে শিবু, ছোট মিলন। মোটর বাইক কিনে দেবার ক্ষমতা নেই বাবার। তাই স্বপ্ন পূরণ করতে পায়ে হেঁটেই লাদাখ যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। একসময় রাণীগঞ্জের একটি কারখানায় সিএনসি অপারেটরের কাজ করলেও লকডাউনে মিলনের সেই কাজ চলে যায়। কামারকুণ্ডু গ্রামীণ পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফিসের সামনে তার বাবা চায়ের দোকান চালায়। সেখানেই বাবাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করতেন মিলন। আর মনে মনে লাদাখ যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। বাবা অনিল মাজি ও মা চণ্ডীদেবীকে না জানিয়েই তিনি এই অভিযানে বেরিয়েছিলেন। মা-বাবা জানতেন মিলন হয়তো কোনও কাজে যাচ্ছে। একমাত্র দাদা শিবু ও বৌদি পল্লবী ব্যাপারটা জানতেন। বাড়ির কেউ লাদাখ যাওয়ার কথা জানতেন না। আগে একবার বাইক

নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। বাইক কিনে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই পায়ে হেঁটে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিল। আড়াই হাজার কিমি দুর্গম পথ পেরিয়ে ছেলে স্বপ্ন পূরণ করায় মা চণ্ডী মাজি খুবই গর্বিত। প্রথমে শুনে অনেকে বলেছিল ও পাগল, এতদূর কেউ হাঁটতে পারে। তারপর যখন ফেসবুকে ওর ভিডিও ছবি দেখল, সবাই বিশ্বাস করল। মাত্র ২৬ বছর বয়সে মিলন যখন ভারতের পতাকা খারদুংলায় খালি পায়ে বরফের ওপর হেঁটে গেঁছে দিলে গর্বে বুকটা সকলের ভরে গেছে। ছোটলো থেকেই পাহাড়ের টান বরাবর আকর্ষণ করতো। বয়স কম তাই চেষ্টা করে দেখেছে পায়ে হেঁটে সম্ভব কিনা। প্রকৃতির সেই টানেই লাদাখ পৌঁছানো। এতে কটা অ্যাডভেঞ্চার আছে। তার যাত্রাপথের রুট ছিল হাওড়া থেকে ঝাড়খণ্ড। বিহার, উত্তরপ্রদেশ উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ হয়ে লাদাখ। সে দিনে ৩০ কিমি হেঁটেছেন। খারদুংলা ১৮ হাজার ৩শো ৮৫ ফিটউচ্চতা। যাত্রাপথে প্রচুর মানুষের ভালবাসা পেয়েছেন। থাকা খাওয়া কোন অসুবিধা হয়নি। এমনকি ঝাড়খণ্ডে গভীর হিংস্র জন্তুর বসবাসকারী জঙ্গল পেরোতে কলকাতার এক বাঙালি দম্পতি ওই রাস্তা দিয়ে গাড়িতে যাওয়ার সময় দেখতে পেয়ে তাকে পানীয় জল খাবার দিয়ে সাহায্য করেন। ডানলপ বরাহনগরের প্রদীপ সিংহের সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ হয়। প্রদীপ বাবু সাইকেলে করে লাদাখ গেছেন। মিলন মাত্র ২১০০ টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল। কিছু ওষুধ ও শীতের পোশাক কেনা ছাড়া আর খরচ হয়নি।

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের অধীনস্থ বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে একগুচ্ছ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রজত শুভ্র নস্কর জানালেন, আগামী ৩ জুন বাসন্তী ব্লকের নফরগঞ্জে বৈদ্যনাথ বিদ্যাপীঠে পালিত হবে ওয়ার্ল্ড বাই-সাইকেল ডে। এই দিবস উদযাপন সম্পর্কে তিনি জানান, পেট্রল ডিজেল ও বিভিন্ন ক্ষতিকারক কেমিক্যালের কারণে জল, বায়ু এবং ভূমিক্ষয় ও দূষণ হচ্ছে। তাই কাছাকাছি দূরত্বে যাবার জন্য আমরা যদি বাইসাইকেল ব্যবহার করি তাহলে পরিবেশ দূষণ যেমন কম হবে তেমনি শারীরিক বা কায়িক পরিশ্রমের জন্য দেহ চর্বিমুক্ত ও সুস্থ থাকবে। এর ফলে সুগার,

হাইপারটেনশন, কোলেস্টরল থেকে দেহ সুরক্ষিত থাকবে। পেট্রল বা ডিজেল চালিত দু চাকা বা চার চাকার যানবাহনের বিকল্প হিসাবে বাইসাইকেল ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করাই ওয়ার্ল্ড বাইসাইকেল ডে'র উদ্দেশ্য। এছাড়া আগামী ৫ জুন বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হবে। সবুজায়নের লক্ষ্যে ঝড়খালী, বারুইপুর, বজবজ-১ ও বজবজ-২ ব্লকে বৃক্ষরোপণ করা হবে। গত ১৪ মে থেকে যে ব্লকে ব্লকে যোগা মহোৎসব হচ্ছে তা শেষ হবে আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপনের মাধ্যমে। জেলার অনুষ্ঠানটি হবে বজবজ-২ ব্লকের সাউথ বাওয়ালীর কালীনগর সাবমেরিন ক্লাবের প্রাঙ্গণে।

এর পাশাপাশি প্রতি বুধবার বিভিন্ন ব্লকের সাইবার জাগৃতি দিবস পালিত হচ্ছে। এখন সাইবার ক্রাইম খুব বেড়ে গেছে। মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে তারা যেন ভালোকরে খোঁজখবর না নিয়ে ফেসবুকে আসা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট না করেন। কারণ অনেক সময় ওই আননোন বন্ধু বিড়ম্বনায় ফেলতে পারে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com